দশমঃ স্কন্ধঃ

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। ইত্থং শরৎ স্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা।
ন্যবিশদ্বায়ুনাবাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—স গো-গোপালকঃ অচ্যুতঃ ইত্থং শরৎ স্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা বায়ুনা বাতং (মন্দ বায়ু সঞ্চারিতং) [বৃন্দাবনং] ন্যবিশৎ।

১। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—আমার পূর্ব বর্ণনা অনুরূপ শরতের স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবরে শোভিত ও পদ্মবন সম্বন্ধী সুগন্ধী বায়ুতে ব্যাপ্ত বনে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন গো-গোপবালকগণে পরিবেষ্টিত হয়ে।

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** এবং শরদং বর্ণয়িত্বা বর্ষাবৎ তত্র শ্রীভগবৎক্রীড়াবিশেষমাহ—ইত্থমিত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তি। তত্র তদুপকরণত্বেনাদৌ মনোহর-জলবায়ুসমাশ্রয়ত্বেন, স্বতশ্চ মনোহরতয়া বনমনুবদতি—সার্দ্ধেন। তত্রেত্থমিতি—যথাহং বর্ণিতবান্, প্রায়স্তথা বর্ণনপ্রকারেণেত্যর্থঃ। সগোগোপালকো মধুপতিরিত্যন্বয়ঃ; যদ্বা, হৃৎপ্রাপ্তবর্ণনীয়-রূপলীলাদিনা ভাববিশেষাবির্ভাবতো বিশেষ্যস্যানুচ্চারণাদুচ্চারণাশক্তের্বা; শ্রীকৃষ্ণ ইতি বাক্যশেষো জ্ঞেয়ঃ। এবমগ্রে বর্হাপীড়মিত্যাদাবপি। অচ্যুত ইতি পাঠশ্চিৎসুখস্য সম্মতঃ, অত্র তু বনমিতি শেষঃ॥ জী০ ১

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** বর্ষাঋতু বর্ণনের পর যেমন বর্ষাকালে শ্রীভগবানের বিহার বলা হয়েছে পূর্বে সেইরূপ শরৎ ঋতুর বর্ণনের পর এখন শরতের শ্রীভগবৎ-বিহার বিশেষ এই অধ্যায়ে বলা হচ্ছে—'ইত্থং' থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত। এই বিহারের উপকরণ হিসাবে প্রথমে শরতের মনোহর জলবায়ু সম্যক্ আশ্রয়ে স্বতঃই মনোহর স্বরূপ বলে বনের কথাই বিশেষভাবে বলা হচ্ছে—দেড় শ্লোকে। **ইত্থম্**—আমি (শ্রীশুক) পূর্বে যেরূপ বর্ণন করেছি, সেই বর্ণন অনুরূপ (বনে প্রবেশ করলেন)। পাঠ-বনং ও অচ্যুতঃ—বনং পাঠ ধরে ব্যাখ্যা করতে গেলে দ্বিতীয় শ্লোকের 'মধুপতির' সহিত অন্বয় করে ব্যাখ্যা হবে। বিশেষ্য অর্থাৎ কর্তা কৃষ্ণের কথা উচ্চারণ না করার কারণ সেই সময়ে শুকদেবের হৃদয়ে পঞ্চমশ্লোকে

২। কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্॥

২। **অন্বয়ঃ** সহ পশুপালবলঃ (গোপবালকৈঃ রামেণ চ সহ) মধুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাঃ চারয়ন্ কুসুমিত-বনরাজি শুষ্মিভৃঙ্গ (মত্ত ভৃঙ্গঃ) দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃ সরিন্মহীধ্রম্ (পক্ষিকুলানাং নিনাদিতাঃ সরিতঃ পর্বতাশ্চ যস্মিন্ তৎ বৃন্দাবনম্) অবগাহ্য (প্রবিশ্য) বেণুং চুকূজ।

২। **মূলানুবাদঃ** মত্তভ্রমর ও পক্ষীকুলে অধ্যুষিত কুসুমিত বনরাজিতে, আর তাদের কলনাদে মুখরিত সরোবর-নদী-পর্বত সকলে রমণীয় বনের ভিতরে মধুপতি কৃষ্ণ বলদেব-গোপবালক ও গোধনের সহিত গোচারণ করবার জন্য প্রবেশ করত বেণুতে মন্দমধুর ধ্বনি করলেন।

বর্ণনীয় শ্রীকৃষ্ণের রূপলীলাদির দ্বারা ভাববিশেষ আবির্ভাব হয়ে থাকা হেতু উচ্চারণের অক্ষমতা। 'অচ্যুতঃ' পাঠ চিৎসুখ সম্মত। এখানে বনং পাঠ ধরে ব্যাখ্যা॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** একবিংশে বেণুগীতস্মরার্ত্তা গোপিকা মুহুঃ। বেণুবৃন্দাবনমৃগী দেব্যাদীনাং যশো জগুঃ॥ যদ্যদ্বনং গতঃ কৃষ্ণশ্চরিত্রং মধুরং ব্যাধাৎ। প্রেমনেত্রেক্ষিতং গোপ্যো গোষ্ঠস্থাস্তদবর্ণয়ন্॥ শরদং বর্ণয়িত্বা তাদাত্মিকীং বেণুগানলীলাং বর্ণয়িষ্যংস্তন্মধুরিমমণ্ডিতে বৃন্দাবনে প্রথমং কৃষ্ণস্য প্রবেশমাহ,—ইত্থমিতি। পদ্মাকরসুগন্ধিনেতি পদ্মাকরসম্বন্ধাৎ সৌগন্ধ্যং শৈত্যশ্চ জ্ঞেয়ং, বায়ুভিরিত্যুক্তের্বায়ুনেত্যেকবচনেন বাতস্য মান্দ্যঞ্চ। গো-গোপালকসহিতঃ। অত্র মধুপতিরিতি বিশেষ্যপদেনোত্তরশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** একবিংশে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শুনে কামবেগে আর্তা গোপরমণীগণ অবিরাম বেণু-বৃন্দাবন-মৃগী-স্বর্গীয় দেবীদের যশোগান করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বনে গিয়ে যে মধুর লীলা বিস্তার করলেন, তা গোপীগণ গোষ্ঠ থেকেই প্রেমনেত্রে নিরীক্ষণ করে বর্ণন করলেন। শরৎ ঋতুর বর্ণন করাবার পর এর সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বেণুগানলীলা বর্ণন করতে গিয়ে শ্রীশুকদেব প্রথমে শরৎমধুরিমা মণ্ডিত বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রবেশ বলছেন—ইত্থং ইতি। **পদ্মাকরসুগন্ধিনা**—পদ্মবনের সম্বন্ধ হেতু বায়ুতে সৌগন্ধ্য ও শৈত্য গুণের বিদ্যমানতা আছে, এরূপ বুঝতে হবে। **বায়ুনা বাতং**—বায়ুদ্বারা ব্যাপ্ত বন,—এখানে 'বায়ুনা' একবচন প্রয়োগে বায়ু যে মন্দমন্দ বইছিল, তাই বুঝানো হল। গো-গোপালকগণের সহিত মধুপতি বনে প্রবেশ করলেন—এখানে পরের শ্লোকের 'মধুপতি' পদের সহিত অন্বয় মুখে ব্যাখ্যা॥ বি০ ১॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** যাদবত্বাদ্গোপাশ্চ মধবঃ তেষাম্পতিরিতি ক্রীড়ায়াং সামগ্র্যং বিবক্ষিতম্। শ্লেষেণ মধোর্ঋতুরাজস্যাপি পতিরিতি তৎপ্রবেশে সর্ব্বাপি বনশোভা সমধিকৈব দর্শিতা। অবগাহ্য অন্তঃপ্রবিশ্যেতি বনস্য সর্ব্বতঃ প্রবেশেন তত্ত্বজ্ঞানং ধ্বনিতম্। সহ-পশুপালবল ইত্যস্য গাশ্চারয়ন্নিত্যনেনৈবান্বয়ো যোগ্যঃ, ন তু 'চুকূজ বেণুম্' ইত্যনেন চ। তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য ইত্যুত্তরবাক্যে পূর্ব্বত্রৈব সামঞ্জস্যপ্রতিপত্তেঃ। চুকূজেত্যন্তর্ভূতণ্যর্থঃ॥ জী০ ২॥

৩। তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্॥

৩। অন্বয়ঃ কাশ্চিৎ ব্রজস্ত্রিয়ঃ স্মরোদয়ং (কামস্য উদয়ঃ যস্মাৎ তৎ) তৎ বেণুগীতং আশ্রুত্য কৃষ্ণস্য পরোক্ষং স্বসখীভ্যঃ অবর্ণয়ন্।

৩। মূলানুবাদঃ শ্রীরাধাদি ব্রজস্ত্রীগণ দূরে ব্রজ থেকে সেই বেণুগীত কাম-পীড়িত চিত্তে শুনে আন্তরিক ভাব গোপন করে নিজ নিজ সখীর নিকট অসাক্ষাতে নিরন্তর বর্ণন করতে লাগলেন।

২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ মধুপতি—মধুদেশস্থ জনগণের পতি কৃষ্ণ গোপগণও যাদব বলে 'মধু' শব্দ বাচ্য। 'গোপগণের প্রাণপতি' বাক্যে কৃষ্ণের বিহারের উপকরণই বক্তব্য। অথবা, 'মধুপতি' ঋতুরাজ বসন্তের পতি—এইরূপ অর্থের ধ্বনি হচ্ছে, শরৎবনশোভা সকল প্রকারে পূর্ণ হলেও বসন্তপতির প্রবেশে সেই শোভা উচ্ছলিত হয়ে উঠল। **অবগাহ্য**—বনের ভিতরে প্রবেশ করে—বনের সর্বত্র প্রবেশে বনের প্রকৃত অবস্থার জ্ঞান ধ্বনিত। 'মধুপতি সহ পশুপাল বল গাঃ চারয়ণ', এইরূপে অন্বয়ই যোগ্য, এর অর্থ—মধুপতি বলদেব এবং গোপবালকদের সহিত গোচারণ করতে করতে 'অবগাহ্য' বনে প্রবেশ করলেন। অন্বয় কিন্তু এরূপ হবে না, যথা—মধুপতি বলদেব ও গোপবালকদের সহিত মিলে 'চুকূজ বেণুম্' অর্থাৎ বেণুধ্বনি করলেন, বেণুধ্বনি কৃষ্ণ একাই করলেন, কারণ এইরূপ অন্বয়েই পরের শ্লোকের 'তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য' ইত্যাদি অর্থাৎ ব্রজস্ত্রিগণ কৃষ্ণের সেই বেণুগীত শুনেই ইত্যাদি বাক্যের সহিত পূর্বের বাক্যের সামঞ্জস্য হয়॥ জী০ ২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কুসুমিতবনরাজিষু শুষ্মিণো মত্তা ভৃঙ্গা দ্বিজাশ্চ তেষাং কুলৈঘুষ্টানি সরাংসি সরিতো মহীধ্রাশ্চ যস্মিন্ তদ্বনং মধুপতিঃ কৃষ্ণঃ অবগাহ্যেতি যস্যাবগাহনেন বনং শোভতে তস্য মধোর্বসন্তস্যাপি পতিরিত্যতিশোভা শ্লেষেণ ধ্বনিতা। চুকূজ কূজয়ামাস। সহ পশুপাল বল ইতি বনাবগাহনে গোচারণে চ সাহিত্যং নতু বেণুকূজনে। উত্তরশ্লোকে কৃষ্ণস্য বেণুগীতমিত্যুক্তেঃ॥ বিঃ ২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কুসুমিত বনরাজিতে মত্তভ্রমর ও পক্ষীকুলের শোভায়, আর তাদের কলনাদে গুঞ্জরিত সরোবর ও নদীতে পর্বতসকলে রমণীয় বনের ভিতরে **মধুপতি**—কৃষ্ণ, **অবগাহ্য**—প্রবেশ করলেন—যার প্রবেশে বন শোভিত, ইনি হলেন সেই 'মধো' বসন্তের পতি, কাজেই অতিশয় শোভিত হল বন, বাক্য শ্লেষে এইরূপ অর্থ ধ্বনিত। **চুকূজ**—মন্দমধুরধ্বনি করলেন। 'সহপশুপালবল' এই সাহিত্য বন প্রবেশে এবং গোচারণে, বেণুকূজনে নয়—বেণুকূজনে একাই—পরের শ্লোকে 'কৃষ্ণের বেণুগীত' এরূপ বলা হেতু॥ বি০ ২॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ তত্তত্র তদেব বা কৃষ্ণস্য বেণুগীতমনুগীতানন্তরং নিরন্তরং বা অবর্ণয়ন্। তত্র হেতুঃ—স্মরস্য উদয়ঃ প্রাকট্যং যত্র তাদৃশং যথা স্যাত্তথা আশ্রুত্য। যদ্যপি তদা তস্য

৪। তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ॥

৪। **অন্বয়ঃ** [হে] নৃপ। [তা ব্রজস্ত্রিয়ঃ] তৎ বর্ণয়িতুম্ আরব্ধাঃ কৃষ্ণচেষ্টিতং স্মরন্ত্যঃ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্ত মনসঃ ন অশকন্।

৪। **মূলানুবাদঃ** হে নৃপ! গোপীগণ সেই বেণুগীত ভাব গোপন করে বলতে আরম্ভ করলেও সেরূপ বর্ণন করতে পারলেন না, কারণ কৃষ্ণের বেণুগীতময় লীলা মনে মনে আলোড়ন-বিলোড়ন করতে করতে কামবেগে বিক্ষিপ্ত মনা হয়ে পড়লেন।

বেণুবাদনবিনোদো বর্ত্তত এব, তথাপি তদানীং বয়োঽতিশয়েন বয়ঃপ্রাকট্যেন বৈদগ্ধীবিশেষপ্রাকট্যাৎ; তত্র চ শরল্লক্ষ্মীবিলাসাবলোকনেন চ দীপ্তভাবস্য তাঃ সমাক্রষ্টুং বেণুবিদ্যামভ্যস্ততস্তয়া তাসাং তাদৃশত্বং জাতম্, অতএব তদানীমেব তাভিস্তদনুবর্ণনঞ্চ। আশ্রুত্য দূরতোঽপি সম্যক্ শ্রুত্বা, কলত্বেঽপি সর্ব্বব্যাপি-স্বভাবত্বাৎ। ঈষদপি শ্রুত্বেতি বা কাশ্চিত্তদ্ভাববিশেষযুক্তাঃ শ্রীরাধাদেব্যাদ্যা ইতি সর্ব্বাসামেব ব্রজস্ত্রীণাং তচ্ছ্রবণেঽপি সর্ব্বভূতমনোহরমিতি বক্ষ্যমাণান্মাত্রাদীনাং বাৎসল্যাদেরেবোদয়ঃ, ন তু স্মরস্য ইতি তাঃ পরিহৃতাঃ। অতঃ স্বীয়াভ্যঃ সখীভ্যঃ শ্রীললিতাদিভ্যো নিজমনোবাষ্পোদ্গিরণায় তা অপি শ্রাবয়িতুমিত্যর্থঃ। স্ব-শব্দেন সখ্যাঃ সখ্যোঽপি ব্যাবর্ত্ত্যন্ত ইতি তাসাং পরমশালীনত্বং দর্শিতম্; কিং বহুনা, তত্রাপি পরোক্ষমর্থান্তরাচ্ছন্নং সাবহিত্থং যথা স্যাত্তথা ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তৎ**—'তৎ' সেই বনের ভিতরে, বা 'তৎ' সেই (বেণুগীত)। কৃষ্ণের বেণুগীত **অন্ববর্ণয়ন্**–'অনু' পিছনে গাওয়ার পর সখীদের কাছে বর্ণন। অথবা, নিরন্তর বর্ণন। এ বিষয়ে হেতু, **স্মরোদয়ম্**—চিত্তে কামের প্রকটনে যে ভাব হয় সেইরূপ ভাব নিয়ে শ্রবণ, এই বিষয়ে কারণ,তৎকালে যদিও কৃষ্ণের বেণুবাদনবিনোদ বিদ্যমান ছিলই,তা হলেও ঠিক সেই সময়ে কৃষ্ণের বয়স বৃদ্ধি হেতু কৈশোর প্রকাশে বৈদগ্ধী বিশেষ প্রকাশ। আরও সে বিষয়ে হেতু শরৎ শোভা বিশেষ অবলোকনে দীপ্তভাব কৃষ্ণের গোপীদের নিকটে আকর্ষণের জন্য বেণুবিদ্যা অভ্যাস—এই বেণু বিদ্যা দ্বারাই গোপী.দর তাদৃশ অবস্থা জাত হল, অতএব তদানীং তাদের সেই বেণুগীতের অবিরাম বর্ণন। **আশ্রুত্য**—দূরের থেকে সম্যক্ শুনে—বেণুগীত 'কূজন' অস্পষ্ট মৃদু হলেও সর্বব্যাপি স্বভাব হেতু সম্যক্ শ্রবণ। অথবা, 'আশ্রুত্য' ঈষৎও শুনে। **কাশ্চিৎ**—কোনও গোপী, উন্নত-উজ্জ্বলরসময়ী শ্রীরাধাদেবী প্রমুখা। সকল ব্রজস্ত্রীগণই সেই বেণুগীত শুনলেন, কারণ ইহা 'সর্বভূতমনোহর' (৬ শ্লোক), এরূপ বলা আছে—তা হলেও মা-আদির বাৎসল্যাদি রসেরই উদয়, কামবেগের নয়, তাই তাদের পরিহার করা হল। অতএব **স্বসখীভ্যঃ**—নিজ নিজ সখী ললিতাদির নিকট নিজের মনোবাষ্প উদ্গিরণ করবার জন্য অর্থাৎ তাদেরও শ্রবণ করাবার জন্য। 'স্ব' শব্দে সখীর সখীকে বাদ দেওয়া হল, এইরূপে এই গোপীদের পরম শালীনতা দেখান হল।

৫। বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥
৬। ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে॥

৫। **অন্বয়ঃ** বর্হাপীড়ং (চূড়ায়াং শিখিপুচ্ছঃ) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং কনক কপিশং (স্বর্ণবর্ণ পীতং) বাসঃ বৈজয়ন্তীং মালাং নটবরবপুঃ চ বিভ্রৎ [কৃষ্ণঃ] অধর সুধয়া বেণোঃ রন্ধ্রান্ আপূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ গীতকীর্তিঃ স্বপদরমণং বৃন্দারণ্যং প্রাবিশৎ।

৫। **অন্বয়ঃ** [হে] রাজন্, সর্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ ইতি (এবং প্রকারং) সর্বভূতমনোহরম্ বেণুরবং শ্রুত্বা বর্ণয়ন্ত্যঃ অভিরেভিরে (প্রত্যেকমনুভবসাম্যোপলব্ধ্যা পরস্পরালিঙ্গনং কৃতবত্যঃ)।

৫। **মূলানুবাদঃ** [ভাবাভিভূত ব্রজগোপীগণ বেণুগীতময় লীলা বর্ণন করছেন এখানে—] চূড়ায় শিখিপুচ্ছ ভূষণ, কর্ণদ্বয়ে পীতবর্ণ সোঁদালি পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীতবসন ও গলে বৈজয়ন্তী মালায় নটবর বেশে সজ্জিত হয়ে অধর-সুধায় বেণুরন্ধ্র পূরণ করতে করতে শঙ্খচক্রাদি পদচিহ্নে রমণীয় বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন গোপবৃন্দের দ্বারা গীতকীর্তি (কৃষ্ণ)। [নামটি উহ্য লজ্জায়।]

৬। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! সেই সর্বভূত-মনোহর বেণুধ্বনি শ্রবণ করে ব্রজস্ত্রীগণ তাঁর মাধুর্য বর্নন করতে করতে ভাবাবেশে কৃষ্ণবুদ্ধিতে পরস্পর আলিঙ্গন করলেন।

বেশী বলার কি আছে, নিজ সখীদের নিকটেও যে বললেন, তাও **পরোক্ষম্**—অর্থান্তরের দ্বারা আচ্ছন্ন করে অবহিত্থা অর্থাৎ ভাব গোপনের সহিত যাতে হয় সেই ভাবে, এরূপ অর্থ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তৎকৃষ্ণস্য বেণুগীতং আশ্রুত্য পরোক্ষং যথা স্যাত্তথেতি তাসাং ব্রজে স্থিতত্বাৎ॥ বি০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ব্রজস্ত্রীগণ সেই কৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করে **পরোক্ষং**—অসাক্ষাতে অবিরাম বর্ণন করতে লাগলেন—তাঁদের দূরে ব্রজে থাকা হেতু 'অসাক্ষাতে'।

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** স্মরোদয়স্য ক্রমমেবাহ—তদিতি; তত্তাদৃশং পরোক্ষং যথা স্যাত্তথা বর্ণয়িতুমারব্ধা আরব্ধবত্যোঽপি নাশকন্, তথা বর্ণয়িতুং নাপারয়ন্নিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—স্মরেতি। কুতঃ? কৃষ্ণস্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষকস্য চেষ্টিতং তদ্বেণু-গীতময়ং স্মরন্ত্যঃ অনুসন্দধানাঃ; হে নৃপেতি—তৎ-কথনেন স্বয়মেব ভাববিশেষপ্রাপ্ত্যা কাতর্য্যেণ, কিংবা তস্যৈব ভাববিশেষোঽয়মালক্ষ্য তৎসম্বরণার্থং সম্বোধনম্॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** কাম উদয়ের ক্রম বলা হচ্ছে—তদ্ ইতি। তাদৃশ গোপন করে বলতে আরম্ভ করলেও **নাশাকন্**—সেরূপ বর্ণন করতে পারলেন না। না পারার কারণ—

স্মর ইতি—কামবেগে বিক্ষিপ্ত মনা হয়ে পড়লেন। কেন এরূপ হল? **কৃষ্ণচেষ্টিতম্**—সর্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণের **চেষ্টিতং**—সেই বেণুগীতময় লীলা **স্মরন্ত্যঃ**—স্মরণ করে অর্থাৎ উহাই মনে মনে আলোড়ণ বিলোড়ণ করতে করতে। **হে নৃপ**—সেই কথা বলতে গিয়ে শ্রীশুকদেব নিজেই ভাব বিশেষ প্রাপ্তি হেতু কাতরে হে নৃপ বলে শ্রীপরীক্ষিৎকে সম্বোধন করলেন, অথবা রাজার ভাব বিশেষ লক্ষ্য করে তা সম্বরণের জন্য তাঁকে সম্বোধন ॥ জী॰ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদ্বেণুগীতং বর্ণয়িতুং আরব্ধাঃ আরব্ধবত্যোঽপি বর্ণয়িতুং নাশকন্। তত্র হেতুঃ—স্মরবেগেনেত্যাদি ॥ বি॰ ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সেই বেণুগীত বলতে আরম্ভ করেও বলতে পারলেন না। এতে হেতু—কামবেগে বিক্ষিপ্ত চিত্ত ইত্যাদি ॥ বি॰ ৪ ॥

৫-৬। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** তত্তদ্ভাববিশেষাত্তদেব বিবৃণোতি—বর্হেতি যুগ্মকেন। নটবরবপুরিতি—বহুব্রীহিরভেদেঽপি ভেদোপচারাৎ। 'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ, মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ, পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥' (শ্রীভা॰ ৩।২।১২) ইতি তস্যাপি বিস্মাপকতা-নির্ণয়েন স্বভাবতএব তাবত্তন্নটবরবপুঃ সর্ব্বতদীয়রূপবৃন্দবরিষ্ঠং, তত্রাপি তদানীং নটবেশমিত্যর্থঃ; যদ্বা, তাদৃশবপুর্বিভ্রৎ শশ্বচ্ছোভাবির্ভাবনেন পুষ্ণন্; নটবরেতি পঠোঽপি ক্বচিদ্দৃশ্যতে। কর্ণিকারং পীতবর্ণমুৎপলাকারং পুষ্পং, বৈজয়ন্তীনামপি পঞ্চবর্ণপুষ্পৈ-গ্র্থিতা মালা, তাম্; বেণো রন্ধ্রাণি অধরসুধয়া পূরয়ন্নিতি—তস্যা ইব তন্নাদস্যাপি পরমমোহনত্বং সূচিতম্। বৃন্দায়া অরণ্যমিতি—তদধিষ্ঠাত্র্যা তয়া শ্রীভগবতঃ ক্রীড়াবিশেষোৎসুকতামভিপ্রেত্য বিশেষতঃ সংস্কৃতমিত্যর্থঃ। অতঃ স্বৈরসাধারণৈঃ পদৈঃ সর্ব্বত্রাঙ্কিতৈঃ রমণং তস্যাঃ সর্ব্বেষাঞ্চ সুখকরম্; যদ্বা, স্বপাদয়োঃ রমণং স্বতঃ প্রিয়ত্বেন রম্যকোমলধূলীপুষ্পপরাগপত্রাদিময়ত্বেন চ রতিজনকং, ব্রজস্যাপি বৃন্দাবনান্তর্বর্ত্তিত্বে তদ্বহিরেব বনত্বব্যক্ত্যপেক্ষয়া, বিশেষতঃ তৎপদোপাদানং, গোপবৃন্দৈর্গীতা কীর্ত্তিঃ বিচিত্রসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিপ্রশংসারূপা যস্য; যদ্বা, তস্য ভাববিশেষমালক্ষ্য গীতা কীর্ত্তির্গোপীনাং যস্মিন্ তাসাং সাক্ষাদনুক্তির্লজ্জয়া মৌক্তিকহারস্বর্ণাঙ্গদাদ্যলঙ্কারস্যাবর্ণনং, স্বত এব তস্য নিত্যসিদ্ধত্বাৎ, যদ্বা, বন্যবেশস্যৈব মোহনত্বাৎ; কিংবা শরৎ প্রথমদিনে বন্যবিহারবেশার্থং বনপ্রান্তমাগত্য কৃতেন কেবলবন্যবেশেনৈব বনে প্রবেশাৎ। অত্র গোপবৃন্দৈরিতি বলদেবোঽপি গৃহীতঃ। তস্য যুগলত্বেনানুক্তিঃ, শ্রীগোপীনাং শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠত্বং তৎপরিকরতয়ৈব তু তৎসাহিত্যেন বর্ণনমিতি ব্যঞ্জয়তি। ইত্যুক্তপ্রকারেণ সর্ব্বাস্তাস্বেব প্রৌঢ়বালাদিভেদেন বর্ত্তমানাঃ। অভিরেভিরে হৃদাক্রান্তং শ্রীকৃষ্ণং ভাবনয়া; কিংবা ভাববিশেষোদয়-সম্মোহেনান্যোঽন্যং তং মত্বা, কিংবা ভাববিশেষোদয়স্বভাবেনৈব পরস্পরং সর্ব্বা এব পরিরব্ধবত্যঃ। সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ—সর্ব্বেষামপি ভূতানাং প্রাণিনাং মনোহরং, কিমুত তাসামিতি; অভিরেভিরে ইতি পাঠস্তু চিৎসুখস্যৈব সম্মতঃ। অভিতো রতিং প্রাপুরিত্যর্থঃ। হে রাজন্নিতি—পূর্ব্বোক্তনৃপেতিবৎ ॥ জী॰ ৫-৬ ॥

৫-৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রীব্রজগোপীদের সেই সেই ভাব বিশেষ হেতু সেই বেণুগীতময় লীলা বর্ণন করছেন এখানে—বর্হাপীড়ং ইত্যাদি দুটি শ্লোকে। **নটবরবপুঃ**—"শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়া বলে মর্তলীলার উপযোগী এক মূর্তি প্রকাশ করলেন এই জগতে, যা মাধুর্যের পরাবধি, সৌভাগ্যাতিশয়-পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ স্বরূপ—ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়-উৎপাদক হল।" —(শ্রীভা॰ ৩।২।১২)। এইরূপে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্মাপক বলে নির্ণিত হওয়া হেতু স্বভাবতঃই তাঁর সকল মূর্তিই 'নটবরবপু' অর্থাৎ তাঁর বৈকুণ্ঠেশ্বরাদি সকল রূপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—তাঁর মধ্যেও আবার তদানীং নট-বেশে সজ্জিত (কৃষ্ণ বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করলেন)। অথবা, তাদৃশ নটবরবপু **বিভ্রৎ**—ধারণ করে, নিরন্তর শোভা প্রকাশের সহিত ধারণ করে (প্রবেশ করলেন কৃষ্ণ)। পাঠ দুপ্রকার আছে নটনর বপু ও নটবর বপু। **কর্ণিকারং**—পীতবর্ণ পদ্ম সদৃশ পুষ্প (সোঁদালি ফুল)। **বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্**—পঞ্চবর্ণ পুষ্পে গ্রথিত মালা (ধারণ করে)। বেণুর ছিদ্র অধরসুধায় পূরণ করে—অধরসুধার মত সেই নাদেরও পরম মোহনত্ব সূচিত হল। **বৃন্দারণ্যম্**—বৃন্দাদেবীর অরণ্য—এই বনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর দ্বারা এই বন বিশেষ ভাবে সংস্কৃত হল, শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াবিশেষ-উৎসুকতা উদ্দেশ্য করে। **স্বপদরমণম্**—'স্বৈ' নিজ অসাধারণ পদচিহ্নের ছাপ সর্বত্র ফেলাতে রমণীয় (বৃন্দারণ্য)—'রমণম্' শ্রীরাধাদি গোপীদের এবং সকলে-রই সুখকর (বৃন্দারণ্যে কৃষ্ণ প্রবেশ করলেন)। অথবা, নিজপদযুগলের 'রমণম্' স্বতঃ প্রিয়তা হেতু এবং রম্যকোমল ধূলি-পুষ্পরাগ-পত্রাদিময়তা হেতু রতিজনক বৃন্দারণ্য। ব্রজও অর্থাৎ গোপাবাসও বৃন্দাবনের অন্তবর্তী হওয়া হেতু তার বহির্ভাগেও বনের প্রকাশ,এই বিচারে বিশেষতঃ বৃন্দারণ্য পদ গ্রহণ। **গীতকীর্তিঃ**—গীতকীর্তি কৃষ্ণ, 'কীর্তি' বিচিত্র সৌন্দর্য-বৈদগ্ধাদি প্রশংসারূপা কীর্তি যাঁর সেই কৃষ্ণ; অথবা, কৃষ্ণের ভাববিশেষ লক্ষ্য করে গোপীরা যাঁর কীর্তি গান করতে লাগলেন সেই কৃষ্ণ,কিন্তু লজ্জাবশতঃ তার নামটি কর-লেন না, শুধু ঠারেঠোরে বিশেষণটি দিলেন 'গীতকীর্তি'। কৃষ্ণের মৌক্তিকহার স্বর্ণ অঙ্গদাদি অলঙ্কারের বর্ণন যে এখানে করা হল না, তার হেতু তার অঙ্গে এসব স্বতঃই নিত্য সিদ্ধ রূপে বিরাজমান্; অথবা, বন্য-বেশেরই মোহনতা হেতু; কিম্বা শরতের প্রথমদিনে বনবিহার-বেশার্থে বনপ্রান্তে এসে কৃত, কেবল বন্য বেশেই বনে প্রবেশ হেতু। এখানে **গোপবৃন্দৈঃ**—এই গোপবৃন্দের মধ্যে বলদেবও গৃহীত। 'রামকৃষ্ণ' এইরূপে যুগলে না বলার হেতু শ্রীগোপীদের শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা—কৃষ্ণ-পরিকরতা হেতু রামের সাহচার্য বর্ণনই কিন্তু সূচিত হচ্ছে। এইরূপে উক্ত প্রকারে **সর্বা ব্রজস্ত্রীয়ঃ**—এই ব্রজস্ত্রীদের মধ্যে প্রৌঢ়বালাদি ভেদে সকলেই বর্তমান ছিলেন। **আভিরেভিরে**—আলিঙ্গন করলেন, চিত্তকে যে অধিকার করে বসে আছে সেই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন মনে মনে। কিম্বা ভাববিশেষ উদয়ে সম্মোহন হেতু কৃষ্ণ-বুদ্ধিতে পরস্পর একে অন্যকে আলিঙ্গন করলেন। কিম্বা, ভাববিশেষ উদয়ে নিজস্বভাবেই পরস্পর সকলকেই আলিঙ্গন করতে লাগলেন। সর্বত্রই হেতু--শ্রীকৃষ্ণ **সর্বভূতমনোহর**—সকল প্রাণীরই মনোহর, গোপীদের যে হবে এতে আর বলবার কি আছে। **অভিরেভিরে**—এই পাঠই চিৎসুখের সম্মত। **হে রাজন্**—এই সম্বোধনের ব্যাখ্যা ৪ নং শ্লোকের 'হে নৃপের' মতই॥ জী॰ ৫-৬॥

৫-৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদেব তাসাং মনোবিক্ষেপকস্মরবেগজনকং কৃষ্ণচেষ্টিতং কিমিত্যপেক্ষায়াং শ্রীশুক এব সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্বর্ণয়তি। **বর্হমাপীড়ং** শিরোভূষণং যত্র তথাভূতং নটবরবপুর্বিভ্রৎ কর্ণিকারমেকমেব কর্ণয়োঃ কদাচিৎবামে কদাচিদ্দক্ষিণ ইতি স্বস্য যৌবনমত্ততামভিব্যঞ্জয়িতুম্ বিভ্রদিতিতু কৃষ্ণচেষ্টিতং তাসামতিশয়েন স্মরবেগজনকং ভবতি। বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাম্। বেণুবাদনমুৎপ্রেক্ষতে রন্ধ্রানিতিতেন স্ববেণুং স্বাধরসুধয়ৈব নিশ্ছিদ্রীকরোমীতি কৃষ্ণস্যেচ্ছা। অধরসুধা তু বেণুং নিষ্প্রাণমপি সংস্পর্শেন চেতয়িত্বা সপ্রাণীকৃত্য তেন ত্রিজগদপ্যুন্মাদ্য পশ্চাত্তং কঠোরমচেতনস্বভাবমনধিকারিণং জ্ঞাত্বা তদীয়ছিদ্রেভ্যো নিঃসৃত্য ব্রজবালানাং কর্ণদ্বারেণ তন্মনঃ প্রবিশ্য স্বংসফলীকৃত্য তত্রৈব স্বসর্ব্ববিক্রমান্ দর্শয়ামাসেতি দ্যোতিতম্। স্বপদয়ো রাসলাস্যকূর্দ্দনাদিভীরমণং যত্র তদিতি ব্রজাদ্বৈশিষ্ট্যং প্রাবিশদিত্যুক্তপোষন্যায়েনৈব ন পুনরুক্তিঃ।

ততশ্চ কতিচিৎ ক্ষণানন্তরং কৃষ্ণচেষ্টিতে স্মরণোত্থস্মরবেগবৈয়গ্র্যস্যোপশমে বৃত্তে সতি বেণুগীতং বর্ণয়িতুং সম্যগশকন্নপীত্যাহ,—ইতীতি। সমাপ্ত্যর্থকং স্মরবেগবিক্ষেপে সমাপ্তে সতীত্যর্থঃ॥

"ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকারাদি সমাপ্তিষ্বি"ত্যমরঃ। সর্ব্বভূতমনোহরম্ নতু রাসারম্ভসময়গতমিব গোপীমাত্র মনোহরং বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে সখি! ত্বং মন্মনঃ প্রবিশ্যৈবৈবং ব্রূষে যতোঽহমপ্যেবং বিবক্ষ্যে ইতি প্রত্যেকমনুভবসাম্যোপলব্ধ্যা পরস্পরালিঙ্গনং তাসাম্॥ বি০ ৫-৬॥

৫-৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোপীরা যখন বর্ণন করতে পারলেন না, তখন তাদের মনোবিক্ষেপক কামবেগজনক কৃষ্ণলীলা কিরূপ, এই অপেক্ষায় শ্রীশুকই সর্বজ্ঞতা থেকে বর্ণন করছেন, **বর্হাপীড়ং** ময়ূরপুচ্ছ শিরোভূষণ যথায়, তথাভূত নটবর বপু ধারণ করে (প্রবেশ করলেন)। **কর্ণিকারং**—পীতবর্ণ সোঁদালি ফুল—'কর্ণিকারঃ' পদটি একবচনে আছে—আর 'কর্ণয়োঃ' দ্বিবচনান্ত পদ, কাজেই বুঝা যাচ্ছে একটি ফুলই কদাচিৎ বামে কদাচিৎ দক্ষিণে ধৃত হয়। নিজের যৌবনমত্ততা প্রকাশ করার জন্য **বিভ্রৎ**—ধারণ করলেন নটবরবপু, তাই কৃষ্ণের বেণুবাদন লীলা গোপীদের কামবেগ জনক হল। **বৈজয়ন্তীম্**— পঞ্চ বর্ণ পুষ্প গ্রথিত। গোপীগণ বেণুর প্রতি দোষারোপ করেন কঠোর-শুষ্ক ছিদ্রে ভরা ইত্যাদি বলে, তাই কৃষ্ণের ইচ্ছা হল নিজ বেনুকে অধরসুধায় নিচ্ছিদ্রী করববার। অধর সুধা বেণু নিষ্প্রাণ হলেও তাকে সংস্পর্শে জীয়িয়ে তুলে প্রাণবন্ত করে তার দ্বারা ত্রিজগৎও উন্মাদিতে করে পরে একে কঠোর-অচেতন স্বভাব-অনধিকারী জেনে তার ছিদ্র থেকে বের হয়ে ব্রজবালাদের কর্ণদ্বারে তাদের মনে প্রবেশ করত নিজেকে সফল করে সেখানেই নিজ বিক্রম দেখাল, এইরূপ সূচিত হচ্ছে। **স্বপদরমণং বৃন্দারণ্যম্**—নিজপদযুগলে রাস-লাস্য কুর্দনাদি দ্বারা রমণ যেখানে সেই বৃন্দারণ্য, এইরূপে ব্রজ থেকে এই বৃন্দারণ্যের বৈশিষ্ট্য। **প্রাবিশৎ**—উক্ত পোষন্যায়ে পুনরুক্তি হল না। অতপর কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণলীলা স্মরণোত্থ কামবেগ ব্যাকুলতা উপশম হলে গোপীগণ বেণুগীত বর্ণন করতে আরম্ভ করলেন সম্যক্ সমর্থ না হলেও। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ইতি বেণুরবং॥

ইতি—হেতু ও প্রকরণ-প্রকারাদি সমাপ্তিতে—অমর। **সর্বভূতমনোহরম্**—সকল প্রাণীরই মনোহর, রাসারম্ভ সময়ের মত শুধুমাত্র শ্রীরাধাদি গোপীগণের মনোহর নয়। **অভিরেভিরে**—আলিঙ্গন

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ।

৭। অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥

৭। অন্বয়ঃ শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ—[হে] সখ্যঃ অক্ষণ্বতাং (চক্ষুষ্মতাং) ইদং (প্রিয়দর্শনং) ফলং বিদামঃ নতু পরং (অন্যৎ) যৈঃ (জনৈঃ) বয়স্যৈঃ [সহ] পশূন্ বনে বিবেশয়তোঃ ব্রজেশসুতয়োঃ অনুবেণু (বেনুমনুবর্তমানং) জুষ্টং (সেবিতম্) অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং (স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্জ্জনমিত্যর্থঃ) বক্ত্রং (বদনং) নিপীতং।

৭। মূলানুবাদঃ গোপীগণ বললেন—হে সখীগণ! বয়স্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হয়ে পশ্চাতে থেকে বন থেকে বনে ধেনু চরিয়ে বেড়ানো ব্রজেশ-সুত রামকৃষ্ণের মধ্যে পশ্চাদ্‌গামীর বেণুজুষ্ট-অনুরক্তগণে কটাক্ষ পাতযুক্ত-স্নিগ্ধ মুখকমল যাঁদের দ্বারা নিরন্তর নয়নদ্বারে আস্বাদিত, তাঁদেরই নয়ন সার্থক—এ ছাড়া নয়নের আর কোন সার্থকতা আছে বলে জানি না।

করলেন—হে সখি! তুমি কি আমার মনে প্রবেশ করে কৃষ্ণ-আলিঙ্গনের কথা বলছ, যেহেতু আমিও এরূপই বলতে চাচ্ছি—এইরূপে তারা প্রত্যেকে অনুভব সাম্য উপলব্ধি করে পরস্পর আলিঙ্গন করতে লাগলেন॥ বি০ ৫-৬॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ শ্রীগোপ্য ঊচুরিতি—তেষামসম্মতং লক্ষ্যতেঽনুবর্ণনমেবা-হেতি লিখিতত্বাৎ পুনরুক্তত্বেন একত্বাযোগ্যত্বেন চ তদনর্হাৎ, কিন্তু স পাঠঃ সর্ব্বত্রৈব দৃশ্যতে। 'যাসাং বুধ্যেত বাগর্থো যাসামেব প্রসাদতঃ। গোপীঃ প্রপদ্যে তা যাভিঃ স গম্ভীরাশয়ো জিতঃ॥' অথ পূর্ব্বোক্তানুসারেণাই বহিথয়া রামসহিতমেব বর্ণয়ন্ত্যোঽপি স্বভাবব্যঞ্জিতার্থবিশেষেণ তথা ন শেকুরিতি দর্শয়তি—অক্ষণ্বতামিতি। তত্র তেষাং ব্যাখ্যাসঙ্গতিঃ ক্রিয়তে; চক্ষুষ্মতাং তাবদিদমেব ফলং বিদ্মঃ, পরমন্যৎ প্রিয়দর্শনমপি ফলং ন বিদ্মঃ। নন্বিদমিতি কিম্? তত্রাহ—নিপীতমনুভূৎ, জুষ্টমাস্বাদিতম্। অথবেতি—যৈর্নিপীতং তয়োর্বক্ত্রং তৈর্যৎ জুষ্টং তদিদমেব তেষামক্ষ্ণোঃ ফলমিত্যর্থঃ। উভয়ত্র তেষামাস্বাদবিষয়স্তদিতি অন্যে কথং বোধয়িতুং শক্যন্ত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বিশেষতয়া নির্দ্দেশমকৃত্বা প্রথমমিদন্তয়ৈব নির্দ্দেশঃ, সুগোপ্যত্বেন সহসা নাম-প্রকাশনাযোগ্যত্বাৎ; যদ্বা, প্রেমভরোদয়বৈবশ্যেন সদ্যস্তদ্বিশেষনির্দ্দেশাশক্তেঃ। পশূনিত্যাদিনা তথা তস্য চান্যৈঃ সহিতস্যান্যদাইন্যথা বা দর্শনমপীতি বিবক্ষিতম্। তত্তচ্চাক্ষ্ণোঃ ফলং ন বিদ্মো বয়মিতি, অন্যজনাস্তন্য-জ্জানন্তু নাম ইত্যর্থঃ। এষা সোল্লুণ্ঠোক্তিঃ, অতোঽস্মাকং চক্ষুঃসাফল্যং ন কিমপি বৃত্তম্, তদানীং তথা তদ্দর্শ-নাভাবাদিত্যর্থঃ। যদ্যপি যত্র তত্র যদা তদা যেন তেন প্রকারেণ তদ্বক্ত্র-জোষণমেব চক্ষুঃফলম্, ব্রজান্তস্তু তাসাং তৎ সুষ্ঠু ফলত্যেব, তথাপি বনবিহারে তথা তদ্দর্শনৌৎসুক্যেন তথোক্তম্। অয়মেব হি নির্ভরপ্রেম্ণোঽ তৃপ্ত্যার্ত্তিবিশেষলক্ষণঃ স্বভাবঃ। হে সখ্য ইতি—যুষ্মাভিরেতন্নিতরাং জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ। অনু পশ্চাৎ স্থিত্বা বনাদ্বনান্তরং বা বিশেষেণ প্রবেশেন সঙ্কেতমধুরশব্দাদিনা প্রবেশয়তোঃ। ব্রজেশৌ শ্রীনন্দবসুদেবৌ,

'বসুদেব ইতি খ্যাতো গোষু তিষ্ঠতি ভূতলে' ইত্যাদি-শ্রীহরিবংশোক্তানুসারেণ বসুদেবস্যাপি বহুল-গোসমৃদ্ধেঃ। ব্রজেশো গোপরাজঃ শ্রীনন্দ এব, তস্য সুতয়োঃ, শ্রীবলদেবস্যাপি তৎসুতত্বব্যবহারো দর্শিত এব, 'ভ্রাতর্ন্মম সুতঃ' (শ্রীভা০ ১০।৫।২৭) ইত্যাদৌ, 'তাতং ভবন্তং মন্বানঃ' ইতি শ্রীবসুদেবোক্তেঃ ; অতএব তস্য পুনর্ব্রজাগমনে 'রামোঽভিবাদ্য পিতরাবাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ' (শ্রীভা০ ১০।৬৫।২) ইতি বক্ষ্যতে চ ; অথ 'স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্' ইতি দর্শিতম্। স্বভাবব্যঞ্জিতার্থো যথা ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যেঽনু পশ্চাৎ বেণুজুষ্টং বক্ত্রং যৈর্নিপীতম্। শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রমেব বেণুজুষ্টতয়া পশ্চাদ্ভাবেন কনিষ্ঠতয়া চ প্রসিদ্ধম্, অতএবৈকত্বম্ ; নিতরাং পীতমিত্যনেন বক্ত্রস্য সুধাময়-চন্দ্ররূপকত্বং ধ্বন্যতে। বৈ প্রসিদ্ধম্ ; যদ্বা, 'ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চ' ইতি ন্যায়েন অনু নিরন্তরং বেণুনা জুষ্টং সেবিতমিতি। অথবা বৈ শব্দঃ সমুচ্চয়ে, 'মানিনামনুতাপং বৈ' ইতিবৎ ; বেতি পাঠোঽপি ক্বচিৎ। যৈর্নিপীতং সাদরং সম্যক্ দৃষ্টং, তথা স্নিগ্ধকটাক্ষমোক্ষং যথা স্যাত্তথা জুষ্টঞ্চ ; যদ্বা, অনুরক্তজনানাং যুষ্মাকং কটাক্ষমোক্ষো যস্মিন্ ; যদ্বা, অনুরক্তজনেষু কটাক্ষমোক্ষো যস্য তদিতি সেবায়াং সুখবিশেষসম্পত্তি-হেতুঃ। তেষামক্ষণ্বতাম্ ইন্দ্রিয়বতামিদং নিপানং জোষণঞ্চৈব ফলং সর্ব্বেন্দ্রিয়-সাফল্যং বিদ্মঃ ; ন চান্যৎ কিমপি তন্নিপানাদি রূপস্য পরমফলরূপতয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্ম সাফল্যসিদ্ধেঃ। অয়মপি নিগূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ—ইদমেব পরং কেবলং ফলং ন বিদ্মঃ, কিং তৎ ? জুষ্টং প্রীত্যা দৃষ্টং যৎ ; তর্হি কিমন্যৎ ফলম্ ? তদাহুঃ—যৈরধরামৃতপানদ্বারা নিপীতং তেষাং যন্নিপানরূপং ফলমিদমেবেতি ; যদ্বা, বক্ত্রং জুষ্টং নিপীতং যদিদমেব চক্ষুষ্মতাং চক্ষুঃফলম্ ; ত্বর্থে বৈ-শব্দঃ, যৈস্তু জনৈঃ রসনেন্দ্রিয়ৈর্বা নিপীতং, তেষাং ফলং কিং বক্তব্যমিতি শেষঃ। তৎস্মরণমাত্রেণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠতয়া ব্যক্তং বক্তুমশক্তেঃ, কিংবা বিদগ্ধজনবর্গপূজ্যপাদানাং তাসাং প্রেমোক্তিগাম্ভীর্য্যস্যৈব তাদৃশস্বভাবাৎ। অন্যৎ সমানম্ ॥ জী০ ৭ ॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রীগোপ্য উচুঃ—শ্রীগোপীগণ বললেন—এই 'গোপ্য উচুঃ' পাঠ শ্রীধরস্বামিপাদের অসম্মত বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ তাঁর টীকার আরম্ভেই তিনি লিখলেন, 'অনুবর্ণনমেবাহ অক্ষণ্বতাম্' অর্থাৎ অনুবর্ণনরূপে বলা হচ্ছে, অক্ষণ্বতাম্ ইতি। কারণ পুনরুক্তিতে সংযোগ ভঙ্গ হওয়া হেতু 'গোপ্য উচুঃ পাঠ' অযোগ্য। কিন্তু এই 'গোপ্যঃ উচুঃ' পাঠ সর্বত্রই দেখা যায়।

'যাঁদের প্রসাদ থেকেই একমাত্র যাঁদের বাক্যার্থ বুঝা যায়, যাঁদের দ্বারা সেই গম্ভীরাশয় বিজিত, সেই গোপীগণের শ্রীচরণে শরণ নিলাম।'

অতঃপর পূর্বোক্ত অনুসারে ভাব-গোপন বর্ণন করতে থাকলেও স্বভাব-ব্যঞ্জিত অর্থবিশেষ হেতু তথা সমর্থ হলেন না, তাই দেখান হচ্ছে—অক্ষণ্বতাং ইতি। শ্রীসনাতন প্রভুপাদাদি তাঁদের টীকায় যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সহিত সঙ্গতিক্রমে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এখানে যথা—[চক্ষুষ্মান্ জনদের চক্ষুর 'ইদম্' ইহাই শেষফল বলে জানি **পরং**—অন্য কিছু প্রিয় দর্শন হলেও তাকে ফল বলে জানি না।] পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সেই 'ইদম্' কি ? এরই উত্তরে—সেই ফল হল, সখা সঙ্গে বনে বনে ধেনু চরিয়ে বেড়াচ্ছেন যে শ্রীব্রজেশ সুতদ্বয়, তাদের মুখকমল যাঁদের দ্বারা **নিপিতম্**—অনুভূত হচ্ছে, তাঁদের দ্বারাই **জুষ্টং**—

আস্বাদিত হচ্ছে, এই আস্বাদনই 'ইদম্' শব্দ বাচ্য। অথবা, [যাঁদের দ্বারা তাঁদের মুখকমল অনুভূত হচ্ছে, তাঁদের দ্বারা যতদূর আস্বাদিত হল, তাই 'ইদম্' পদবাচ্য অর্থাৎ তাঁদের চক্ষুর ফল]।—উভয় ক্ষেত্রেই উহা তাদের আস্বাদনের বিষয় —অন্যকে কি করে বুঝান যাবে, এরূপ ভাব। আরও বিশেষভাবে নির্দেশ না করে প্রথমে 'ইদম্' পদের দ্বারাই অর্থাৎ 'ইহাই চক্ষুর সার্থকতা' এরূপে নির্দেশ করা হল তার কারণ এই 'ইদম্' পদে নির্দিষ্ট 'শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল আস্বাদন' বিষয়টি সুগোপ্য বলে সহসা তার পরিচয় প্রকাশ করা হল না ; অথবা প্রেমভর-উদয়-বিহ্বলতায় সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষের নির্দেশ-অক্ষমতায় প্রকাশ করা হল না। গোপীদের অন্তরের কথা হল, ইহাই চক্ষুর সার্থকতা, **ন পরং**—অন্য কিছু আছে বলে আমরা জানি না—এখানে গোপীদের অন্তরের কথা হল, **পশুন্ ইত্যাদি**—সখাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হয়ে ধেনুপালের পশ্চাতে থেকে যাঁরা উহাদের বন-বনান্তরে চরিয়ে বেড়ান সেই রামকৃষ্ণ—এই অবস্থায় দর্শন, অন্যের সহিত, অন্য সময়ে বা অন্যস্থানে কৃষ্ণের যে দর্শন, তাও চক্ষুর সার্থকতা বলে জানি না আমরা, অন্যে জানে তো জানুক, এরূপ অর্থ। ইহা গোপীদের অন্যের প্রতি উপহাসপূর্ণ উক্তি ; অতএব আমাদের চক্ষু সাফল্য কিছুই হল না, তদানীং তথা একা কৃষ্ণের দর্শন-অভাবে, এরূপ অর্থ। যদিও যেখানে সেখানে যখন তখন গোপীগণের কৃষ্ণদর্শন সুষ্ঠু ভাবেই সার্থকতা প্রাপ্তি হয়, তথাপি বনবিহারে যাওয়ার সময় সেইরূপে কৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা হেতু তথা উক্তি। ইহা চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমের অতৃপ্তি—আর্তি বিশেষ লক্ষণ স্বভাব। **হে সখ্য**—এই সম্বোধনের ভাব, হে সখীগণ তোমরা অবশ্যই ইহা জান। **অনুবিবেশয়তো**—'অনু' পশ্চাৎ থেকে 'বি' বন থেকে বনে, বা বিশেষভাবে অর্থাৎ সঙ্কেত-মধুর শব্দাদি দ্বারা পশুদের চরিয়ে বেড়ানো **ব্রজেশসুতয়োঃ**—'ব্রজেশৌ' শ্রীনন্দ বসুদেবের পুত্রদ্বয়—"যিনি বসুদেব বলে প্রসিদ্ধ, তিনি ভূতলে ধেনুদের মধ্যেই থাকেন" এই শ্রীহরিবংশের উক্তি অনুসারে বসুদেবেরও বহুল গোসমৃদ্ধি থাকা হেতু তিনিও ব্রজেশ। অথবা 'ব্রজেশঃ' গোপরাজ নন্দই ব্রজেশ তাঁর পুত্রদ্বয়—শ্রীবলদেবের শ্রীভাগবতে বহুস্থানে নন্দসূত বলে ব্যবহার দেখান হয়েছে, যথা "শ্রীবসুদেবের উক্তি—হে ভাই নন্দ ! আমারপুত্র বলরাম মায়ের সঙ্গে ব্রজে থাকে। তুমি ও যশোমতি তাঁকে পালন কর, সে তোমাকে পিতা জ্ঞান করে" ইত্যাদি (ভা ১০ ৫।২৭)। অতএব বলরাম পরবর্তীকালে পুনরায় ব্রজে এলে—"পিতামাতা নন্দযশোদা রামকে অভিবাদন করে আশীর্বাদ করলেন।"—(শ্রীভা০ ১০।৬৫।২)। অতঃপর 'কৃষ্ণলীলা স্মরণে'—৪ শ্লোকে এইরূপ যা বলা হয়েছে, সেই কৃষ্ণলীলা দেখান হচ্ছে। স্বভাব-ব্যঞ্জিত অর্থ, যথা ব্রজেশপুত্রদ্বয়ের মধ্যে **অনু**—পশ্চাতে বেণু জুষ্ট মুখ **বৈ**—যাদের দ্বারা নিপীত। শ্রীকৃষ্ণের মুখই বেণু দ্বারা আস্বাদিত হতে থাকায় এবং কনিষ্ঠ বলেও পশ্চাৎভাগে থাকাই প্রসিদ্ধ, অতএব তিনি পিছনে একা একাই ছিলেন **নিপীতম্**—'নি' নিরন্তর পীত হতে থাকে—এই পদে মুখের সুধাময়তা ও চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধতা-কমণীয়তা ধ্বনিত হচ্ছে। বা ও বৈ দুপ্রকার পাঠ দেখা যায়—**বৈ**—প্রসিদ্ধ, অথবা, 'অনু' নিরন্তর বেণুদ্বারা সেবিত। অথবা 'বৈ' শব্দ সমুচ্চয়ে। **যৈর্নিপিতম্**—যাদের দ্বারা সাদরে সম্যক্ দৃষ্ট হয়, তথা **স্নিগ্ধ কটাক্ষ মোক্ষং**—স্নিগ্ধ কটাক্ষ

পাত অনুরূপেই সেবিত হয় ; অথবা, অনুরক্ত জন তোমাদের কটাক্ষপাত যাতে, সেই 'বক্ত্রং' মুখ, অথবা অনুরক্ত জনের প্রতি কটাক্ষপাত যাঁর সেই মুখ—এখানে কারণ হল, সেবাতে সুখবিশেষ সম্পত্তি প্রাপ্তি। সেই 'চক্ষুষ্মান্' ইন্দ্রিয়বান্ জনদের কৃষ্ণের মুখকমল 'নিপান' ও জোষণই **ফলং**—সর্বেন্দ্রিয়সাফল্য মনে করি, অন্য কিছুই নয় ; সেই মুখ—নিপানাদি পরম ফলরূপে সর্বেন্দ্রিয় কর্ম সাফল্য সিদ্ধ করানো হেতু। আরও নিগূঢ় অভিপ্রায় ইহাই, যথা **ইদম্**—ইহাকেই **পরং**—কেবল ফল বলে মনে করি না। সেই 'ইদম্' কি ? **জুষ্টং**—প্রীতির সহিত দৃষ্ট যে বক্ত্র তাই। আচ্ছা, তা হলে এ ছাড়া অন্য ফল কি ? এরই উত্তরে, যাঁদের দ্বারা অধরামৃত পানদ্বারা নিপীত, তাঁদের যে নিপান রূপ ফল, তাই 'ইদম্' শব্দ বাচ্য অন্যফল ; মুখকমল 'জুষ্টং নিপিতং' প্রীতির সহিত যে আস্বাদন, ইহাই চক্ষুষ্মানের চক্ষুর সাফল্য ; বা 'তু' অর্থে 'বৈ' শব্দ—কিন্তু যোজন রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা আস্বাদন করে, তাঁদের সাফল্যের কথা আর বলবার কি আছে ? এইটুকু বলেই কথা শেষ হল, কারণ এই কথা স্মরণ মাত্রে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হেতু প্রকাশ করে বলতে সমর্থ্য হলেন না, কিম্বা বিদগ্ধজনবর্গের পূজ্যপাদ ব্রজগোপীদের প্রেমোক্তি গাম্ভীর্যের স্বভাবই তাদৃশ ॥ জী° ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** বেণুনাদ সুধাবৃষ্ট্যা নিষ্ক্রময্যোক্তি মাধুরীম্। যাসাং নঃ পায়য়ামাস কৃষ্ণস্তা এব নো গতিঃ ॥ ভোঃ সখ্যঃ, যূয়মিহ গৃহনিগড়ে স্থিত্বা বিধাত্রা দত্তানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি কেবলং বিফলীকুরুধ্বে এব তদিতোঽস্য বনং দ্রুতমেব গত্বা কিমপ্যদ্ভুতং বস্তুদর্শনাদ্যৈরনুভব গোচরীকৃত্য সফলজন্মানোভবতেত্যাহুঃ। অক্ষণ্বতামিত্যার্যম্। অক্ষিমতামস্মাকমিদমেব ফলং নতু পরং বিদামঃ বিদ্ম ইত্যন্যমতে অন্যদ্ভবতু নাম। অস্মন্মতে তু নান্যৎ, কিং তৎ ? ব্রজেশসুতয়োঃ রামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রং অনুকূলবেণু সবিতং যৈর্নিপীতমিতি প্রকটোঽর্থঃ স্বীয়ভাবগোপনার্থ এব যদ্যস্মদ্বচসি শ্বশ্রূননান্দ্‌ প্রতিবেশিজনাঃ কর্ণৌ দদতি তর্হি দদতু নাম কা তত্র চিন্তা সর্ব্ব এব ব্রজবাসি স্ত্রীপুংসজনা রামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রমাধুর্য্যং যথা বর্ণয়ন্তি তথা বয়মপি বর্ণয়াম ইতি স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপনাৎ। তত্র পশুপক্ষিপর্য্যন্তানাং সর্ব্ব প্রাণিনামেব তদ্বক্ত্রমানন্দপ্রদং কেবলং দবীয়সীনাং যুষ্মাকমেব নেতি ব্যঞ্জিতম্। ব্রজেশসুতয়োরিতি "তাতং ভবন্তং মন্বানঃ" ইতি বসুদেবোক্তেঃ 'রামোঽভিবাদ্য পিতরা" বিতি শুকোক্তেশ্চ। বলদেবস্যাপি ব্রজেশসুতত্বং ব্রজে প্রসিদ্ধমেব। অভীপ্সিতোঽর্থস্ত্বয়ম্। ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যে অনুপশ্চাদ্বর্ত্তিনো যস্য বক্ত্রং বেণুজুষ্টং তৎ যৈর্বেতি বা শব্দেন যৈদৃষ্টং স্পৃষ্টং শ্রুতমাত্রাতং যৈর্বা নিতরামতিশয়েন পীতং, বৈ ইতি পাঠে বৈ নিশ্চিতমেব যৈ র্লজ্জাধৈর্য্যে অপি ত্যক্ত্বা নিপীতং তেষামেবাক্ষিমতাং জনানাং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং সাফল্যং, নান্যেষাং তদন্যদীয়তাং কুলধর্ম্মলজ্জাভয়ধৈর্য্যাদিভ্যো জলাঞ্জলিরিতি ভাবঃ। নন্বু দর্শনশ্রবণাদিকমস্মাকং কুলবতীনাং সম্ভবতু নাম, বক্ত্র কর্ম্মকং নিপানং তু হ্রীমতীনাং কথং সম্ভবেত্তত্রাহুঃ। অনুরক্তেষু জনেষু কটাক্ষস্য মোক্ষো যেন তৎ। তেন তথা সন্ধায় কটাক্ষশরো মুচ্যতে যথা তদাঘাতেন বিহ্বলীভূয় লজ্জাধৈর্য্যাদিকমপি বিস্মৃত্য তৎ পাস্যথেতি ভাবঃ ॥ বি° ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ :** কৃষ্ণ বেণুনাদসুধা বৃষ্টি দ্বারা ঘর থেকে বাইরে এনে যাঁদের বচনমাধুরী আমাদিককে পান করালেন সেই গোপীগণই আমাদের গতি।

৮। চূতপ্রবালবরহস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ॥

৮। অন্বয়ঃ [গোপ্যঃ আহুঃ] ক্ব চ (কদাচিৎ) চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্ত পরিধান বিচিত্রবেশৌ (চূতস্তনবপল্লবাদীনাং মালাভিঃ ঈষদন্তরান্তরাসংযুক্তেগলে বর্হঞ্চ স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছশ্চ চূড়ায়াং উৎপলে কর্ণয়োঃ, লীলাকমলং দক্ষিণকরে পরিধানানি নাট্যোচিত রক্তপীতাসিত বাসাংসি চ তৈর্বিচিত্রবেশৌ যয়োস্তৌ) পশুপালগোষ্ঠ্যাং (গোপালানাং সভায়াং) মধ্যে গায়মানৌ নটবরৌ যথা অলং রঙ্গে বিরেজেতুঃ।

৮। মূলানুবাদঃ আম্রের নবপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ ও পুষ্পস্তবক গোঁজা চূড়ায়, উৎপলের অন্তঃকোষ দুই কর্ণে, লীলাকমল দক্ষিণ করে, মালা গলে, আর সূচিকৌশলে নির্মিত রক্তপীতাদি বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র পরিধানে, এইরূপে রচিত নাট্যোচিত বিচিত্র বেশধারী রামকৃষ্ণ দুভাই রাখাল বালক মণ্ডলীর মধ্যস্থলে অপূর্ব শোভায় বিরাজিত হয়ে কদাচিৎ গাইতে থাকলেন রাখাল বালকদের নাচের সঙ্গে সঙ্গে—রঙ্গালয়ে নট-মণ্ডলীর মধ্যে নট শ্রেষ্ঠ যুগলের মতো, কি অপূর্ব শোভাই না হয়েছে!

ওহে সখিগণ! তোমরা এই গৃহ নিগড়ে অবদ্ধ থেকে বিধাতার দেওয়া চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়কে কেবল বিফলীই কেরে দিচ্ছ, তাই এখান থেকে বের হয়ে দ্রুত বনে গিয়ে কোনও এক অনির্বচনীয় অদ্ভুত বস্তু দর্শনাদি দ্বারা অনুভব গোচরী করত সফল জন্মা হয়ে যাও,—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অক্ষন্বতাং ইতি। 'অক্ষন্বতাং' আর্ষ প্রয়োগ। চক্ষুষ্মান জনদের চক্ষুর **ইদম্**—ইহাই ফল, অন্য কিছু আমরা জানি না। অন্য-মতে কিছু হয়তো হোক্। আমাদেব মতে তো অন্য কিছু নেই। সেই 'ইদম্' কি? ব্রজেশসুত রামকৃষ্ণের **অনুবেণুজুষ্টং**—অনুকূল বেণু সেবিত **বক্ত্রং**—মুখ যাঁদের দ্বারা **নিপীত**—আস্বাদিত, এইরূপ হল প্রকাশ্য অর্থ। স্বীয়ভাব গোপনার্থ—যদি শাশুরী-ননদিনী ও প্রতিবেশীজন আমাদের কথা শুনে ফেলে, আচ্ছা বেশ শোনে তো শুনবে তাতে আমাদের কি চিন্তা, ব্রজবাসি স্ত্রী-পুরুষ লোক সকলেই রামকৃষ্ণের মুখ কমল মাধুর্য যে ভাবে বর্ণন করছে আমরাও সেভাবেই বর্ণন করব,—নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপনের প্রয়োজনে। এই বৃন্দাবনে পশুপক্ষি পর্যন্ত সর্বপ্রাণীরই সেই মুখকমল আনন্দপ্রদ, কেবল দূরে গৃহকোনবাসিনী আমাদেরই নয়, এরূপ সূচিত হল। **ব্রজসুতয়োঃ**—"শ্রীবসুদেবের উক্তি—হে ভাই নন্দ! আমার পুত্র বলরাম তোমাকে পিতা জ্ঞান করে।"—ভা০ ১০ ৫।২৭; এবং "শ্রীশুকোক্তি—পিতামাতা নন্দ যশোদা রামকে অভিবাদন করে আশীর্বাদ করলেন।"—শ্রীভা০ ১০ ৬৫।২। এইরূপ উক্তি থাকা হেতু বুঝা যাচ্ছে ব্রজেশসুতত্ব প্রসিদ্ধ। অভীপ্সিত অর্থ কিন্তু ইহাই—ব্রজেশ সুতদ্বয়ের মধ্যে **অনু**—পশ্চাৎবর্তী যাঁর **বক্ত্রং**—মুখ বেণুসেবিত, সেই মুখ যাঁদের দ্বারা **বা**—এ শব্দের ধ্বনি, যাদের দ্বারা দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, শ্রুত, আঘ্রাত, বা যাঁদের দ্বারা **নিপীতম্**—নিরতিশয়ভাবে পীত। 'বৈ' পাঠে নিশ্চিতই। যাঁদের দ্বারা লজ্জা ধৈর্যাদি ত্যাগ করেও নিপীত, সেই চক্ষুষ্মান জনদের চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের সাফল্য, অন্যের নয়— তাই বলছি অদ্য

কুলধর্ম লজ্জা-ভয় ধৈর্যাদি জলাঞ্জলি দিয়ে দেও, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা কুলবতী আমাদের দর্শন শ্রবণাদি হওয়াই ভার, মুখকমল লীলাদি আস্বাদন এই লজ্জাবতী আমাদের কি করে সম্ভব হতে পারে? —এই আশয়ে বলা হচ্ছে **অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং**—অনুরক্ত জনে কটাক্ষের মোচন যাঁর দ্বারা সেই 'বক্ত্রং' —মুখকমল। সেই মুখকমলের দ্বারা এমন সন্ধান করে কটাক্ষ শর মোচিত হয়, যাতে সেই আঘাতে বিহ্বল হয়ে লজ্জাদি ধৈর্যাদিও ভুলে গিয়ে সেই মুখকমল পান করবে, এরূপ ভাব॥ বি॰ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ তদেবমপ্যর্থান্তরেণ নিজভাবস্য ব্যক্তিং বিতর্ক্য পুনর্বাঢ়াবধানেন দ্বিতীয়পদ্যে তামপলেপুঃ, পুনস্তু পরমস্মরবেগেন তৃতীয়েন ন শেকুঃ। চতুর্থাদৌ কিঞ্চিদপি শেকুরিত্যাহ—পঞ্চভিঃ। চূতস্য প্রবালো নবপল্লবঃ, স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছঃ; তত্র চূতপল্লবো বর্হং, স্তবকশ্চ শীর্ষি; উৎপলং তদন্তঃকোষঃ কর্ণয়োঃ অব্জং লীলাকমলং দক্ষিণে করে এতানি চ মালানুপৃক্তপরিধানানি চ যানি, তৈর্বিচিত্রবেশৌ। পশুপালানাং গোষ্ঠ্যাং মণ্ডল্যাং তত্রাপি মধ্যেঽতো বিশেষেণ তেষু পৃথক্ পৃথক্ তত্তচ্ছোভাপ্রকটনেন; কিংবা বিবিধং রেজতুঃ শুশুভাতে। যথা নটবরৌ রঙ্গে বিরাজেতে ইত্যাদিদৃষ্টান্তেন তয়োর্নৃত্যাদিকং স্বাচ্ছন্দ্যসুখাদিকঞ্চ, গোপানামপি তাদৃশবেশবৈদগ্ধ্যাদিকং বাদ্যাদিপরত্বঞ্চ ধ্বন্যতে, অন্যথা নৃত্যাদিশোভায়া অসম্পত্তেঃ। ক্ব চ কদাচিদিতি—ক্রীড়াবেশেন সদা মধ্যেঽনবস্থানাৎ। অলমিতি—ব্রজমধ্যে তু বিবিধসঙ্কোচেন তাদৃশগানাদ্যভাবাদ্বিরাজমানতাসম্পত্তেঃ; অথবা, অত্র পদ্যপঞ্চকে সর্ব্বাসামেব তাসাং বাক্যত্বেন ক্রমতঃ সর্ব্বশ্লোকানাং মিথঃ সম্বন্ধঃ কার্য্যঃ। তথা হি—'অতো গোপানামেব তেষাং চক্ষুঃসাফল্যং, তদানীং তথা তদ্বক্ত্রদর্শনাৎ' ইতি পূর্ব্বশ্লোকাভিপ্রায়ঃ। ন কেবলং তেষাং তদ্দর্শনমাত্রং, বনমধ্যে বন্যবিচিত্রবেশয়োস্তয়োর্নিজমণ্ডলীমধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যেন নৃত্যগীতাদ্যনুভবশ্চ সুখং স্যাদিত্যাহুঃ—চূতেতি। গায়মানৌ গায়ন্তৌ যদ্বা, গায়েন গানেন মানঃ পূজা যয়োঃ, সর্ব্বতো বিশিষ্টগানাৎ। ক্ব চেত্যস্যাত্রৈব বান্বয়ঃ, নৃত্যাদ্যাবেশেন সদা গানাকরাৎ; যদ্বা, ক্বচিদ্গায়মানে মানঃ 'আবাভ্যাং সমো যুষ্মাসু কো গায়কোঽস্তি? অত্রাগত্য হন্ত গায়তু।' ইত্যাদি প্রকারো গর্ব্বো যয়োস্তৌ. অয়ঞ্চ ক্রীড়ামাধুরীবিশেষঃ। অতো গোপা এব ধন্যা, বয়ন্তু নিতরামধন্যা এব, তেন প্রকারেণ তয়োরস্মন্মধ্যেঽত্র লোকভয়াদিনা স্বচ্ছন্দাবস্থানাদ্যসিদ্ধেঃ। এবমগ্রেঽপি বাক্যশেষ উহ্যঃ। তদ্ধেতুর্লিখিত এব॥ জী॰ ৮॥

৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এরূপ হলেও অর্থান্তরের দ্বারা নিজ ভাব তো প্রকাশই হয়ে পড়ছে, এরূপ চিন্তা করে পুনরায় উচ্ছ্বাসের প্রতি অবধানে ১০।২১।৮ দ্বিতীয় পদ্যে উহাকে ঢেকে দিলেন। পুনরায় পরম কামবেগ তৃতীয় শ্লোকে আর সামলাতে পারলেন না, চতুর্থ পঞ্চম শ্লোকে সামান্য কিছু হলেও ঢাকা ঢাকি করে কথা বলতে পারলেন—এইরূপে পাঁচটি শ্লোকে গোপীদের গীত চলল। **চূতপ্রবাল ইত্যাদি**—আম্রের নবপল্লব, **স্তবকঃ**—পুষ্পগুচ্ছ। এই গুচ্ছের মধ্যে গোঁজা আম্রপল্লব ও ময়ূরপুচ্ছ—আর এ পুষ্পগুচ্ছটি পরানো আছে মস্তকোপরি। উৎপল বলতে এখানে তার পীতবর্ণ অন্তঃকোশ, দুই কর্ণে। **অব্জং**—লীলাকমল দক্ষিণ করে। এইসব এবং মধ্যে মধ্যে ঈষৎ মালা সংযুক্ত যে সকল পরিধান,

তার দ্বারা বিচিত্রবেশ রামকৃষ্ণ দুভাই। **পশুপালগোষ্ঠ্যাং**—পশুপালদের 'গোষ্ঠ্যাং' মণ্ডলীতে—এর মধ্যেও আবার কেন্দ্রস্থলে, অতএব বিশেষভাবে এই পশুদের অঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ বেশের সেই সেই শোভা প্রকাশের দ্বারা **বিরেজতুঃ**—অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। 'বি+রেজতুঃ' বিবিধরূপে শোভা পেতে লাগলেন। 'যথা নটবরৌরঙ্গে' ইত্যাদি অর্থাৎ 'নটশ্রেষ্ঠ যুগল যেমন নিরতিশয় শোভা পায় সেইরূপ রামকৃষ্ণ শোভা পাচ্ছিলেন।'—ইত্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা ধ্বনিত হচ্ছে, রামকৃষ্ণের নৃত্যাদির স্বাচ্ছন্দ্য সুখাদি, গোপবালকদেরও তাদৃশবেশবৈদগ্ধ্যাদি ও বাদ্যাদি পরতা, অন্যথা নৃত্যাদি শোভার গৌরবহানী। **ক্বচ**—কদাচিৎ,—ক্রীড়াবেশে সদা মধ্যে অবস্থান না-করা হেতু। **অলং বিরজেতু**—নিরতিশয় উচ্ছলিত ভাবে শোভা পাচ্ছিলেন এই বৃন্দাবনে—ব্রজমধ্যে বিবিধ সঙ্কোচে তাদৃশ নাচগানাদি অভাব হেতু শোভার এরূপ উচ্ছলতা হয় না। পূর্বশ্লোকের অভিপ্রায় হল—'অতএব তদানীং তথা সেই মুখকমল দর্শন হেতু গোপবালকদের চক্ষু সাফল্য।' কেবল যে তাঁদের দর্শন মাত্রই, তাই নয়, বনমধ্যে বন্য-বিচিত্রবেশ রামকৃষ্ণের নিজ মণ্ডলী মধ্যে স্বচ্ছন্দের সহিত নৃত্যগীতাদি অনুভব সুখও হল এই আশয়ে বলা হচ্ছে, চূত প্রবাল ইতি। **গায়মানৌ**—(কদাচিৎ) গান করতে করতে। অথবা, গানে যাদের 'মানঃ' সম্মান লাভ হয়—সর্বতোভাবে বিশিষ্ট গান হেতু। **ক্বচ**—এইপদের এখানেও অন্বয় হতে পারে—অর্থাৎ এইগান সর্বতোভাবে বিশিষ্ট 'কদাচিৎ' হয়, কারণ নৃত্যাদি আবেশে গান সদা হয় না; অথবা কখনও তারা দুজন গান করতে লাগলে 'মানঃ' গর্ব উঠে, 'আমাদের দুজনের সম তোমাদের মধ্যে কে গায়ক আছ, এখানে এই মাঝখানে এসে গাও-তো দেখি' ইত্যাদি প্রকার গর্ব যাঁদের সেই রামকৃষ্ণ—এই গর্বও ক্রীড়ামাধুরী বিশেষ। অতএব গোপবালকগণই ধন্য, আমরা অতিশয় অধন্যই—কারণ লোকভয়াদিতে আমাদের মধ্যে এখানে তাঁদের দুজনের স্বচ্ছন্দ অবস্থানাদি সিদ্ধ হয় না। এইরূপে অগ্রেও বাক্য শেষ অনুক্ত, তার কারণও সেখানেই দেখান হয়েছে॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এতাদৃশং বিড়ম্বনং স্বস্য কথং কুর্ম্মস্তস্মাত্তত্র ন যাম ইতি চেন্নৈবম্। বলদেবসাহিত্যে সতি তত্রাস্মজ্জিগমিষায়া অভাবাৎ তন্ন ভবিষ্যত্যতো দূরতো বল্লিপল্লবরন্ধ্রৈণৈব তস্য স্বরমণস্য সৌন্দর্য্যামৃতং গানামৃতং চাস্বাদ্য নৃত্যাদিকঞ্চ দৃষ্ট্বা দ্রুতমায়াস্যাম ইত্যাহুশ্চ তস্য প্রবালো নবপল্লবং বর্হঞ্চ স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছশ্চ চূড়ায়াং উৎপল তদন্তঃকোষৌ কর্ণয়োঃ অব্জং লীলাকমলং দক্ষিণকরে মালাশ্চ গলে তথা অনুগুণ তয়া পৃক্তানি গাত্রসংলগ্নানি পরিধানানি নাট্যোচিতবক্তপীতাসিতবাসাংসি চ তৈর্বিচিত্রো বেশো যয়োস্তৌ। নটবরাবিতি সখিষু গায়কেষু বাদকেষু নৃত্যন্তৌ ক্বচ কদাচিচ্চ গায়মনৌ তাচ্ছীল্যে শানচ্। যদ্বা, গায়ে গানে মানঃসর্ব্বৈর্দত্ত আদরো যয়োস্তৌ। যদ্বা, গায়ে গানে মানো গর্ব্বো যয়োঃ স চাস্মত্তুল্য স্ত্রিলোক্যামপি গায়কো নাস্তি কে যূয়ং গোপা বরাকা ইতি প্রকারঃ॥ বি০ ৮॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তাঁর অঙ্গ সংলগ্ন হয়ে তাঁর মুখকমল যে পান, এতাদৃশ বিড়ম্বনায় নিজেদের কি করে ফেলবো, তাই তাঁর নিকট যাব না, এরূপ যদি বল, তা কিন্তু রক্ষা করতে পারবে না, ছুটে যেতেই হবে। না না তা হবে না, কারণ বলদেবের সহিত থাকায় সেখানে আমাদের যাওয়ার ইচ্ছাই হবে না, অতএব দূর থেকে লতাপল্লবরন্ধ্রেই সেই রমণের সৌন্দর্যামৃত ও গানামৃত আস্বাদন করে ও নৃত্যাদি

৯। গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥

৯। **অন্বয়ঃ** [অন্যাঃ ঊচুঃ] হে] গোপ্যঃ অয়ং বেণুঃ কিং কুশলং (পুণ্যং) আচরৎ স্ম যৎ (যস্মাৎ) গোপিকানাং [ভোগ্যাং] অপি দামোদরাধরসুধাং স্বয়ং অবশিষ্টরসং (ন অবশিষ্টঃ রসঃ কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি যত্র তদ্ যথা স্যাৎ তথা) ভুঙ্‌ক্তে [তেন চ] হ্রদিন্যঃ হৃষ্যত্ত্বচঃ (অগণিত কমল বিকাশবিশেষেণ পুলক ব্যাপ্তা ইব লক্ষ্যন্ত্যো তথা) তরবঃ যথা আর্য্যাঃ (কুলবৃদ্ধাঃ যথা সবংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যন্তি তথা) অশ্রু মুমুচুঃ (আনন্দাশ্রুণি মুমুচুঃ)।

৯। **মূলানুবাদঃ** হে সখীগণ! অহো এই বেণু পূর্বে কি তপস্যাই না করেছিল, যার ফলে এ আজ একমাত্র গোপীগণেরই উপভোগ্য শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত সতন্ত্রভাবে যথেচ্ছ পান করছে, স্বভুক্তাবিশিষ্ট আমাদের জন্যও এক ফোটা না রেখে—বেণুর এ সৌভাগ্যে কমল-বিকাসচ্ছলে পুলকবতী হল মাতৃতুল্য নদী সকল, আর কুলবৃদ্ধবৃক্ষ সকল মধুবর্ষণচ্ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করতে লাগল।

দেখে চট্‌পট্ চলে আসব, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—চ্যুত ইতি। **চূতপ্রবাল**—আমের নবপল্লব ও **বর্হঃ**—ময়ূরপুচ্ছ, **স্তবকঃ**—পুষ্প গুচ্ছ চূড়াতে, **উৎপল**—উৎপলের দুটি অন্তঃকোষ কর্ণযুগলে, **অব্জং**—লীলাকমল দক্ষিণ করে এবং মালা গলে, তথা **অনুপৃক্তানি**—সূতার দ্বারা সেলাই করা 'পৃক্ত' গাত্রসংলগ্ন বস্ত্রচয় অর্থাৎ নাট্যোচিত রক্তপীতকাল বস্ত্রচয়—তার দ্বারা বিচিত্রবেশ যে দুইজনের সেই রামকৃষ্ণ। **নটবরৌ ইতি**—সখা ও গায়ক-বাদকগণ নাচতে থাকলে **ক্বচ**—কদাচিৎ নটশ্রেষ্ঠের মতো রামকৃষ্ণ **গায়মানৌ**—গাইতে থাকলেন। অথবা, 'গায়ে' গানে তুষ্ট হয়ে **মানঃ** সকলের দ্বারা আদর যাঁদের সেই রামকৃষ্ণ। অথবা, 'গায়ে' গানে **মানঃ**—গর্ব যাদের সেই রামকৃষ্ণ—'ত্রিলোকের মধ্যেও আমাদের মতো গায়ক নেই, কে তোমরা সব তুচ্ছ গোপবালক', এরূপ গর্ব॥ বি০ ৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা**ঃ অহো বতাস্ততরাং গোপানাং ভাগ্যং, বেণোরপি ভাগ্যং কিং বক্তব্যমিতি মহাভাবস্ফুরদুন্মাদতয়া মিথ্যাকল্পনাপূর্ব্বকং সের্ষ্যাভিলাষমাহুর্গোপ্য ইতি। অয়মস্মাভির্দৃশ্যমান ইব নীরসদারুময়ো বেণুঃ কিং কতমং পুণ্যং কৃতবান্? অস্মিন্ জন্মনি পূর্ব্বস্মিন্ বা তৎপুণ্যে জ্ঞাতে বয়মপি তদর্থং যতাম ইতি ভাবঃ। স্মেতি বিস্ময়ে। তল্লিঙ্গমাহুঃ— যদ্‌যস্মাদ্দামোদরেত্যাদি; দামোদর শব্দেন তস্যাস্মাকঞ্চ তাদৃগবাল্যমারভ্য জাতেদৃশভাবাঙ্কুরতয়া স্বাভাবিকং সম্বন্ধবিশেষং সূচয়ন্তি, অতএব গোপিকানামস্মাকমেব ভোগ্যাম্। অয়মিতি পুংস্ত্ব-নির্দ্দেশেন তস্য তদ্ভোগাযোগ্যতা চোক্তা। তথাপি ভুঙ্‌ক্তে তদেকভোগ্যত্বেন সদা পিবতি, তস্য তদন্যভোগাদর্শনাৎ। নন্বু দামোদরাধরস্তৎসঙ্গানন্তরমপি সরস এব দৃশ্যতে, ন তু শুষ্কস্তস্মাদসৌ ন কিঞ্চিদপি ভুঙ্‌ক্তে, তত্রাহুরবশিষ্টো রসো রসমাত্রং যত্র, তদ্‌যথা স্যাৎ। সুধাং ভুঙ্‌ক্তৈব কেবলং দ্রবমাত্রমেবাবশিষ্যতে ইত্যর্থঃ। 'হে গোপ্যঃ' ইতি তস্মাদ্বেণুজন্মনৈব সৌভাগ্যং, ন তু গোপীজন্মনেতি, কুতো

যূয়ং গোপ্যো জাতা ইতি ভাবঃ। অস্মাকমিতি বক্তব্যে গোপিকানামিত্যুক্তির্গোকুলবাসিত্বেনাস্মৎকোটি-প্রবেশেঽপি গোপিকাবিশেষত্বাভাবাৎ ন তদ্বিধস্যাধিকার ইতি, নিজাভিমানবিশেষাৎ, বৈদগ্ধীরসবিশেষাচ্চ। শ্লেষেণ তদেকাশয়ৈব দেহাদিরক্ষিকাণামিতি। কিঞ্চ, তস্য যুষ্মদীয়কান্তস্য করে হৃদয়ে বদনে চ সদা বর্ত্ততাং নাম, অধরসুধামপি স্বয়ং যুষ্মৎসম্মতিং বিনৈব ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভাবান্তরম্; অথবা তচ্চ কথং ভুঙ্‌ক্তে? তত্রাহুঃ অবেতি; বশিষ্টম্ অবশিষ্টম্। 'বষ্টিভাগুরিরল্লোপম্' ইত্যাদের্ন বশিষ্টমবশিষ্টম্ অনবশিষ্টম্ ইত্যর্থঃ। তাদৃশো রসো যত্র তথাভূতং যথা স্যাৎ রসমাত্রমপি নাবশেষয়তীত্যর্থঃ; যদ্বা, অবশিষ্টরসো রাগো যত্র তদ্‌যথা স্যাৎ রাগস্যাবশিষ্টত্বাৎ ন কদাচিদপি বিরমেৎ, কিন্তু মুহুর্ভোক্ষ্যত এবেত্যর্থঃ; যদ্বা, সুধাং কথম্ভূতামপি? গোপিকা নামবশিষ্টো যে রসঃ তদেকাপেক্ষয়া তদিতরাশেষরসপরিত্যাগাৎ তদ্রূপামপি। অথবা কুশলাচরণে লক্ষণান্তর মপ্যাহুঃ—'হৃদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচঃ' ইতি তস্য তাদৃশং ভোগং দৃষ্ট্বা পরমপুণ্যা হৃদিন্যোঽপি লোভাদ্বিকসিতকমল-মিষেণ হৃষ্যত্ত্বচো জাতরোমহর্ষা বভূবুরিত্যর্থঃ। অথবা যদবশিষ্টরসমিতি তু অত্রৈব যোজ্যম্, যচ্ছব্দং বিনৈব পূর্ব্বহেতুত্বমস্য চ প্রাপ্তেঃ। যস্য বেণোরবশিষ্ট উচ্ছিষ্টো যো রসো নাদরূপস্তং হৃদিন্যোঽপি ভুঞ্জতে আস্বাদয়ন্তি, যতশ্চ হৃষ্যত্ত্বচো ভবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যস্য স্বজাতিসম্ভবস্য বেণোস্তাদৃশং সৌভাগ্যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে স্থাবর-জাতয়োঽপি মধুমিষেণাশ্রু মুমুচুঃ; তত্র দৃষ্টান্তঃ—যথার্য্যাঃ পিতরঃ স্বকুল সম্ভবস্য তাদৃশং সৌভাগ্যমনুভূয়াশ্রু মুঞ্চতীত্যর্থঃ। ঈর্ষ্যাপক্ষে—তস্মাৎ সমাজ এব তাদৃশস্তস্যৈকস্য বা কো দোষঃ? অত্রায়ং গোপ্যঃ নিভৃতং কুত্রাপি সংগোপ্য রক্ষণীয় ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অহো গোপবালকদের ভাগ্যের কথা দূরে থাকুক এই বেণুর ভাগ্যের কথাই বা কি বলব?—এই আশয়ে মহাভাব থেকে স্ফূর্ত উন্মাদে মিথ্যা কল্পনা পূর্বক যে সঈর্ষাভিলাষ তাই বলা হচ্ছে—গোপ্য ইতি। আমাদের দ্বারা নীরস কাষ্ঠখণ্ডের মত দৃশ্যমান এই বেণু **কিম্**—কত-না, **কুশলং**—পুণ্য করেছে এ জন্মে বা পূর্বজন্মে!—সেই পুণ্য জানলে আমরাও তা করতে যত্ন করতাম, এরূপ ভাব। **স্ম**—বিস্ময়ে। সেই পুণ্যের লক্ষণ বলা হচ্ছে, **যদ্**—যেহেতু দামোদরের অধর সুধা যথেচ্ছ পান করতে পারছে। **দামোদর**—এই শব্দে সূচিত হচ্ছে, গোপীদের এরূপ মনোভাব, যথা—আমাদের সহিত তার দাম-বন্ধনাদি লীলা দ্বারা সূচিত বাল্যাবধি ঈদৃশ ভাবাঙ্কুর জাত হওয়া হেতু স্বাভা-বিক সম্বন্ধ বিশেষ গড়ে উঠেছে, অতএব এই গোপী আমাদেরই ঐ অধরসুধা ভোগ্য এবং **অয়ম বেণু**—'অয়ম্' পদে পুংলিঙ্গ নির্দেশ হেতু অর্থাৎ পুরুষজাতি বলে বেণুর ঐ অধরসুধা ভোগের অযোগ্যতা বলা হল। তথাপি **ভুঙ্‌ক্তে**—একারই ভোগ্যরূপে সদা পান করে, একথা বলার কারণ উহা ছাড়া বেণুর অন্য ভোগ দেখা যায় না। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা বেণুর দামোদর-অধরের সঙ্গের পরও ঐ অধর সরসই দেখা যায়, শুষ্ক নয়, কাজেই বুঝা যাচ্ছে, বেণু সামান্য কিছু রসও পান করতে পারে নি; এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **অবশিষ্ট রসং** সুধা যথেচ্ছ পান করত অবশিষ্ট রেখেছে অধর যুগলের একটা ভিজে ভিজে অবস্থা মাত্র। **হে গোপ্য**—এই সম্বোধনের ধ্বনি—সেই বেণুজন্ম দ্বারাই সৌভাগ্য, গোপীজন্ম দ্বারা নয়, হে গোপীগণ! তোমরা কোন্ যূথে জাত হয়েছ, এরূপ ভাব। এখানে 'আমাদের' (অধর সুধা)—এরূপ বলার স্থানে

বলা হল 'গোপীকানাং' 'গোপীদের' (অধর সুধা)—এই অন্য যূথের গোপীরাও গোকুলবাসী বলে আমাদের দলে প্রবেশ হলেও এরা আমাদের মত সর্বোচ্চ কক্ষা প্রাপ্ত নয় এই হেতু 'তদ্বিধ' অর্থাৎ অধর সুধা পানের অধিকার নেই—এই প্রকার বলা হল নিজ অভিমান বিশেষ হেতু ও বৈদগ্ধী রস বিশেষ হেতু। অর্থান্তরে **গোপীকানাম্**—ঐ একই আশয়ে 'গো' দেহাদি চক্ষুর অধর-সুধা। আরও, বেণু তোমাদের একান্ত হৃদয়-বল্লভের হাতে-হৃদয়ে-মুখে সদা থাকা তো অল্প কথা, অধর সুধাও নিজ স্বাতন্ত্র্যে তোমাদের সম্মতি বিনাই পান করে—এইরূপ অপরভাব এখানে।

অথবা, সেই অধরসুধা কিভাবে পান করে? এরই উত্তরে **অবশিষ্টরসং**—[সনাতন—অব= হীন, শিষ্ট=শেষ যার সেই-বিন্দু মাত্রও শেষ রহিত রস]। 'অবশিষ্ট' ন+বশিষ্ট=অবশিষ্ট অর্থাৎ অনবশিষ্ট বিন্দুমাত্র শেষ রহিত রস—"বষ্টিভাগুরিরল্লোপম্" ইত্যাদি হেতু। এমনভাবে অধর সুধা পান করল যাতে এক ফোটাও রস অবশিষ্ট না থাকে। অথবা, **অবশিষ্টরস**—'রস' রাগ—'রাগ' থাকলে যেরূপ হয়—রাগ অবশিষ্টরূপে থাকা হেতু পান কখনই বিরমিত হয় না কিন্তু মুহুর্মুহু পান চলতে থাকে। অথবা, সুধা কিরূপ হলেও বেণুপান করল? **অবশিষ্টরসং**—গোপীকাদের পানাবশিষ্ট যে রস, এর অপেক্ষায় এ-বিনা অশেষ রস ত্যাগ করত, অবশিষ্ট হলেও এই রসই। অথবা, বেণুর পুণ্য-আচরণ সম্বন্ধে অন্য এক লক্ষণ বলা হচ্ছে—**হৃদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচো**—নদীসকল আনন্দে রোমাঞ্চিত হচ্ছে,বেণুর ভাগ্য এইরূপ দেখে পরমপুণ্যবতী নদীসকল অধরসুধা লোভবশে বিকসিত কমলচ্ছলে 'হৃষ্যত্ত্বচো' রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্ছে। অথবা, **যদ্বশিষ্ট রসং**—এই বাক্যটি 'হৃদিন্যো' ইত্যাদি বাক্যের সহিত অন্বয় হতে পারে—কারণ পূর্বের লাইনের অর্থ সঙ্গতি ইহা বিনাই হতে পারে। 'যৎ' যস্য যে বেণুর 'অবশিষ্ট' উচ্ছিষ্ট, নাদরূপ যে রস, তা নদীসকলও আস্বাদন করে এবং যেহেতু আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়। আরও 'যৎ' যস্য স্বজাতিসম্ভব বেণুর তাদৃশ সৌভাগ্য দেখে বৃক্ষাদি স্থাবর জাতিও মধুচ্ছলে অশ্রু বিসর্জন করে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত, **যথার্যাঃ**—যথা কুলবৃদ্ধবৃক্ষ সকল নিজ কুলে জাত বেণুর তাদৃশ ভাগ্য অনুভব করে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। ঈর্ষাপক্ষে—ওদের সমাজই তাদৃশ, এই বেণুর একারই বা কি দোষ—এখানে এই বেণু **গোপ্যঃ**—নিভৃতে কোথাও লুকিয়ে রক্ষণীয়, এরূপ অর্থ॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চাস্মান্ বিড়ম্বনাব্ধৌ নিঃক্ষিপন্নয়ং বেণুরেবানর্থকারীত্যাহুঃ। হে গোপ্যঃ, বেণুর্মুরলী কিং স্মিৎ কুশলং পুণ্যমাচরৎ। বংশীমুরল্যাদিশব্দানাং স্ত্রীলিঙ্গত্বেঽপি তৎপর্য্যায়স্য বেণু-শব্দস্য পুংস্ত্বং দারশব্দবজ্জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, কিং মঙ্গলমাচরৎ অপি তু ন কিমপি স্থাবরজাতিত্বেনৈব লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। তদপি দামোদরস্যাধরসুধা ভুঙ্ক্তে ইতি কথং বয়ং সোঢ়ুং প্রভবাম ইতি ভাবঃ। তত্র হেতুর্গোপিকানামিতি অধরসুধায়াং হি গোপিকানামস্মাকমেব সত্ত্বং কৃষ্ণস্য গোপজাতিত্বাদস্মাকং গোপজাতিস্ত্রীত্বাদিত্যায়প্রাপ্তেঃ। নিত্যং রাত্রাবস্মাভিঃ সংভুজ্যমানত্বাচ্চ বেণুস্তু বিজাতীয়স্তত্রাপি কৃষ্ণরমিতত্বমাত্মনো মত্বা কৃষ্ণপ্রেয়সীত্বাভিমানং ধত্তে। তত্রাপি ধার্ষ্ট্যেন পুনঃ পৌরুষমাবিষ্কৃত্য সংভুঙ্ক্তে তত্রাপি পরকীয়ং ধনং তত্রাপি স্বয়মেব নত্বন্যং জনমেকমপি সঙ্গিনং করোতি তত্রাপি চৌর্য্যেণ, কিন্তু ধনস্বামিনীরস্মান্ ফুৎকারেণ জ্ঞাপয়িত্বা

এব। কিঞ্চ, নায়ং ফুৎকারঃ কিন্তু স্বসম্ভোগোত্থং রণিতমেব তচ্চাস্মান্ শ্রাবয়িত্বৈব তত্রাপি ন বশিষ্টঃ ন অবশিষ্টোরসঃ কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা ভুঙ্‌ক্তে। "বষ্টি ভাগুরিরল্লোপ" মিত্যাদিনা অকার লোপঃ। ধনস্বামিনীনামস্মাকং কৃতে স্বভুক্তাবশিষ্টমপি কিঞ্চিন্ন রক্ষতীত্যহো ধার্ষ্ট্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তদ্দেশবর্ত্তিনঃ সর্ব্ব এব জনাস্তাদৃশা এবেত্যাহুঃ—যৎ যতোঽধরসুধাভোগাৎ তৎ বীক্ষ্যেত্যর্থঃ হ্রদিন্যো নদ্যঃ হৃষ্যত্বচঃ উৎফুল্লকমলাদিমিষেণ পুলকবত্যো বভূবুঃ। তরবো মকরন্দমিষেণাশ্রু মুমুচুর্যথা আর্য্যা ভগবদগুণান্ শ্রুত্বা অশ্রুপুলকাদিমন্তো ভবন্তি তথৈব তে বেণোর্মনিতং শ্রুত্বেতি হ্রদিন্যোঽস্য সখ্যস্তরবোঽস্য সখায়ো দূতা এবেতি বেণুহ্রদিনী তরবঃ সর্ব্বা এবাস্মাকং বৈরিণ এবেতি ভাবঃ। অতোঽয়ং গোপ্যঃ নিভৃতং কুত্রাপি রক্ষণীয়ো যথা কৃষ্ণাধরং ন প্রাপ্নোতীত্যসূয়াখ্যঃ সঞ্চারী ব্যঞ্জিতঃ॥ বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও, আমাদিকে বিড়ম্বনা সাগরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এই বেণু এক বিষম, অনর্থ সৃষ্টি করল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হে গোপ্য। **বেণু**—মুরলী কি এমন **কুশলং**—পুণ্য আচরণ করেছে? বংশী মুরলী প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হলেও তৎপর্যায় বেণুশব্দ পুলিঙ্গ হল 'দার' শব্দবৎ, এরূপ বুঝতে হবে। অথবা, এমন কি মঙ্গল আচরণ করেছে, কিছুই তো করে নি। করে নি যে, তা স্থাবর জাতিতে জন্ম নেওয়াতেই বুঝা যাচ্ছে, এরূপ ভাব। এরূপ হলেও দামোদর-অধরসুধা পান করছে, একি সহ্য করা যায়, এরূপ ভাব। সহ্য না-করতে পারার হেতু **গোপীকানাং ইতি**—এই অধর সুধার উপর গোপীকাদেরই সত্ব, কৃষ্ণ গোপজাতি হওয়া হেতু, আর আমরা গোপজাতি-স্ত্রী-স্বভাবাদি রীতি প্রাপ্তি হেতু। নিত্য রাত্রে আমরা সম্ভোগও করে থাকি। বেণু তো বিজাতীয়—তা হলেও নিজেকে কৃষ্ণের দ্বারা রমিত মনে করে কৃষ্ণপ্রেয়সী-অভিমান ধরে। এর মধ্যেও আবার ধৃষ্টতা দেখে পুনরায় পুরুষাকার আবিষ্কার করত **ভুঙ্‌ক্তে**—সম্ভোগ করে—তাও আবার পরকীয় ধন, তাও আবার একা একাই, অন্য কোনও একজনকেও সঙ্গী করে না, তাও আবার চুরি করে, কিন্তু ধনস্বামিনী আমাদের ফুৎকারে জানিয়ে দিয়ে। আরও, এতো ফুৎকার নয়, এ হল বেণুর নিজ সম্ভোগোত্থ শব্দ। তাও আবার আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে। তাও আবার এমনভাবে হল, যাতে রস অবশিষ্ট একটুও না থাকে। ঐ অধর-মধুর মালিক আমাদের জন্যও স্বভুক্তাবশিষ্ট এক ফোটাও না-রেখে—এখানেই তাদের ধার্ষ্ট্যামি, এরূপ ভাব। আরও, পুণ্যহীন সকল জনই তাদৃশই হয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **যদ্**—সেই দেশবাসী সকলজনেরই তাদৃশ অবস্থা, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **যদ্**—যেহেতু বেণুকে অধর সুধা ভোগ করতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। **হ্রদিন্য**—নদী সকল **হৃষ্যত্বচঃ**—উৎফুল্ল কমলাদি ছলে পুলকবতী হল। বৃক্ষসকল মধুবর্ষণচ্ছলে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল—যথা ভক্তজন ভগবৎগুণগান শুনে অশ্রু পুলকাদিতে বিভূষিত হয়, সেইরূপই তারা সেই বেণুর কূজন শুনে ভাববিভূষিত হল। নদীসকল বেণুর সখী, আর বৃক্ষসকল সখা, দূতও বটে। বেণু, হ্রদ, বৃক্ষ সকলেই আমাদের প্রতিপক্ষই, এরূপ ভাব। অতএব বেণুকে কোথাও লুকিয়ে রাখাই যুক্তিযুক্ত, যাতে কৃষ্ণাধর না পেতে পারে, এইরূপে অসূয়াখ্য সঞ্চারী ভাব ব্যঞ্জিত হল॥ বি০ ৯॥

১০। বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রিসানুষু অবরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥

১০। অন্বয়ঃ [কাশ্চিৎ গোপীঃ আহুঃ হে] সখি! দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধ লক্ষ্মি (যশোদানন্দনস্য পাদাম্বুজাভ্যাং লব্ধা শোভা যেন তৎ) গোবিন্দ বেণুম্ অনু (গোবিন্দস্য বেণুবাদ্যং লক্ষ্যীকৃত্য) মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অদ্রিসানুষু অবরতানি (উপরতক্রিয়ানি) সমস্ত সত্তং (সমস্তানি সত্ত্বানি যত্র তৎ) বৃন্দাবনং ভুবঃ কীর্তিং বিতনোতি)।

১০। মূলানুবাদঃ হে সখীগণ! এই বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ থেকেও অধিক ভাবে পৃথিবীর কীর্তি বিশেষ ভাবে বিস্তার করছে, যেহেতু এই বৃন্দাবন ভূমি শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর কোমল পদক্ষেপেই অঙ্কিত অসমোর্দ্ধ রূপসম্পন্ন পদচিহ্নে শোভায় ভরে উঠ্ছে এবং এখানে গোবিন্দের বেণুধ্বনি শ্রবণে আনন্দ বিহ্বল ময়ূর বেণুধ্বনি-মুখর কৃষ্ণকে গর্জিত মেঘ ভ্রমে নৃত্য করছে, অন্যান্য বনবাসী প্রাণীগণ গিরিরাজের অধিত্যকায় আনন্দে জাড্যদশা লাভ করে অবস্থান করছে।

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অহো কিং বক্তব্যং শ্রীহস্তাদৌ বর্ত্তমানস্য বেণোর্মাহাত্ম্যম্? বৃন্দাবনস্য সৌভাগ্যং কিয়দ্বর্ণ্যতামিত্যাহুর্বৃন্দেতি। হে সখি, বিতনোতি বৈকুণ্ঠেভ্যোঽপি বিশেষেণ বিস্তারয়তি যদ্যস্মাদ্যদ্বৃন্দাবনমিতি বা। দেবকীসুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাম্বুজাভ্যাং কৃত্বা লব্ধা লক্ষ্ম্যঃ সর্ব্বশোভামহিম্নোঃ সম্পদো যেন তৎ, তস্যৈবাসমোর্দ্ধরূপত্বাৎ। তত্র চ সাক্ষাৎপাদাম্বুজাভ্যামেব, ন তু পাদুকাভ্যামিত্যনেন শ্রীবৃন্দাবনভূমেঃ পরমসৌভাগ্যং সূচিতম্। তাসাং দেবকীসুতেত্যুক্তিঃ 'প্রাগয়ং বসুদেবস্য' (শ্রীভা০ ১০।৮।১৪) ইত্যাদি-গর্গবাক্যানুসারাৎ। তথা চোক্তির্গোপনায়, এবং গোবিন্দশব্দোঽপি 'গবাধ্যক্ষেঽপি গোবিন্দঃ' ইতি কেষোকারমতমাশ্রিত্য তস্মিন্ সঙ্কেতিতঃ, শ্রীগোবিন্দাভিষেকানন্তরমেব তন্নাম্নো ব্রজে প্রসিদ্ধেঃ, উত্তরত্র নন্দনন্দনমিতি তু গোপনাশক্তেঃ। যদ্বা, দেবকী ব্রজেশ্বর্য্যা এব নাম; 'দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদাদেবকীত্যপি। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া॥' ইতি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণবচনাৎ। বি-শব্দোক্তং বৈশিষ্ট্যমাহুঃ —গোবিন্দেতি গবামিন্দ্রা গোবিন্দ ইতি—গোপবর্গচূড়ামণির্গো-গোপাল-পরিবৃতো বন্যভূষণো বিচিত্রক্রীড়ায়সিকঃ শ্রীযশোদানন্দনো লক্ষিতঃ। অতো বৃন্দাবনস্যাপি ভাগ্যমস্মাভিরভিলষণীয়-বিষয়মেবেতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র মন্দগর্জিত নীলমেঘং তং মত্বেতি ময়ূরাণাং মত্তত্বে নৃত্যত্বে চ হেতুঃ। অন্যথান্যেষামিব তেষামপ্যবরতত্বমেব স্যাৎ। তথাপ্যলৌকিকত্বং ত্বধিকমস্ত্যেব ইতি। অথবা তাদৃশশ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক-প্রীত্যতিশয়বতাং শ্রীবৃন্দাবনময়ূরাণাং সম্বন্ধেন সর্ব্বস্যামপি তজ্জাতৌ ভগবৎপ্রসাদাদন্যত্রত্যা অপি এতৎসাদৃশ্যেনৈব মেঘে প্রীতিমন্তো জ্ঞেয়াঃ। ততশ্চ গোবিন্দস্য বেণুমনু তন্নাদশ্রবণানন্তরমিত্যগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনীয়ম্; যদ্বা, গোবিন্দস্য বেণোর্মনুর্নাদাত্মকপরমমোহন-মন্ত্রস্তেনৈব মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং যস্মিন্। যদ্যপি তদ্বেণুনাদ এব যথা ময়ূরাণাং নৃত্যে হেতুস্তথান্যেষামবরতত্বেঽপি, তথাপি নৃত্যরীতিমুৎপ্রেক্ষিতুমেবান্যেষাং সভাসদত্বনিরূপন যোগ্যং প্রেক্ষ্যেত্যুক্তম্; কিংবা মুহুঃ শ্রীভগবদাসনতাপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বেষাং পরমাবলোকনীয়া অদ্রিসা-

নবো যে ; যদ্বা, 'প্রেক্ষ্যা নৃত্যেক্ষণে বুদ্ধৌ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ, প্রেক্ষাং তর্হন্তি যে, তেষু উচ্চেষু তদ্দর্শন-স্থানেষু অবরতানি স্তব্ধতাং প্রাপ্তানি অন্যানি ময়ূরব্যতিরিক্তানি সমস্তানি সত্ত্বানি প্রাণিনো যস্মিন্ ; যদ্বা, মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্য গোবিন্দবেণুমন্বিতি ব্যুৎক্রমেণ যোজ্যম্ । অত্রেদং বিবক্ষিতম্—বর্হাবতংসস্য ময়ূরপ্রিয়স্য তস্য বনাগমন-সন্দর্শনমাত্রেণ প্রীত্যা মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং, তৎপ্রেক্ষয়া হর্ষেণ গোবিন্দস্য বেণুস্তেন তদ্বাদন-মিত্যর্থঃ । তমনু অদ্রিসানুষু অবরতানি বিরতানি অন্যানি শ্রীভগবদ্দর্শনাদি-ব্যতিরিক্তাশেষপ্রয়োজনানি যেষাং তথাভূতানি সমস্তসত্ত্বানি যস্মিন্ । 'ঈদৃশং শ্রীবৈকুণ্ঠেঽপি নাস্তি' ইতি ততোঽপি কীর্ত্তিবিশেষোঽস্যাঃ সিদ্ধ এব । অহো বতাস্মাকং তত্র তথা তাদৃশ্যবস্থা ন সিধ্যেদিতি বয়মধন্যা এবেতি ভাবঃ; তচ্চ তাসাং প্রেমবিশেষ-স্বাভাবিকাতৃপ্ত্যার্ত্তিলক্ষণমেবেতি সর্ব্বত্রোহ্যম্ ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অহো শ্রীহস্তাদিতে স্থিত বেণুর মাহাত্ম্যের কথা আর কতদূর বলব ? এ অনির্বাচ্য । এখন এই বৃন্দাবনের সৌভাগ্য কিয়ৎ বর্ণনা করা যাক্, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'বৃন্দাবনং' । হে সখি ! **বিতনোতি**—'বি' বৈকুণ্ঠের থেকেও বিশেষভাবে, (পৃথিবীর কীর্তি) বিস্তার করে । **যৎ** – যেহেতু **বা**—'যৎ' যে বৃন্দাবন । **দেবকীসুতস্য**—শ্রীকৃষ্ণের **পদাম্বুজলব্ধ লক্ষ্মি**—সুন্দর কোমল পদক্ষেপে বনভূমি সর্বশোভা সম্পদে ভরে উঠল, যার দ্বারা সেই পদচিহ্ন, (যুক্ত বৃন্দাবন) । —কারণ এই পদচিহ্নেরই অসমোর্দ্ধ রূপ । এর মধ্যেও আবার সাক্ষাৎ পদকমলের দ্বারা কৃত চিহ্ন, পাদুকা দ্বারা কৃত নয়—এর দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন ভূমির পরম সৌভাগ্য সূচিত হল । গোপীদের 'দেবকীসুত' উক্তি—"পূর্বে এই কৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র হয়েছিল"—(১০।৮।১৪) ইত্যাদি গর্গবাক্য থাকা হেতু । এবং নিজেদের ভাব গোপনের জন্য । **গোবিন্দ**—গোবিন্দ নামেও বলা হল,—'গোদের তত্ত্বাবধায়ক এই অর্থে গোবিন্দ' এই রূপে অভিধান কারের মত আশ্রয় করে এই 'গোবিন্দ' শব্দ কৃষ্ণেতেই সঙ্কেতিত—ইন্দ্রের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের অভিষেকের পর এই নামেই ব্রজে প্রসিদ্ধ হওয়া হেতু । কিন্তু গোপন করতে অসমর্থতা হেতু পরের ১১ শ্লোকে 'নন্দনন্দন' এইরূপ উক্তি । অথবা, 'দেবকী' নাম ব্রজেশ্বরীরই,—"নন্দভার্যার দুইটি নাম যশোদা ও দেবকী, তাই বসুদেবপত্নী দেবকীর সহিত তাঁর সখ্যতা"—বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণবচন । **বিতনোতি**—বিশেষভাবে বিস্তার করলেন । এই 'বি' শব্দোক্ত বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে—'গোবিন্দ' (ইন্দ্—আধিপত্য করা) গোদের অধিপতি—এইরূপে গোবিন্দ শব্দে গো-গোপাল পরিবৃত বন্যভূষণে ভূষিত বিচিত্র ক্রীড়ারসিক শ্রীযশোদা-নন্দন লক্ষিত । অতএব বৃন্দাবনের ভাগ্য আমাদেরও অভিলষনীয় । শ্রীধরস্বামিপাদ **মত্তময়ূর নৃত্যং**—পদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেল—'কৃষ্ণকে মন্দগর্জিত নীলমেঘ মনে করে' এ সম্বন্ধে (শ্রীজীবপাদের) বক্তব্য হচ্ছে—ইহাই হেতু ময়ূরগণের মত্ততে ও নৃত্যত্বে । অন্যথা বনের অন্যান্য প্রাণীর মতো আনন্দ জড়-তাই প্রাপ্তি হত ; তথাপি কিন্তু লোকাতীত ভাব অধিকই প্রকাশ পেল এই ময়ূরদের । অথবা, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক অতিশয় প্রীতিমন্ত শ্রীবৃন্দাবন-ময়ূরের সম্বন্ধে ময়ূর জাতির মধ্যে সকলেরই ভগবৎ-প্রসাদ থাকা হেতু অন্য স্থানের ময়ূরও কৃষ্ণের সাদৃশ্যেই মেঘে প্রীতিমন্ত, এরূপ বুঝতে হবে । **গোবিন্দবেণুমনু**—গোবিন্দের বেণুনাদ শ্রবণের পর ময়ূর নৃত্য—এরূপ অগ্রেও সর্বত্র বেণুনাদ শোনবার পরই গো হরিণী

প্রভৃতির আনন্দ মত্ততা। অথবা, গোবিন্দের বেণুর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া নাদাত্মক পরমমোহন মন্ত্রের বলেই মত্ত ময়ূরদের নৃত্য যেখানে সেই বৃন্দাবন। যদিও যথা কৃষ্ণ-বেণুনাদনই ময়ূর নৃত্যের হেতু তথা অন্য অন্য প্রাণীরও জড়তারও হেতু, তথাপি নৃত্যরীতির সহিত উপমা দেওয়ার জন্য অন্য প্রাণীদের সভাসদরূপে নিরূপণ যোগ্য, তাই **প্রেক্ষ্য**—বলাও হল অন্যপ্রাণী ময়ূর নৃত্য দেখছিল। কিম্বা **অদ্রিসান্ববরতানি**—বার বার শ্রীভগবানের আসন হওয়া হেতু সকলের পরম অবলোকনীয় যে সকল গিরিতট, (তাতে দাঁড়ানো অন্যান্য প্রাণী।) অথবা, **প্রেক্ষাং**—দর্শনযোগ্য উচ্চস্থানে **অবরতানি**—স্তব্ধপ্রাপ্ত ময়ূর ব্যতিত অন্যান্য সমস্ত প্রাণী যে গিরিতটে। অথবা **প্রেক্ষাং**—'প্রেক্ষ্য' পদের অন্বয় ক্রমবিপর্যয়ে 'গোবিন্দবেণু অনু' পদের সহিত অন্বয় করত অর্থ এইরূপ আসবে, যথা—ময়ূরপুচ্ছ-কিরীটধারী ময়ূরপ্রিয় কৃষ্ণের বনগমন সন্দর্শন মাত্রেই প্রীতিহেতু মত্তময়ূরের নৃত্য, তা 'প্রেক্ষ্য' দেখে হর্ষে গোবিন্দের বেণুবাদন। এরপর গিরিতটে **অবরতানি**—বিরত, শ্রীগোবিন্দ দর্শন ব্যতিরিক্ত অন্য অশেষ প্রয়োজন বিরত হয়ে গেল সমস্ত প্রাণীর। ঈদৃশ ব্যাপার শ্রীবৈকুণ্ঠে ঘটে না, তাই বৈকুণ্ঠ থেকেও পৃথিবীর কীর্তি বিশেষ সিদ্ধ হল॥ জী০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদীয়তাদৃশবিলাসাস্পদস্য বৃন্দাবনস্য সম্প্রতি মাধুর্য্যমধিকমুল্লসত্যতস্তদেব দিদৃক্ষমাণাস্তত্র গচ্ছামো বয়ং নাত্র কোঽপি দোষ ইত্যন্যা আহুঃ—বৃন্দাবনমিতি। ভুবঃ কীর্ত্তিং স্বর্গাদিভ্যো-বিশেষেণ তনোতি যদ্‌যতো দেবকীসুতস্য যশোদানন্দনস্য পাদাম্বুজাভ্যাং লব্ধা লক্ষ্মীঃ ধ্বজবজ্রাদিচিহ্নময়ী শোভাসম্পৎ যেন তৎ নহ্যেবম্ভূতং বৈকুণ্ঠবনমপি সম্ভবেদিতি ভাবঃ। "দ্বেনাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেব-কীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়ে"তি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণম্। এবম্ভূতং গোষ্ঠস্থলমপি সম্ভবে-দিতি চেদত আহুঃ—গোবিন্দস্য বেণুং বেণুবাদ্যং লক্ষ্যীকৃত্য যন্মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং তৎ প্রেক্ষ্য অদ্রিসানুষু অবরতানি উপরতক্রিয়াণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি যত্র তৎ। অত্রাস্মন্নর্ত্তয়েতি ময়ূরৈঃ প্রার্থিতস্য গোবিন্দস্য বেণুবাদনং তদীয়ং তালগত্যৈব মণ্ডলীভূয় নৃত্যতাং তেষাং মধ্য এব তস্যাপি সনৃত্যং বাদনম্। ততস্তদ্বাদ্যেন সন্তুষ্যতাং তেষাং পারিতোষিক স্বীয়দিব্যবর্হপ্রদানং তস্মৈ। তেন চ বাদকলোকরীত্যা সাহ্লাদং তদগৃহীত্বা স্বশিরস্যুষ্ণীষস্যোপরি তদ্ধারণং তত্তৌর্য্যত্রিকমাস্বাদয়তামদ্রিসানুষু প্রবিষ্টানাং সভ্যানাং কৃষ্ণসার কপোতাদি মৃগপক্ষিণামানন্দ জাড্যমিত্যাদিং সর্ব্বং দিদৃক্ষামহে ইতি ভাবঃ॥ বি০ ১০॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তদীয় তাদৃশ বিলাসাস্পদ বৃন্দাবনের সম্প্রতি মাধুর্যাধিক্য উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে, অতএব তাই দেখবার উচ্ছুক আমরা তথায় যাব, এতে দোষ কিছু নেই, এইরূপ অন্য কোনও কোনও গোপী বললেন—বৃন্দাবনম্ ইতি। পৃথিবীর কীর্তি স্বর্গাদি থেকেও বিশেষ ভাবে বিস্তারিত হচ্ছে, **যৎ**—কারণ **দেবকী সুতস্য**—যশোদানন্দনের **পাদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মী**—পদকমল থেকে পাওয়া **লক্ষ্মী**—ধ্বজবজ্রাদিময় শোভাসম্পদ, তৎযুক্ত (শ্রীবৃন্দাবন)।—শ্রীবৈকুণ্ঠেও এরূপ সম্ভব নয় এরূপ ভাব। "নন্দ-ভার্যার দুই নাম ছিল, এক যশোদা আর দেবকী, তাই বসুদেব-পত্নী দেবকীর সহিত তার সখ্যতা ছিল।" —বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ। এরূপ গোষ্ঠস্থল বৈকুণ্ঠে সম্ভব নয়,—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **মত্তময়ূর নৃত্য**—গোবিন্দের বেণুবাদ্য শুনে মত্তময়ূরদের নৃত্য, তা **প্রেক্ষ্য**—দেখে **অদ্রিসানুষু**—গিরিতটে **অবরতানি**—

১১। ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥

১১। অন্বয়ঃ [অন্যাঃ আহুঃ] যাঃ বেণুরণিতম্ আকর্ণ্য সহ কৃষ্ণসারাঃ (কৃষ্ণসারৈঃ সহিতাঃ) উপাত্ত বিচিত্রবেশং (মনোহরবেশধরং) নন্দনন্দনং প্রণয়াবলোকৈঃ বিরচিতাং (কল্পিতাং) পূজাং দধুঃ এতাঃ হরিণ্যঃ মূঢ়গতয়ঃ অপি ধন্যাঃ স্ম।

১১। মূলানুবাদঃ অহো বনচারিণী হরিণীগণ বিবেকহীন-জ্ঞানা হলেও ধন্যা, কারণ তারা কৃষ্ণের প্রথম বেণুধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই নিজপতি কৃষ্ণসারকে সঙ্গে নিয়ে বিচিত্র বেশে সজ্জিত নন্দনন্দনের নিকট এসে প্রণয়াবলোকনে সর্ব পূজা থেকে অধিক প্রীতিসেবা করে থাকে।

বিরত-ক্রিয়া অন্যান্য সমস্ত প্রাণী যেথায় সেই বৃন্দাবন। এখানে আমাদিগকেও নাচিয়ে তুলছে। ময়ূরদের প্রার্থিত কৃষ্ণের বেণুবাদন। কৃষ্ণের তাল অনুসারে মণ্ডলীভূত হয়ে নৃত্যরত ময়ূরদের মধ্যেই কৃষ্ণেরও সনৃত্য বেণুবাদন। অতঃপর সেই বেণুবাদ্যে সন্তুষ্ট হয়ে ময়ূর সকল নিজেদের দিব্যপুচ্ছ পারিতোষিক হিসাবে কৃষ্ণকে দান করল। তিনিও সাধারণ বাদকলোক রীতিতে সাহ্লাদ তা গ্রহণ করত নিজের মাথায় উষ্ণিসের উপরে গুঁজে দিলেন। হে সখীগণ সেই নাচগান-বাদ্য আস্বাদন কর—গিরিতটে প্রবিষ্ট সভ্য কৃষ্ণসার কপোতাদি মৃগপক্ষীদের আনন্দজাড্যাদি সবকিছু আমাদের দেখবার ইচ্ছা, এরূপ ভাব॥ বি০ ১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অহো অস্তুতরাং হরিপ্রিয় সর্ব্বজীবাশ্রয়শ্য শ্রীবৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং তদাশ্রয়িকাণাং পশুজাতীনামপি ভাগ্যং কিয়দ্বর্ণ্যতাম্? ইত্যাহুঃ—ধন্যা ইতি। মূঢ়া বিবেকহীনা গতিজ্ঞানং যাসাং, তথাভূতা অপি; মতয় ইতি পাঠে তথৈবার্থঃ হরিণ্য ইতি—বনচারিণ্যোঽপি এতা দৃশ্যমানা ইব। নন্দস্য শ্রীবল্লবেন্দ্রস্য নন্দনমিতি—ধাত্বর্থবলাদখিলগুণমহিষ্ঠত্বং সূচিতম্। এবং গুরোরপি তস্য নামগ্রহণমিতি—ক্ষোভবৈবশ্যেন বিক্ষিপ্তমনস ইত্যুক্তত্বাৎ। উপাত্তাঃ স্বীকৃতা বিচিত্রা বেশা বনমালা-বর্হাপীড়-গুঞ্জাবতংসাদি-রূপা যেন তম্। বেণুরিফিতমিতি—রাগত্বেনাপর্য্যবসিতং প্রথমফুৎকারমাত্রমুক্তম্, অনুকরণশব্দো হ্যয়ম্। রণিতমিতি পাঠোঽপি ক্বচিৎ। অত্র টীকা পুনরুক্তা স্যাৎ; কৃষ্ণ এব সারঃ পরমোপাদেয়ো যেষামিতি শ্লেষেণ চ স্বপতয়ো নিন্দিতাঃ, পূজামিতি—তাবতৈব সর্ব্বোপচারপূর্ণত্বং জাতমিতি ধ্বনিতম্। অতএব দধুঃ পুপুষুঃ, সর্ব্বপূজাভ্যোঽধিকং চক্রুরিত্যর্থঃ। অতঃ ক্রিয়াতোঽপি বৈশিষ্ট্যং বিশেষেণ রচিতম্ ইতি তত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ—প্রণয়াবলোকৈরিতি—ভাবমাত্রগ্রাহিণস্তস্য তৈরেব পূজাসম্পত্তেঃ। বহুত্বং পরম্পরা-বিবক্ষয়া, স্মেতি বিস্ময়ে খেদে বা, অহো বতাস্মাকমীদৃশং ভাগ্যং নাস্তীতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। অথবা বেণো রিফিতং যত্র, তাদৃশং সন্তমাকর্ণ্য শ্রবণদ্বারা জ্ঞাত্বা, উপাত্তবেশং সন্তং প্রণয়াবলোকৈর্দধুর্বশীকৃতবত্যঃ, তৈরেব পূজাং প্রীতিসেবামপি বিদধুরিত্যর্থঃ। অত্র 'অশ্রাবি ভূমিপতিভিঃ' ইত্যারভ্য 'দধদ্দশনচুর্চ্চুরশব্দমশ্বঃ ইতি মাঘকাব্যবৎ; 'সংশৃণ্বন্ বদমানাংস্তান্ রাবণস্য গুণান্ জনান্' ইতি ভট্টিকাব্যবচ্ছ। শ্রীমন্নন্দনস্য শ্রবণক্রিয়াকর্ম্মত্বং জ্ঞেয়ম্। অন্যৎ সমানম্॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ অহো দূর থেকে দূরে থাকুক হরিপ্রিয় সর্বজীব-আশ্রয় শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য, এই বনাশ্রয়ী পশুজাতিদেরও কত-না ভাগ্য, তাই কিছু বর্ণন করুন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ধন্যা ইতি। **মূঢ়গতয়ো**—বিবেকহীনা **গতি**—জ্ঞান যাদের, তথভূতা হয়েও। মূতয়ঃ পাঠে একই অর্থ। **হরিণ্য ইতি**—হরিণীগণ বনচারিণী হলেও যেন দেখা যাচ্ছে এরা (পূজা করছে কৃষ্ণকে)। **নন্দনন্দন**-শ্রীবল্লবেন্দ্রের অর্থাৎ শ্রীগোপরাজের পুত্র-শব্দমূলের অর্থ বলে কৃষ্ণের অখিলগুণ মহিষ্ঠতা সূচিত হল। এইরূপে গুরু (শ্বশুর) হলেও নন্দের যে নামগ্রহণ করল গোপীরা, তা ক্ষোভবৈবশ্যে বিক্ষিপ্ত মনা হয়ে। **উপাত্তঃ**—স্বীকৃতা, বিচিত্র বেশসমূহ - বনমালা, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জাভূষণাদিরূপা যাঁর দ্বারা সেই কৃষ্ণকে (পূজা ইত্যাদি)। **বেণুরিফিতম্**—রাগরূপে পর্যবসিত প্রথম ফুৎকার উক্ত হল—ইহা শব্দানুরূপ বটে। কোথাও কোথাও রণিত পাঠ আছে। এখানে টীকায় শ্রীসনাতনের টীকার পুনরুক্তি হল। **কৃষ্ণসারা**—কৃষ্ণসার হরিণ, 'কৃষ্ণসার' কৃষ্ণই 'সার' পরম উপাদেয় যাদের, এইরূপে হরিণীর পতিগণ প্রশংসনীয়, শ্লেষে আমাদের নিজপতিগণ নিন্দনীয়। এই পূজায় তাবৎ সর্ব উপাচারপূর্ণত্ব ধ্বনিত হচ্ছে, অতএব **দধুঃ**—পালন করল—সর্ব পূজার অধিক করে উঠাল এই পূজা, এরূপ অর্থ। অতএব ক্রিয়া কর্মের থেকে বৈশিষ্ট্য, **বিরচিত**—বিশেষে রচিত, এখানে সর্বত্র হেতু **প্রণয়াবলোকৈঃ**—প্রণয়াবলকনের দ্বারা রচিত, ভাবমাত্র-গ্রাহী কৃষ্ণের উহাই পূজা-সম্পত্তি হওয়া হেতু। অথবা, বেণুর ফুৎকার যাঁর মুখে, তাদৃশ নন্দনন্দনকে **আকর্ণ**—শ্রবণ দ্বারে জেনে—স্বীকৃত-বিচিত্রবেশ নন্দনন্দনকে প্রণয়াবলোকনের দ্বারা **দধুঃ**—বশীকৃত করলেন—ঐ প্রণয়াবলোকনের দ্বারা **পূজাং**—প্রীতিসেবাও করলেন, এরূপ অর্থ। শ্রীনন্দনন্দন এখানে শ্রবণ ক্রিয়ার কর্ম, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী° ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অহো স্বরমণং তমনভিসৃত্য বয়ং বুদ্ধিমত্যোঽপি স্বজন্মবিফলী-কুর্ম্মহে। যতো মূঢ়া অপি সফলীভবন্তীতি দর্শয়ন্ত্য আহুর্ধন্যা ইতি। স্মেতি বিস্ময়ে খেদে বা। এতাদৃশং ভাগ্যং অস্মাকং নাভূদিতি ভাবঃ। যা বেনুরণিতম্ বেণুরিফিতমিতি পাঠদ্বয়ম্। তুল্যার্থং বেণুনাদমাকর্ণ্য নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়পূর্ব্বকাবলোকৈরেব পূজাং দধুঃ পুপুষুঃ। তাসাং তৈরপি য আত্মনঃ পূজাং পুষ্টাং মন্যতে স নন্দনন্দনোঽ-স্মাকং তৈঃ পুনঃ কিমুতেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তাঃ সহ কৃষ্ণসারাঃ পতিভিঃ সহিতা এব। অয়মর্থঃ—কৃষ্ণ এব প্রীতিবিষয়ত্বেন সারো যেষাং তে যথার্থনামানস্তাসাং পতয়ঃ স্বপত্নী কৃষ্ণানুরাগিনীরালক্ষ্য স্বগার্হস্থ্যমেব ধন্যং মানয়ন্তোঽইতিহৃষ্যন্তো অনুগচ্ছতস্তাঃ কৃষ্ণমভিসারয়ন্তি, অস্মৎ পতয়স্তু কৃষ্ণগন্ধায়াপি দ্রুহ্যন্তি ধিগস্মজ্জী-বিতমিতি॥ বি° ১১॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অহো আমরা বুদ্ধিমতি হয়েও নিজরমণ কৃষ্ণের নিকট অভি-সার না করে স্বজীবন বিফল করলাম। যেহেতু বুদ্ধিহীনাগণও সফল হচ্ছে—কি করে সফল হচ্ছে, তাই দেখাতে দেখাতে বলা হচ্ছে—ধন্যাঃ ইতি। **স্ম**—বিস্ময়ে বা খেদে। এতাদৃশ ভাগ্য আমাদের হল না, এরূপ ভাব। পাঠ দুপ্রকার-যথা বেণুরণিতম্ ও রিফিতম, অর্থ একই। বেণুনাদ আকর্ণ্য নন্দনন্দনের প্রতি প্রণয়পূর্বক হরিণীগণ অবলোকনের দ্বারাই পূজা **দধুঃ**—পালন করে। অবলোকনের দ্বারাই সেই হরিণীদের

১২। কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ॥

১২। অন্বয়ঃ (অপরাঃ আহুঃ) [হে গোপ্যঃ !] বিমানগতয়ঃ দেব্যঃ বনিতোৎসবরূপ শীলং (স্ত্রীমাত্রাণামুৎসবো যস্মাৎ তথাভূতং রূপং শীলং চ যস্য তং) কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্ (তেন বাদিতস্য বেণোঃ যৎ বিবিক্তং গীতং) শ্রুত্বা স্মরনুন্নসারাঃ (স্মরেণ চালিতধৈর্য্যং যাসাং তাঃ) ভ্রশ্যৎ প্রসূন কবরাঃ (চ্যুতবেণীবন্ধনস্থ কুসুমা) বিনীব্যঃ (বিগতা নীব্যোঽপি যাসাং তাঃ) মুমুহুঃ (মূর্চ্ছাং প্রাপুঃ)।

১২। মূলানুবাদঃ অনুরাগিণী স্ত্রীমাত্রেরই আনন্দ-উৎস রূপ ও স্বভাব সম্পন্ন কৃষ্ণকে দেখে এবং তৎকর্তৃক নিনাদিত উন্নত-উজ্জ্বল-রসময় বেণুধ্বনি শ্রবণ করে আকাশেবিমানচারিণী দেবীগণ পতি দেবতাদের কোলে থেকেও কামবেগে ধৈর্যহারা হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন—খোপার মালা বেশ-বিন্যাস খুলে পড়ল, নিবিবন্ধন বিগত হল।

যে পূজা বিধান মানা যাচ্ছে, সেই নন্দনন্দন আমাদের পূজা যে অবলোকনের দ্বারাই মান্য করবে এতে আর বলবার কি আছে? এরূপ ভাব। আরও, পতি কৃষ্ণসারা সহিতই তারা পূজা করে। এর অর্থ, **কৃষ্ণসার**—একমাত্র কৃষ্ণই প্রীতি বিষয়রূপে সার যাদের তারা যথার্থ নামা। হরিণীদের এই কৃষ্ণসার পতিগণ স্বপত্নীকে কৃষ্ণানুরাগিণী লক্ষ্য করে স্বগার্হস্থই ধন্য মনে করল, অতিশয় হৃষ্ট হল—কৃষ্ণ-অভিসারকালে তাদেরকে—অনুসরণ করল—আমাদের পতিগণ তো কৃষ্ণগন্ধ পেলেও দ্রোহ করে থাকে, ধিক্ আমাদের জীবনের॥ বি০ ১১॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অহো আস্তাং শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তিনীনাং কৃষ্ণান্তিকে চরন্তী-নামাসাং মাহাত্ম্যং, খেচরীণামপি ভাগ্যং কিং বর্ণ্যমিত্যাহুঃ—কৃষ্ণমিতি চিত্তাকর্ষকম্; বনিতাস্তদনুরাগ-যোগ্যাঃ স্ত্রীজাতয়ঃ; শীলন্তু সুস্বভাবঃ, তেন ক্বণিতস্য বেণোঃ বিবিক্তং প্রতিকূলরাগামিশ্রণেন শুদ্ধম্; কিংবা শৃঙ্গারাদিরসলব্ধবিভাগং 'গীতং বিমানগতয়ঃ' ইতি স্বপতিসাহিত্যং বৈমানিকত্বেনাকস্মাদাগমনং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-মাযোগ্যত্বং চোক্তম্। তথাপি কামহতধৈর্য্যাঃ সত্যো মুমুহুঃ। অত্র রূপাদের্নিরীক্ষণোক্তিস্তাভিস্তস্যা দৃষ্ট-চরত্বাৎ। অতএব তদ্দর্শনেন বিশেষতো বেণুগীতশ্রবণেন চ তাদৃশমোহো যুক্ত এব; কিংবা, যদা যদৈব রূপাদ্যনুভবস্তদা তদৈব মোহ ইতি; নিরীক্ষ্য শ্রুত্বা চেতি দ্বয়োরপি মোহকারণত্বমুক্ত্বা তয়োর্বৈপরীত্যমপি জন্মনি মতং, যদৈব খলু ক্রমপ্রাপ্তং ভবতীতি মোহেনৈব বিমানতোঽবতীর্য্য শ্রীকৃষ্ণান্তিকমাগন্তুং ন শক্তা ইতি ভাবঃ। মোট্টায়িতাখ্যোঽনুভাবোঽয়ম্; যথোক্তম্—'কান্তস্মরণবার্ত্তাদো হৃদি তদ্ভাবভাবিতঃ। প্রাকট্যমভি-লাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে॥' ইতি। অহো বত পরমমূঢ়ানাং হরিণীনাং পরমবিদগ্ধানাং সুরসুন্দরীণামপি সংমোহনস্যৈবম্ভূতস্য সর্ব্বসৌভাগ্যামৃতসিন্ধোরস্য দর্শনমপ্যনাপ্নুবন্তীরস্মান্ ধিগিতি; কিংবা বনবিহারিণস্তস্য তত্র তথা দর্শনাভাবাদ্বয়মধন্যা এব, তাস্তু ধন্যা ইতি ভাবঃ॥ জী০ ১২॥

১২। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অহো শ্রীবৃন্দাবন-বর্তিনী ও কৃষ্ণের পার্শ্বচারিণী এই হরিণীদের মাহাত্ম্যের কথা দূরে থাকুক—আকাশ চারিণীদের ভাগ্যের কথাই বা কি বলবো, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**কৃষ্ণম্ ইতি**—এখানে এই কৃষ্ণ পদের ধ্বনি চিত্তাকর্ষক। **বনিতা**—কৃষ্ণের অনুরাগ যোগ্য স্ত্রী-জাতিয় জনদের। **শীলং**—সুস্বভাব। **তৎ**—'তেন' কৃষ্ণের দ্বারা **ক্বণিতবেণু**—ধ্বনিত বেণুর, **বিবিক্তং** প্রতিকূল অমিশ্রনে শুদ্ধ; কিম্বা শৃঙ্গারাদি রসলব্ধবিভাগ গীত। **বিমানগতয়ঃ**—দেবরথে চড়ে দেববধূ-গণ নিজ পতিসহ এলেন আকাশে। দেবরথে আকাশচারিনী হওয়া হেতু অকস্মাৎ আগমন এবং কৃষ্ণসঙ্গ অযোগ্যতা উক্ত হল। তথাপি কামে ধৈর্য্য হারা হয়ে মূর্চ্ছা গেলেন। এখানে দেবীদের রূপাদি-'নিরীক্ষণ' উক্তির কারণ কৃষ্ণের অলক্ষিতে তাঁদের আকাশ-বিহার। অতএব কৃষ্ণ দর্শনে বিশেষতো বেণুগীত শ্রবণে তাদৃশ মোহ যুক্তিযুক্তই বটে। কিম্বা যখন যখনই রূপাদি অনুভব তখন তখনই মূর্চ্ছা। রূপ দর্শন এবং বেণুগান শ্রবণ, এই দুই মোহ কারণ বলা হল। এর বিপরীত হলেও অর্থাৎ আগে শোনা পরে দেখা, এরূপ ক্রমপ্রাপ্ত হলেও মোহ জন্মাবে। যখন আগে শ্রবণ পরে দেখা এইরূপে ক্রমপ্রাপ্ত হয় তখন মূর্চ্ছাগত হওয়া হেতু দেবরথ থেকে নেমে এসে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসতে আকাশের দেবীগণ অসমর্থ, এরূপ ভাব। ইহা মোট্টায়িত নামক অনুভাব, যাতে মূর্চ্ছা হয়। [মোট্টায়িত—কান্তের স্মরণে ও বার্তাদি শ্রবণে স্থায়ী রতির ভাবনা বশতঃ হৃদয়ে অভিলাষের প্রাকট্য।] অহো হায় হায় কৃষ্ণ পরমমূঢ় হরিণীদের, পরমবিদগ্ধ সুন্দরীদেরও সম্মোহন এইপ্রকার সর্বসৌভাগ্যসিন্ধুর দর্শনও প্রাপ্তি বিহীনা আমাদিকে ধিক্ ধিক্। কিম্বা বনবিহারী তাঁর সেই বনে তথা দর্শনাদিও অভাব হেতু আমরা অধন্যা, তাঁরা কিন্তু ধন্যা, এরূপ ভাব॥ জী॰ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চাস্মাকং গোপীনাং গোপে কৃষ্ণে রতির্নাতীবানুচিতা। যতো দেব্যোঽপি মানুষে তত্রাপি গোপে কৃষ্ণে রতিমত্যঃ সত্য এব স্বদেবত্বমপি সফলয়ন্তীত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহুঃ—কৃষ্ণমিতি। বনিতানাং স্ত্রীমাত্রাণামেবানুরাগিণীনামুৎসবো যস্মাত্তথাভূতং রূপং শীলঞ্চ যস্য তং দেব্যো দেব-নামঙ্কে স্থিতা অপি বিমানগতয়ো বিমানচারিণ্যঃ স্মরেণ নুন্নশ্চালিতঃ সারো ধৈর্য্যং যাসাং তা মুমুহুঃ মোহে লিঙ্গমাহুর্ভ্রশ্যৎপ্রসূনাঃ কবরা যাসাং তাঃ। বিগতা নীব্যোঽপি যাসাং তাঃ। মোট্টায়িতমিদম্। যদুক্তম্ "কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবিতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমিতীর্য্যত" ইতি। পরমবিদগ্ধাঃ সূক্ষ্মধিয়ো দেবস্তজ্জ্ঞাত্বাপি স্ত্রীভ্যো ন দ্রুহ্যন্তি প্রত্যুত স্বীয় ভাগ্যং মানয়ন্তো নিত্যমেব তাঃ কৃষ্ণং দর্শয়িতুং বিমানমারোহ্য আনয়ন্তি, অস্মৎপতয়স্তু দ্রুহ্যন্ত্যেবেত্যতো নিকৃষ্টা মৃগ্য উৎকৃষ্টা দেব্যোঽপি ধন্যা মধ্যস্থা মানুষ্য এব বয়মধন্যা ইতি ভাবঃ॥ জী॰ ১২॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ। আরও, আমাদের সামান্য গোপী হয়ে গোপ কৃষ্ণে অতিরতি করা অনুচিত হচ্ছে—কারণ স্বর্গের দেবীরাও মানুষ তার মধ্যেও আবার গোপজাতী কৃষ্ণে রতিমতি হয়ে স্বদেবত্বও সফলীকৃত করছে, অহো কি আশ্চর্য এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কৃষ্ণং ইতি। **বনিতোৎসবরূপশীল—**

১৩। গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ॥

১৩। অন্বয়ঃ (অন্যাঃ গোপ্যঃ আহুঃ) গাবশ্চ [তথা] স্নুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ (মাতৃস্তনক্ষরিত-দুগ্ধকবলাঃ) শাবাঃ (বৎসাশ্চ) উত্তভিতকর্ণপুটৈঃ (উন্নমিত কর্ণরূপপানপাত্রৈঃ) কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত পীযূষং পিবন্ত্যঃ দৃশা (নেত্রমার্গেণ) গোবিন্দং আত্মনি (মনসা) স্পৃশন্ত্যঃ (আলিঙ্গন্ত্যঃ) অশ্রুকলাঃ তস্থুঃ (নিষ্পন্দরূপেণ অবস্থিরে) স্ম।

১৩। মূলানুবাদঃ সারাসার বিবেকহীনা গাভীগণ ও দুধের বাছুরগণ বেণুগান শুনে যাদের মুখ থেকে তৃণগ্রাস ও মাতৃস্তন চুইয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল, তারা ঊর্ধ্বমুখে স্থাপিত কর্ণপুটে কৃষ্ণমুখ নির্গত বেণুগীতামৃত পান করছে এবং প্রীতিদ্বারে হৃদয়ে প্রবিষ্ট গোবিন্দকে মনে মনে আলিঙ্গন করে অশ্রুব্যাপ্ত নয়নে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অনুরাগিনী স্ত্রীমাত্রেরই 'উৎসব' আনন্দ যাঁর থেকে হয় তথাভূত রূপ ও স্বভাব যাঁর সেই কৃষ্ণকে দেখে আকাশে বিমানচারী দেবীগণ পতি দেবতাদের কোলে থেকেও **স্মরনুন্নসারা**—কামবেগে ধৈর্যহারা হয়ে **মুমুহুঃ**—মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মোহের লক্ষণ বলা হচ্ছে, **ভ্রশ্যৎ প্রসূনাঃ**—স্খলিত খোঁপার মালা ও **কবরা**—বেশ বিন্যাস। **বিনিব্য**—'বি' বিগত নিবি-বন্ধন। এসব মোট্টায়িত অনুভাবের লক্ষণ, যথা—"কান্তস্মরণ বার্তাদিতে হৃদয় কান্ত-ভাবভাবিত হয়ে গেলে অভিলাষের যে প্রাকট্য, তাকে বলে মোট্টায়িত" পরমবিদগ্ধ সূক্ষ্মবুদ্ধি দেবতাগণ তা জেনেও স্ত্রীদিগকে দ্রোহ করে না, প্রত্যুত ইহাকে স্বীয় ভাগ্য মাননা করে নিত্যই তাদিকে কৃষ্ণ দেখাবার জন্য বিমানে চড়িয়ে নিয়ে আসেন বৃন্দাবনে। আমাদের পতিগণ কিন্তু দ্রোহই করে, অতএব নিকৃষ্ট মৃগীগণ, উৎকৃষ্ট দেবীগণও ধন্য মধ্যস্থ মানুষই আমরা অধন্য, এরূপ ভাব॥বি১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথান্যস্যা গোপ্যা বাক্যমাহ—গাব ইতি ত্রিভিঃ। তত্র প্রথমতো নিজভাববিরোধি-মাতৃভাবাদীনাং গবাং বর্ণনং পূর্ব্ববদবহিস্থার্থং প্রীতিসামান্যাংশে বিরোধাভাবাদ্বিবক্ষিতোপযোগার্থঞ্চ; অপ্যর্থে চকারঃ। লোকে সারাসারবিবেকহীনত্বেন খ্যাতা গাবোঽপি পীযূষরূপকেণ মুখস্য চন্দ্রত্বং, কৃষ্ণমুখ-শব্দেন অতিকোটিচন্দ্রতাব্যঞ্জকেন পীযূষস্যৈব বৈশিষ্ট্যং সূচ্যতে। কৃষ্ণঃ খলু পরমানন্দঘনমূর্ত্তিরুচ্যতে। স্মেতি বিস্ময়ে, তস্থুঃ স্তব্ধাতালক্ষণং সাত্ত্বিকবিকারং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গোবিন্দং নিজপ্রভুমিতি প্রীত্যা স্পর্শনং বোধয়তি। অন্যত্তৈঃ। তদসম্মতে স্নুতস্তনপয় ইতি পাঠে স্নুতং কেষাঞ্চিদভিনবানাং মুখাৎ ক্ষরিতং স্তনপয়ো মাতৃস্তনক্ষীরং, কেশাঞ্চিত্তৃণচরাণাং পূরিতকণ্ঠাদ্যশ্রূণাম্, অতএব সদ্রবতয়া ক্ষরিতঃ কবলশ্চ তৃণগ্রাসো যেষাং তে; যদ্বা, আত্মনি মনসি গোবিন্দং স্পৃশন্ত্যঃ অর্পয়ন্ত্যঃ সাক্ষাৎ সম্যগদর্শনাশক্তেঃ। তত্র হেতুমাহ—দৃশা নেত্রেণাশ্রূণি কলয়ন্তি বর্ষন্তীতি তথা তাঃ। অশ্রুধারয়া দৃষ্ট্যাচ্ছাদনান্মনসৈব পশ্যন্ত ইত্যর্থঃ। অতস্তদ্দর্শনমাত্রাভাবেন বয়মধন্যা এবেতি ভাবঃ॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর অন্য গোপীদের বাক্য বলা হচ্ছে গাব ইতি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। এখানে প্রথমতো নিজ ভাব বিরোধি—মাতৃ-ভাববতী গোদের বর্ণন হল, পূর্ববৎ ভাব গোপনের জন্য এবং প্রীতি সামান্য-অংশে বিরোধ অভাব হেতু বক্তব্যের উপযোগীতার জন্য। **গাবশ্চ**—লোকে সারাসার বিবেক হীন বলে খ্যাত গোগনও **ধন্য কৃষ্ণমুখ ইত্যাদি**—অমৃতের সহিত তুলনা করা হেতু মুখের চন্দ্রত্ব, আর কৃষ্ণমুখ শব্দে অতিকোটি চন্দ্রতা ব্যঞ্জনাদ্বারা সেই অমৃতেরই বৈশিষ্ট্য সূচনা করা হল, কৃষ্ণ হলেন পরমানন্দঘনমূর্তি, এরূপ বলা হয়। **স্ম**—বিস্ময়ে **তস্থুঃ**—স্তব্ধতালক্ষণ সাত্ত্বিক বিকার প্রাপ্ত হল। **গোবিন্দং**—গোদের 'ইন্দ্র' অর্থাৎ প্রভু, এই পদে প্রীতি দ্বারে স্পর্শণ বুঝানো হল। [শ্রীধরের পাঠ 'স্নুত স্তনপয়ঃ কবলাঃ' স্তন থেকে ক্ষরিত দুগ্ধগ্রাস যাদের মুখে তারা সব ভুলে দাঁড়িয়ে রইল। গোবিন্দকে নয়ন-দ্বারে মনে **স্পৃশন্ত্যঃ**—আলিঙ্গন করল।] শ্রীধরের অসম্মত 'স্নুতস্তনপয়' পাঠে অর্থ এরূপ হবে, কোনও কোনও দুধের বাছুরের মুখ থেকে ক্ষরিত হতে থাকল **স্তনপয়ঃ**-মাতৃস্তন দুধ। কিন্তু কোনও কোনও তৃণচারী পশুরা চোখের জলে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে পড়ল বেণুগীত শুনে, অতএব তৃণগ্রাস ভিজে জব জবে হয়ে যাওয়া হেতু চুইয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। এরূপ যাদের অবস্থা তারা সব আনন্দ জড়তায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। অথবা. **আত্মনি** অন্তঃকরণে গোবিন্দকে অর্পণ করলেন, সাক্ষাৎ সম্যক্ দর্শন অসামর্থ্যতা হেতু। সম্যক্ না দেখতে পাওয়ার কারণ বলছেন **দৃশাশ্রুকলাঃ**—নেত্রে অশ্রুবর্ষণ, এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত তারা সব অশ্রুধারায় দৃষ্টি আচ্ছাদন হেতু মনে মনেই দেখতে থাকলেন, এরূপ অর্থ। অতএব কৃষ্ণদর্শন মাত্র অভাবে আমরা অধন্যা, এরূপ ভাব ॥ জী॰ ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নচ স্ত্রীজাতীনাং সর্ব্বাসামেতৎ কামবিজৃম্ভিতমেবৈতন্মোহনমিতি বাচ্যম্। যতো বৎসানাং গবামপি মোহনং পশ্যতেত্যাহুঃ—গাবশ্চেতি। ক্ষরণশঙ্কয়ৈবোত্তভিতৈরুন্নমিতৈঃ কর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্য এব তস্থুঃ। নচ তত্রাপি বাৎসল্যভাব এব মোহনে হেতুরস্তীতি বাচ্যম্। যতো ভাব শূন্যানা-মপি তদীয়শাবানাং মোহনং পশ্যতেত্যাহুঃ। শাবা বৎসাঃ স্তনপানে প্রবৃত্তাঃ সমনন্তরমেব গীতং শ্রুত্বা তদেব পীযুষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ স্তনপানাসামর্থ্যাৎ স্তনেভ্যঃ স্নুতানাং পয়সাং কবল এব মুখেন তু নির্গিলনং যেষাং তে তস্থুঃ জাড্যোদয়েন স্তব্ধা বভূবুরিত্যর্থঃ। ততশ্চ তন্মাত্তরো গোবিন্দং দৃশা দৃষ্টৈ্ববাকৃষ্যানীয় নেত্র-রন্ধ্রদ্বারেণৈবান্ত প্রবেশ্য আত্মনি স্বমনসি স্পৃশন্ত্যঃ স্বমনসঃ ক্রোড়ে এব বাৎসল্যাৎ স্থাপয়ন্ত্যস্তস্থুঃ। তথা অশ্রুণ্যানন্দাৎ কলয়ন্তি ধারয়ন্তীতি তাঃ। এবঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং কৃষ্ণে নিরুপাধিরেব প্রেমা কিন্তু তে সংযোগাৎ ধন্যা বয়ন্তু বিচ্ছেদাদধন্যা এবেত্যেতাবানেব বিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ বি॰ ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সকল স্ত্রী জাতীর প্রতিই এই কামবিজৃম্ভিত মোহন প্রযোজ্য নয়, এরূপ বলতে পার না ; কারণ বৎসদের ও গোদের মোহন দেখ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে গবাং ইতি। গোগন. **উত্তভিত কর্ণপুটৈঃ**—ক্ষরণ শঙ্কায় 'উত্তভিতঃ' উন্নমিত কর্ণপুটে বেণুগীত পানরত অবস্থায় স্থিত এখানে বাৎসল্যভাবই মোহনে হেতু, এরূপও বলতে পার না—কারণ ভাবশূন্য তদীয় দুধের বাছুরদের

১৪। প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্ শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥

১৪। অন্বয়ঃ অম্ব! (হে মাতঃ!) বত (ইতি বিস্ময়ে) অস্মিন্ বনে বিহগাঃ প্রায়ঃ (তেষাং বহবঃ এব) মুনয়ঃ [যত স্তে] কৃষ্ণেক্ষিতং (কৃষ্ণদর্শনং পুষ্পফলাদ্যন্তরং বিনা যথা ভবতি তথা,) রুচির-প্রবালান্ দ্রুমভুজান্ (বৃক্ষশাখাঃ) আরুহ্য মীলিতদৃশঃ বিগতান্যবাচঃ (ভাষণাদিবিহীনাশ্চ সন্তঃ) তদুদিতং (তেন কৃষ্ণেন বাদিতং) কলবেণুগীতং শৃণ্বন্তি।

১৪। মূলানুবাদঃ কি আশ্চর্য মাগো! এই বৃন্দাবনের বহু বহু পাখী মুনিই হয়ে থাকবে সম্ভবতঃ কেন-না তারা বিচিত্র উপশাখাময় বেদশাখা রূপ বৃক্ষশাখায় আরোহন করে বিষয় কথাদিরূপ অন্য শব্দে বিমুখ হয়ে অর্ধ্বনিমীলিত নয়নে কেবলমাত্র কৃষ্ণের মোহন মুরলিগানই শ্রবণ করছে।

মোহন দেখ—এই আশয়ে শাবাঃ ইত্যাদি—এই বাছুররা দুধ পান আরম্ভ করতেই বেনুগান শুনে ঐ বেণু-গান অমৃতই উন্নমিত কর্ণপুটে পান করতে করতে ওলানের দুধ পান অসামর্থ্য হেতু স্তনস্রুত দুধের গ্রাস মুখ দিয়ে গড়িয়া বাইরে এসে পড়ল যাদের সেই বাছুররা **তস্থুঃ**—জাড্যোদয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। সেই গোমাতারা গোবিন্দকে দৃষ্টি দ্বারা আকর্ষণ করে নিয়ে এসে নেত্ররন্ধ্র দ্বারেই হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়ে **আত্মনি**—নিজ মন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শ করতে করতে নিজ মন ইন্দ্রিয়ের কোলেই বাৎসল্যে স্থাপন করত **তস্থুঃ**—জাড্যোদয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। এবং আনন্দে অশ্রুর ধারা বইল তাদের নয়নদ্বারে, এইরূপে সর্বপ্রাণীরই কৃষ্ণতে নিরুপাধি প্রেমা। কিন্তু তারা মিলন হেতু ধন্য, আর আমরা বিচ্ছেদ হেতু অধন্য, এতটাই বিশেষ, এরূপ ভাব॥ বি০ ১৩॥

১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অহো অন্তরাং শ্রীকৃষ্ণপাল্যমানানাং গবাং ধন্যত্বং, বন্যানাং বিহগানামপি ভাগ্যং কিং বর্ণ্যম্? ইত্যাহুঃ—প্রায় ইতি বাহুল্যে, ময়ূরাদীনাং কেষাঞ্চিৎ প্রেমনৃত্যা-দিনা পরমভক্তসাম্যাৎ। বতেতি বিস্ময়ে। হে অম্বেতি, অয়ং ভাবাবিষ্টপ্রমদাজন-কথাস্বভাবঃ, যৎ খলু তচ্ছ্রুন্যেঽপি তৎসম্বোধনং, স্বসখীভ্যোঽস্ববর্ণয়ন্নিত্যুক্তত্বাৎ। কৃষ্ণেক্ষিতং স্বকর্তৃকং কৃষ্ণস্য দর্শনং তৎকর্তৃকং বা স্বদর্শনং, যত্র তৎ যথা স্যাৎ তথা, দ্রুমভুজানারুহ্য রুচিরপ্রবালানিতি তেষামপ্যঙ্কুরাদি-বিকারো দর্শিতঃ। বিহগানামপি তদ্দর্শনে ব্যবধানং সুখভোগসাধনঞ্চ দর্শিতম্। তথাপি কৃষ্ণেক্ষিতং যথা স্যাত্তথা শৃণ্বন্তি মীলিত-দৃশঃ অর্দ্ধমুদ্রিতদৃশঃ, মহাপ্রেমসম্পত্ত্যা অলসদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ। বিগতা মনঃশ্রবণবাগিন্দ্রিয়েভ্যো নির্গতা অন্যা মুরলীবাগ্ব্যতিরিক্তা বাচো যেষাং, অতস্ত এব ধন্যা ইতি ভাবঃ। অন্যত্রৈঃ। তত্র ভাবার্থে রুচিরশব্দাদ্ভগব-দর্পিতকর্ম্মাণীতি বোদ্ধব্যমিতি। অথবা প্রায় ইতি বিতর্কে। মুনয় আত্মারামাঃ শ্রীসনকাদয়োঽস্মিন্ বনে বিহগা এব বভূবুরিত্যর্থঃ। অত্র প্রয়োজনমাহুঃ—কৃষ্ণেত্যাদিনা; কৃষ্ণেনঈক্ষিতং স্বয়মেবোৎপ্রেক্ষিতং কল্পিতং পূর্ব্বং তাদৃশাভাবাৎ, তেনৈবোদিতম্ উত্তরোত্তর-প্রকটিতগুণমিতি; বেণুগীতস্য ব্রহ্মসমাধিতোঽপ্যাকর্ষকতা দর্শিতা। কলয়তি জগচ্চিত্তমাকর্ষতি ইতি কলং বেণোর্গীতং, তাদৃশমুনিত্বে লিঙ্গমাহুঃ—রুচিরপ্রবালান্

বিচিত্রোপশাখাময়ান্ দ্রুমভুজান্ বেদশাখারূপান্ আরুহ্যাতিক্রম্য তদভিনিবেশমপি পরিত্যজ্য, মীলিতা মুদ্রিতা অচ্ছন্না দৃক্ দেহাদিজ্ঞানং যৈস্তথাভূতা অপি সন্তঃ, বিগতা অন্যেষাং কৃষ্ণব্যতিরিক্তানাং বাক্ কথাপি, কিং পুনর্বিচারাদিকং যেভ্যঃ ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অহো শ্রীকৃষ্ণের পালিত গোদের ধন্যতা দূর থেকে দূরে থাকুক বন্য পক্ষিদের ভাগ্যই বা কি বলব ? এই আশয়ে বলা হচ্ছে **প্রায় ইতি**—বাহুল্যে 'প্রায়' শব্দ অর্থাৎ এই বনের বহু বহু পক্ষী মুনি না-কি ! ময়ূরাদি কেউ কেউর প্রেম-নৃত্যাদি দ্বারা পরমভক্ত সাম্যতা হেতু, এরূপ বলা হল। **বত**—বিস্ময়ে। **হে অম্ব**—আরে মা ! এইরূপ সখীদের মা বলে সম্বোধন ভাবাবিষ্ট প্রমদাজনের কথার ভঙ্গী—এই তাঁদের স্বভাব। যেহেতু ঐ স্থানে মাতৃস্থানীয় জনদের অনুপস্থিতিতেও 'মা' বলে সম্বোধন—কারণ আগেই বলা আছে, নিজ সখীদের সম্বোধন করেই কৃষ্ণ-কথা অনুবর্ণিত হচ্ছে। **কৃষ্ণেক্ষিতং**—পক্ষিদের নিজেদের দ্বারা কৃষ্ণের দর্শন, বা কৃষ্ণ কর্তৃক নিজেদের দর্শন যেখান থেকে হতে পারে সেইরূপ বৃক্ষের শাখায় বসে বেণুগীত শ্রবণ করছিল। **রুচিরপ্রবালান্ ইতি**—সুরম্য অঙ্কুরচয়, বৃক্ষদেরও অঙ্কুরাদি বিকার দেখান হল। বিহগদেরও কৃষ্ণদর্শনে ব্যবধান ও সুখভোগ সাধন দেখান হল। তথাপি 'কৃষ্ণেক্ষিতং' কৃষ্ণদর্শন যেরূপে হয় তথা শুনছিল, **মীলিতদৃশো**—আধ বোজা চোখে—মহাপ্রেম সম্পত্তি ভরে অলস চক্ষু হয়ে—**বিগতান্যবাচঃ**—মনো-শ্রবণ-বাক্ ইন্দ্রিয় থেকে বিদায় নিয়েছে **অন্য**—মুরলীর কথার অতিরিক্ত বাক্য যাদের সেই পক্ষিগণ—অতএব তারাই ধন্য, এরূপ ভাব। [শ্রীধর স্বামী—মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শন যে প্রকারে হয় সেইভাবে বেদোক্ত কর্মফল পরিত্যাগ করে বেদদ্রুম-শাখায় আরূঢ় সুরম্য-অঙ্কুরস্থানীয় কর্মসকল উপাদেয় রূপে গ্রহণ করত সুখী হয়ে শ্রীকৃষ্ণগীত শোনে।] এই টীকায় ভাবার্থে 'রুচির' সুরম্য শব্দে ভগবৎ-অর্পিত কর্ম সকল বোদ্ধব্য। অথবা, **প্রায়**—বিতর্কে এই পক্ষিসকল কি মুনি এরূপ বিতর্ক। **মুনয়ঃ**—আত্মারাম শ্রীসনকাদি এই বনে পক্ষিরূপে আছেন, এরূপ অর্থ—এ বিষয়ে প্রয়োজন বলা হচ্ছে—'কৃষ্ণেক্ষিতং' কৃষ্ণ-কল্পিত বেণুগান শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা—কৃষ্ণের দ্বারা 'ঈক্ষিতং' নিজে নিজেই 'উৎপ্রেক্ষিতং' (শ্রীসনাতন) কল্পিত কলবেণু গীত—পূর্বে তাদৃশ অভাব হেতু **তদুদিতং**—কৃষ্ণের দ্বারাই উত্তরোত্তর প্রকটিত গুণ বেণুগীত—এইরূপে বেণুগীতের ব্রহ্মসমাধি থেকেও আকর্ষকতা দেখান হল। **কলবেণুগীতং**—'কলয়তি জগচ্চিত্ত আকর্ষণ করে। পক্ষিদের তাদৃশ মুনিভাব গত হওয়া রূপ উক্তির হেতু বলা হচ্ছে **রুচির প্রবালান্** বিচিত্র উপশাখাময় **দ্রুমভুজান্**—বেদশাখা রূপ বৃক্ষশাখা **আরুহ্য**—অতিক্রম করে অর্থাৎ সেই অভিনিবেশও পরিত্যাগ করে। **মীলিতদৃশো**—মুদ্রিত অর্থাৎ আচ্ছন্ন 'দৃক্' দেহাদি জ্ঞান যাঁদের দ্বারা তথাভূতা হয়েও **বিগতান্যবাচ**—'অন্যেষাং' কৃষ্ণব্যতিরিক্ত অন্য জনদের 'বাক্' কথাও বিগত হয়েছে যাদের থেকে সেই পক্ষিগণ, বিচারাদির কথা আর বলবার কি আছে ? ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বৎসা অপি বিষয়গ্রাহিণো বিষয়রস এব তত্রোপাধিরস্তীত্যত আত্মারামা মুনয়ো জ্ঞানেন সর্ব্বানেব ভাবাংস্ত্যক্তবন্তো নির্ব্বিকারাঃ কৃষ্ণেন ক্ষোভয়িতুং ন শক্যা ইতি বাচ্যং যতস্তা-

নপি স্বমাধুর্য্যেণাকৃষ্য সম্মোহয়তীত্যাহুঃ প্রায় ইতি। বতেতি বিস্ময়ে। অম্বেতি সখীং প্রত্যপি সম্বোধনং ভাবাবিষ্টপ্রমদানাং স্বভাব এবৈষঃ। বিহগা মুনয় এব ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। বনবাসদৃঙ্নিমীলনমৌননৈশ্চল্যাদ্যসাধারণধর্ম্মদর্শনাৎ। যে দ্রুমভুজান্ আরুহ্য বেণুগীতং শৃন্বন্তি। রুচিরপ্রবালানিতি দ্রুমভুজানামপি বেণুগীতানন্দাৎ মুনিজনস্পর্শানন্দাৎ চাঙ্কুরাদিবিকারো দর্শিতঃ। কলয়তি জগশ্চিত্তং ক্ষোভয়তীতি কলবেণুগীতং। কীদৃশং? কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণে এব ঈক্ষিতং নতু শক্রপরমেষ্ঠিরুদ্রবিষ্ণুষু গানস্রষ্টৃত্বপি দৃষ্টং মুনীনামেবমেষামতিপ্রাচীনত্বাৎ তত্র তত্র সর্ব্বত্রাবারিতগতিত্বাৎ বহুশোঽবকলিততত্তদ্গীতত্বাচ্চ তত্তৎ কৃতসঙ্গীত-শাস্ত্রাভিজ্ঞত্বাচ্চেতি ভাবঃ। নচাস্য গানস্য কোঽপ্যন্যঃ স্রষ্টা সম্ভবেদিত্যাহুঃ। তদুদিতং তস্মাৎ কৃষ্ণাদেব উদিতং আবির্ভূতং কৃষ্ণ এবাস্য স্রষ্টেতি গীতস্যানন্যবেদ্যত্বং ব্যঞ্জিতং অতএব ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরিব কৃষ্ণেন স্বসঙ্গীতশাস্ত্রমপি গ্রাহকাসম্ভবাদেব ন কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএবাত্যপূর্ব্বগীতরসাস্বাদবশান্মীলিতদৃশঃ। বিগতা অন্যস্য ব্রহ্মানন্দানুভবস্যাপি বাক্ পরস্পরকথনং যেষাং তে ইতি সম্প্রতি তমপি পরিত্যজ্য অমী কৃষ্ণানন্দমত্তা এবাভূবন্নিতি ভাবঃ ॥বি০১৪॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোবৎসেরাও বিষয়গ্রাহী, বিষয়রসই সেখানে উপাধি, তবে হ্যাঁ আত্মারাম মুনিগণ জ্ঞানে সকলভাব ত্যাগী-নির্বিকার, কৃষ্ণ ক্ষুভিত করতে পারে না—এরূপ বলতে পার না; কারণ তাদিগকেও স্বমাধুর্যে আকর্ষন করে সম্মোহিত করেন কৃষ্ণ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে প্রায় ইতি। **বত**—বিস্ময়ে। **অম্ব**—সখীর প্রতিও মা সম্বোধন ভাবাবিষ্ট স্ত্রীলোকদের স্বভাব—তাঁরা কথায় কথায় বলে উঠে মা-গো। বনের এই পাখীসকলই সেই মুনিসকলই হবে নিশ্চয়, এরূপ অর্থ। নয়ন নিমীলন করে মৌন হয়ে বনে বসে থাকাদি অসাধারণ ধর্ম দেখে তাই নিশ্চয় হয়। এরা বৃক্ষশাখায় চড়ে বেণুগীত শ্রবণ করে। **রুচির প্রবালান্**—সুন্দর পল্লবযুক্ত, বৃক্ষশাখাও বেণুগীত আনন্দ হেতু এবং মুনিজনের স্পর্শন-আনন্দ হেতু অঙ্কুরাদি বিকার প্রকাশ করা হেতু। **কলবেণুগীতং**—'কলয়তি' সমস্ত জগৎ ক্ষুভিত করে এই বেণুগান **কৃষ্ণেক্ষিতং**—এই বেণুগান শ্রবণকারী এই মুনিদের নয়ন মনে কৃষ্ণই দৃষ্ট হলেন কারণ এই মুনিগণ অতি প্রাচীন হওয়া হেতু এবং সেই সেই লোকে অবারিত গতি হওয়া হেতু বহুশো সেই সেই লোকের সংগ্রহ করা এবং সেই সেই কৃত সঙ্গীত-শাস্ত্র অভিজ্ঞ হওয়া হেতু তারা জানে এ আলাদা জাতের। এই নাচ গানের কোন্ অপর স্রষ্টা হওয়া সম্ভব? এই আশয়ে **তদুদিতং**—কৃষ্ণ থেকেই 'উদিত' আবির্ভূত, কৃষ্ণই এর স্রষ্টা—এইরূপে এই বেণুগীতের অনন্য বেদ্যত্ব ব্যঞ্জিত হল। অতএব ব্রহ্ম রুদ্রাদির মতো নিজস্ব সঙ্গীত শাস্ত্রও একটা করেন নি, এর গ্রাহক অসম্ভব, এরূপ বুঝতে হবে। অতএব যা এর পূর্বে কখনও হয় নি, তদ্রূপ গীতরস আস্বাদন-তন্ময়তায় **মীলিত দৃশো**—নিমীলিত চক্ষু এই পক্ষিরূপী মুনিগণ। **বিগত অন্যবাচঃ**—বিগত 'অন্যস্য' বিষয় কথা ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মানন্দ অনুভবেরও 'বাক্' পরস্পর কথন যাঁদের সেই মুনিগণ সম্প্রতি তাও পরিত্যাগ করত এই কৃষ্ণানন্দমত্তা হয়ে যায়-নি কি? এরূপ ভাব ॥ বি০ ১৪ ॥

১৫। নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারের্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ॥

১৫। অন্বয়ঃ তদা নদ্যঃ তৎ মুকুন্দগীতং উপধার্য্য (শ্রুত্বা) আবর্ত্ত লক্ষিত মনোভব ভগ্নাবেগাঃ (আবর্ত্তৈঃ লক্ষিতেন কামেন ভগ্নোবেগো যাসাং তাঃ) আলিঙ্গনস্থগিতং (আলিঙ্গনেন নিশ্চলীভূতং) ঊর্ম্মি-ভুজৈঃ (তরঙ্গরূপবাহুভিঃ) কমলোপহারাঃ মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি।

১৫। মূলানুবাদঃ শ্রীকালিন্দী মানসগঙ্গাদি নদী তাদৃশ পরমমোহন বেণুগীত নিজেনিজেই নিকটে এলে সাবধানে তা শ্রবণ করত জলঘূর্ণীতে চিহ্নিত কামে ভগ্নবেগ হয়ে পড়ায় স্বপতি সমুদ্র-গমন থেকে বিরত হয়ে তরঙ্গরূপ বাহুযুগল বিস্তার করে কুলস্থিত নিশ্চল মুরারির পাদযুগল ছুঁয়ে নিজ অঙ্গে ধারণ করল ও পদ্ম উপহার দিল।

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ এবং পূর্ব্ববদবহিথামপি কর্ত্তুমশক্নুবত্যঃ স্বরসানুরূপ-মেবানুবর্ণয়ন্ত্যো রাগোৎকট্যেন স্বং ভাবমচেতনেঽপ্যুপ্রেক্ষন্তে—নদ্য ইতি। শ্রীকালিন্দী-মানসগঙ্গাদ্যাস্তদা তৎ-ক্ষণ এব তত্তাদৃশপরমমোহনম্ উপধার্য্য স্বত এব নিকটায়াতং সাবধানং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। সর্ব্বানন্দশিরোমণিনা নিজসঙ্গমেন সর্ব্বদুঃখান্মুক্তিং দদাতীতি মুকুন্দস্তস্য গীতং পরমানন্দ-জনিতরাগম্. আবর্ত্তেত্যতিক্ষোভো দর্শিতঃ। ঊর্ম্মিভুজৈঃ কমলোপহারাঃ সত্যস্তৈরেবালিঙ্গনেন স্থগিতমাবৃতং যথা স্যাত্তথা, তৈরেব মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্ণন্তীত্যন্বয়ঃ। তত্র চায়ং ক্রমঃ—প্রথমং তাবদাবর্ত্তৈর্বিচ্ছিন্নানি কমলান্যুপহরন্তি, তৎপশ্চাৎ পাদ-যুগলং গৃহ্ণন্তি, তদনন্তরঞ্চ প্রবৃদ্ধতয়া বক্ষঃস্থলপর্য্যন্তমপি বেষ্টয়িত্বালিঙ্গয়ন্তীতি। এতদুক্তং ভবতি—'নদ্যো মোহনবেণুগীতং শ্রুত্বা সহজাং স্বপতিসমুদ্রাভিগমনত্বরাং বিসৃজ্য জাত্যৈব শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াণি, বিশেষতশ্চ শ্রীবৃন্দাবনজাতানি কমলান্যেবোপহারো যাসাং তথাভূতাঃ সত্য ঊর্ম্মিভিরেব দীর্ঘৈর্বাহুভির্ভুজৈর্মুরারেঃ পাদ-যুগলং গ্রহণালিঙ্গনাভ্যাং স্বস্মিন্ সুস্থিরীকুর্ব্বন্তীতি। তত্র মুরারেরিতি—বামনপুরাণোক্তস্য প্রাচীনস্য দৈত্য-বিশেষস্য মুরস্য হন্তা, নারায়ণেন সমোঽয়মিতি নাস্য ভজনে পাতিব্রত্যভ্রংশ ইতি ভাবয়ন্তীতি চ। অতস্তা এব পরমধন্যা, বয়ন্তু দুর্ভগা এব, যতো ন তদ্বেণুগীতশ্রবণং সিধ্যেৎ; ন চ স্বপতিগৃহকৃত্যপ্রবাহোপরমঃ, নাপ্যস্মাকং বহবো ভুজা দীর্ঘা বা, যৈস্তৎ পাদপদ্মমেকমপি সুস্থিরীকৃত্য স্তনাদিষু গাঢ়মালিঙ্গাম ইতি। ইদমত্র তত্ত্বম্—যদা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্তাদৃশং বেণুগানমাচরতি, তদা শুষ্কশাখাঙ্কুরশিলাদ্রবপ্রবাহস্তম্ভাদয়ো ভবন্তি। ততো জলস্তম্ভেন প্রবৃদ্ধজলা নদ্যস্তস্মিন্নুচ্চপ্রদেশেঽপি সকমলতরঙ্গাঃ সমাগত্য তৎপাদকমলং স্পৃশন্তি, তচ্চ দৃষ্ট্বা তাঃ সচেতনত্বেন প্রতিযন্তীতি॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ এবং পূর্বের মত ভাবগোপন করতে অসমর্থ স্ব-রসানুরূপ অনুবর্ণনকারী গোপীগণ রাগের তীব্রতা হেতু নিজের ভাব অচেতনেও আরোপ করতে লাগলেন—নদ্য ইতি। **নদ্যস্তদা**—শ্রীকালিন্দী-মানসগঙ্গাদি 'তদা' তৎক্ষণাৎই **তদুপধার্য**—'তৎ' তাদৃশ পরমমোহন নিজে নিজেই নিকটে আগত বেণুগীত সাবধানে শ্রবণ করত। **মুকুন্দগীতম্**—সর্বানন্দশিরোমণি কৃষ্ণ নিজ

সঙ্গের দ্বারা সর্বদুঃখ থেকে মুক্তি দান করেন, তাই তাঁর নাম মুকুন্দ—এই মুকুন্দের 'গীতং' পরমানন্দ জনিত রাগ—**আবর্ত**—আলোড়ন এই পদে অতি কাম-উৎবেগ দেখান হল। **ঊর্মি ভুজৈঃ ইত্যাদি**—শ্রীযমুনাদি তরঙ্গরূপ হস্তচয়ে কমলরূপ উপহার-নিচয় নিয়ে, সেই হস্তচয়ের আলিঙ্গনে **স্থগিতম্**—আচ্ছাদিত মুরারির পদযুগল ধারণ করে। এখানে ক্রমটি হল এইরূপ—প্রথমে তাবৎ আবর্তের দ্বারা বিচ্ছিন্ন কমলসকল উপহার দেয়, তৎপশ্চাৎ পাদযুগল ধারণ করে—তৎপর অতিশয়রূপে স্ফীত হয়ে বক্ষোস্থল পর্যন্তও বেষ্টন করত আলিঙ্গন করে। ইহা উক্তও আছে, যথা—'নদীসকল মোহন বেণুগীত শুনে সহজ স্বপতি সমুদ্রের অভিমুখে গমন-ত্বরা পরিত্যাগ করে জাতিগতভাবেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ও বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন জাত উপহার হাতে নিয়ে ঊর্মিরূপ দীর্ঘবাহু হস্তচয়ে পদযুগল গ্রহণ-আলিঙ্গন দ্বারা নিজেতে সুস্থির করে।' **মুরারি**—বামন পুরাণোক্ত প্রাচীন দৈত্য বিশেষ মুরের হন্তা. এ নারায়ণ সম, অতএব এঁর ভজনে পাতিব্রত্য ভ্রংশ হয় না, এইরূপ অন্যকে বোঝাচ্ছেন গোপীগণ. এখানে এই 'মুরারি' পদ ব্যবহার করে। অতএব এই যমুনাদি নদী সকল অতি ধন্যা, আমরা তো অতি দুর্ভাগা ; যেহেতু সেই বেণুগীত শ্রবণ সিদ্ধ হচ্ছে না। আমাদের স্বপতিগৃহকৃত্য প্রবাহেরও উপরম হচ্ছে না, আমাদের বহু বহু বাহুও নেই বা দীর্ঘ বাহুও নেই—যার দ্বারা তাঁর পাদপদ্ম একটিও সুস্থিরী করত স্তনাদিতে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করব। এখানে তত্ত্ব এইরূপ—যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাদৃশ বেণুগান লীলা করেন, তখন বৃক্ষের শুষ্ক শাখা অঙ্কুরিত হয়ে উঠে, শিলা দ্রবীভূত হয়, নদীর প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর জল স্তম্ভের দ্বারা অতি স্ফীত জলা-নদী সকল বেণুগীতের সেই উচ্চ প্রদেশেও সকমল-তরঙ্গা হয়ে কৃষ্ণের নিকটে এসে তাঁর পদকমল স্পর্শ করে। এইসব দেখে গোপীগণ সচেতন রূপে তাদের অনুসরণ করে॥ জী॰ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ, কৃষ্ণস্য সর্ব্বমোহনত্বেঽপি নারীজাতিমাত্রমোহনত্বমত্যধিকমিত্যাহুঃ,—নদ্য ইতি। আবর্ত্তৈঃ পরিভ্রমৈর্লক্ষিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্নো বেগো যাসাং তাঃ। অতএব ধৈর্য্যলজ্জাদ্যপগমাৎ সমুদ্রং স্বপতিং প্রত্যাগমনাৎ জলাতিবৃদ্ধ্যা ঊর্ম্ময় এব ভুজাস্তৈর্যদালিঙ্গনং তেন স্থগিতং সংবৃতং নিশ্চলীভূতং কুলস্থিতস্য মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি স্বাঙ্গেষু ধারয়ন্তি কমলং পদ্মমুপহরন্ত্যঃ। যদ্বা, সুশীতলং সুগন্ধং জলং "সলিলং কমলং জল" মিত্যমরঃ। স্বীয় জলেন ক্ষালনার্থং পাদ্যোপহারং প্রদদত্য ইবেত্যর্থঃ। কিম্বা, কমলা স্বসর্ব্বসম্পত্তিস্তামর্পয়ন্ত্যঃ স্বরমণং প্রীণয়িতুমিতি ভাবঃ। তাসাং পতিঃ সমুদ্রোঽপি তা নৈব দ্বেষ্টি যথাস্মৎপতয়োঽস্মানিত্যহো বয়মেবাধন্যা ইতি ভাবঃ॥ বি॰ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও কৃষ্ণ সর্বমোহন হলেও নারীজাতিমাত্র-মোহনতা অত্যধিক—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—নদ্য ইতি। জলঘূর্ণীদ্বারা লক্ষিত **মনোভবেন**—কামে ভগ্নবেগ যাদের সেই নদীসকল। অতএব ধৈর্য লজ্জাদি দূরে যাওয়া হেতু স্বপতি সমুদ্রের প্রতি গমন থেকে বিরত হয়ে জলাতিবৃদ্ধি দ্বারা সৃজিত তরঙ্গরূপ বাহুযুগল দ্বারা যখন **আলিঙ্গনং**—নিজ গীতে তন্ময় হয়ে নিশ্চলীভূত ও কুলস্থিত মুরারির পাদযুগল গ্রহণ করে নিজ অঙ্গে ধারণ করল, পদ্ম উপহার দিল। অথবা সুশীতল সুগন্ধ জল উপহার দিল—[সলিল, কমল, জল-অমর]। স্বীয় জলের দ্বারা পাদক্ষালনার্থ—যেন পাদ্য উপহার দেওয়া হল,

১৬। দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্॥

১৬। অন্বয়ঃ অম্বুদঃ (মেঘঃ) রামগোপৈঃ সহ আতপে ব্রজপশূন্ সঞ্চারয়ন্তম্ অনুবেণুং (অনুক্ষণং বংশীং) উদীরয়ন্তং (বাদয়ন্তং) [শ্রীকৃষ্ণং] দৃষ্ট্বা প্রেমপ্রবৃদ্ধঃ উদিতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্যোপরি উদিতঃ) কুসুমাবলীভিঃ (কুসুমতুল্যৈর্হিমৈঃ) স্ববপুষা (নিজশরীরেণ) সখ্যুঃ (সুহৃত্তুল্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) আতপত্রং (ছত্রং) ব্যধাৎ।

১৬। মূলানুবাদঃ আকাশের মেঘ তাপাধিক্যের মধ্যেই কৃষ্ণকে বলরাম ও গোপবালকদের সহ ব্রজের গোমহিষাদি চারণায়রত ও পিছে পিছে মেঘ আকর্ষণের জন্য উচ্চশব্দে বেণুবাদনে তৎপর দেখে তাঁর অনুরাগে জলবিন্দুর সহিত উদিত হয়ে উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়িল—নিজ সজলদেহের দ্বারা সখা কৃষ্ণের উপর ছত্র রচনা করল।

এরূপ অর্থ কিম্বা **কমলা**—নিজ সর্ব্বসম্পত্তি উপহার দিল নিজ রমণ কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য এরূপ ভাব। তাদের পতি সমুদ্রও তাদের দ্বেষ করল না যেমন আমাদের পতি আমাদের করে—অহো আমরা অধন্যা, এরূপ ভাব॥ বি০ ১৫॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথ দৃষ্ট্বা ইত্যাদিদ্বয়েন পূর্ব্ববদবহিত্থা, তদশক্তিভ্যাং গোষ্ঠ্যন্তরং তত্র পূর্ব্ববদচেতনে ভাবং কল্পয়ন্ত্যোঽপিসখ্যময়রসবর্ণনয়া নিজরসমাচ্ছাদয়ন্ত্য ইবাহুঃ—দৃষ্ট্বেতি। বিদ্যুন্ময়চক্ষুষেতি শেষঃ। আতপ ইতি তাপাধিক্যম্, ব্রজপশূনিতি তদ্বাহুল্যাৎ তৃণবাহুল্যাপেক্ষয়াবশ্যং তত্র স্থিতিঃ সহেতি বহুলচ্ছায়াপেক্ষয়া অনু পশ্চাৎ মেঘাকর্ষণার্থ মুচ্চৈরীরয়ন্তম্, তত এব প্রেম প্রেমাণং ব্যাপ্য উদিতঃ প্রবৃদ্ধশ্চ, উৎফুল্লতনুত্বাৎ। কুসুমং মেঘপুষ্পং জলং, 'মেঘপুষ্পং ঘনরসঃ' ইত্যভিধানাৎ; তস্যাবলীভির্বিন্দুনিকরৈঃ সহিতেনেত্যর্থঃ; সখ্যুরিতি—বর্ণাদিসাম্যাৎ স্বস্য বপুষা সজলদেহেনৈব অম্বুদেত্যুক্তেঃ স্ববপুরেব ছত্রং কৃতবানিত্যর্থঃ। ছত্রমপি কুসুমাবলীযুক্তং ভবত্যেব। এবং সখ্যেন নিজং দেহং ধনঞ্চার্পিতবান্। অতোঽসৌ পরমধন্যঃ, অস্মাকঞ্চ তদানীং তদ্দর্শনস্যাপ্যসম্পত্তেঃ ভাগ্যহীনতয়ৈবেতি ভাবঃ। অত্র চেদং তত্ত্বম্—যদা তপে গাশ্চারয়ন্তঃ সখায়ঃ খিন্না ভবন্তি, গাবশ্চ বিক্ষিপ্তগতয়ো ভবন্তি, তদা তাসাং মেঘানাং চাকর্ষণায় তত্তন্নাম্না মল্লাররাগং বাদয়তি। ততস্তাদৃশ-লীলাস্ফূর্ত্ত্যা কাশ্চিদে মুৎপ্রেক্ষন্ত ইতি॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর 'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ববৎ ভাবগোপন—পূর্বের দুইটি শ্লোকে ভাবগোপনে অসমর্থতা হেতু গোষ্ঠের বাইরে পূর্ববৎ অচেতন বস্তুতে ভাব কল্পনা করেও সখ্যময়রস বর্ণনা দ্বারা যেন নিজ রস আচ্ছাদন করত বলছেন, **দৃষ্ট্বা ইতি**—আকাশের মেঘ রাম কৃষ্ণাদি গোপবালকদের রোদের মধ্যে গোচারণ করতে 'দৃষ্ট্বা' তার বিদ্যুৎময় চক্ষু দ্বারা দেখে—আতপ-এই পদে তাপাধিক্য বুঝানো হল—এই তাপাধিক্যের মধ্যেই **ব্রজপশূন্ ইতি**—বলদেবাদির সহিত ব্রজের গোমহিষাদির চারণায় ও বংশীবাদনে রত কৃষ্ণকে দেখে। গো-মহিষাদির বাহুল্য হেতু তৃণ বাহুল্য অনু-

রোধে বাধ্য হয়ে অবস্থিত হল সেখানে **সহ ইতি**—বলদেব এবং গোপগণের সহিত। বহুল ছায়ার অনুরোধে **অনুবেণুমুদীরয়ন্তম্**—'অনু' পিছে পিছে মেঘ আকর্ষণের জন্য উচ্চ শব্দে বেণু বাদনে রত কৃষ্ণকে (দেখে)। অতঃপরই **প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ**—কৃষ্ণ অনুরাগে মেঘ উদিত হল ও উচ্ছলিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল—উৎফুল্ল তনুতা হেতু। **কুসুমবলীভিঃ**—'কুসুম' মেঘরূপ পুষ্প অর্থাৎ জল [মেঘপুষ্প মেঘের জল-অভিধান] এইজলের 'বলীভিঃ' বিন্দুচয়ের সহিত (উদিত হল)। **সখ্যুঃ ইতি**—সখা কৃষ্ণের —সখা বলার কারণ বর্ণের সাম্যতা, দুই-ই শ্যামবর্ণ। **স্ববপুষাম্বুদ**—নিজ বপু দ্বারা অর্থাৎ নিজ সজল দেহের দ্বারা (ছত্র রচনা করছে,)—'অম্বুদ' জলদান করে, এইরূপ উক্তি থাকা হেতু সজল দেহ বলা হল। **আতপত্রং**—নিজ বপুকে ছত্র করল। সেই ছত্রও জলবিন্দু যুক্তই হল। এইরূপে সখ্যভাবে নিজ দেহ ও ধন অর্পিত হল কৃষ্ণের সেবায়। অতএব এরা পরম ধন্য। আমাদের তো তদানীং সেই কৃষ্ণের দর্শনেরও অভাব এই হেতু আমরা তো ভাগ্যহীনতায় অধন্যাই, এরূপ ভাব। আরও এখানে ইহাই তত্ত্ব—যখন প্রখর রোদে সখাগণ গোচারণ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং গোগণ এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করতে থাকে তখন গোপীদের এবং মেঘপুঞ্জের আকর্ষণের জন্য সেই সেই নাম ধরে মল্লার রাগ বাজাতে থাকেন। সুতরাং তাদৃশ লীলা স্ফূর্তিতে কোনও কোনও গোপী এইরূপ উৎপ্রেক্ষা (প্রাকৃত বস্তুতে অপ্রাকৃতের আরোপ) করলেন॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ হন্ত হন্ত সখ্যভাববন্তোঽপ্যাত্মানং কৃতার্থয়ন্তীত্যাহুঃ,—দৃষ্টেতি। প্রেম্নৈব প্রবৃদ্ধঃ যাবত্যা স্ববৃদ্ধ্যা গো-গোপালসহিতস্য আতপনিবারণং ভবেত্তাবতীং বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। কুসুমাবলীভিরিতি "মেঘপুষ্পং ঘনরসম্" ইত্যভিধানাৎ। জলকণাবলীভিঃ সহ স্ববপুষা সখ্যুঃ কৃষ্ণস্যেতি রসবৃষ্ট্যা সন্তাপহারিত্বেন সবর্ণত্বেন স্বীয়বিদ্যুদ্গর্জ্জনাভ্যাং পীতবস্ত্রবেণুনাদয়োঃ সাম্যং দৃষ্ট্বাচ সখিভাবমভিমন্যমানঃ আতপত্রং তুষারবর্ষিচ্ছত্রং ব্যধাদিত্যাকাশস্থো মেঘোঽপি তং সুখয়তি, কেবলং বয়মেব তং সুখয়িতুং ন প্রাপ্নুম ইতি ধিগস্মানিতি ভাবঃ॥ বি০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হায় হায় সখ্যভাববানেরাও নিজেদের কৃতার্থ করে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দৃষ্টেতি। **প্রেমপ্রবৃদ্ধ**—প্রেমের দ্বারা প্রবৃদ্ধ, যতটা পর্যন্ত নিজ বৃদ্ধি দ্বারা গো-গোপাল সহিত রামকৃষ্ণের উপর সূর্য তেজ-নিবারণ হয় ততটা পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত, এরূপ অর্থ। **কুসুমাবলিভিঃ**—[মেঘ পুষ্প ঘন রস এক অর্থ] জলকণাবলী সহ নিজ বপুদ্বারা সখা কৃষ্ণের (ছত্র তৈরী করল)। —(সখ্যতায় তুল্যতা) রসবৃষ্টি দ্বারা সন্তাপহারিতাতে, একই শ্যাম বর্ণতায়, নিজ বিদ্যুৎ গর্জনে পীতবস্ত্রতায় ও বেণুনাদে সাম্য দেখে সখ্যভাব-অভিমানকারী মেঘ **আতপত্রং**—তুষার-বর্ষি ছত্র রচনা করল, এই রূপে আকাশস্থ মেঘও কৃষ্ণকে সুখ দান করে, কেবল আমরাই তাকে সুখ দিতে পারলাম না, এইরূপে আমাদিকে ধিক্, ইতি ভাব॥ বি০ ১৬॥

১৭। পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্॥

১৭। অন্বয়ঃ দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন (প্রেয়স্যাঃ স্তনাভ্যামনুলিপ্তেন) উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন (শ্রীকৃষ্ণস্য চরণকমলোঃ রাগেনশ্রীঃ যস্য তেনকুঙ্কুমেন) তৃণরূষিতেন (তৃণেষুলিপ্তেন) আননকুচেষু (মুখেষু স্তনেষু চ) লিম্পন্ত্যঃ তদ্দর্শনস্মররুজঃ (তথাবিধকুঙ্কুমদর্শনেন কামহতাঃ) পুলিন্দঃ তথাবিধং (কন্দর্পপীড়াং) জহুঃ (অতস্তাঃ) পূর্ণাঃ।

১৭। মূলানুবাদঃ শবররমণীগণই পূর্ণা। কারণ দয়িত রাধার স্তন-সম্বন্ধী শ্রীকুঙ্কুম কৃষ্ণপাদাব্জের রক্তচন্দন লেগে বিশেষ কান্তি ও শোভা ধারণ করেছে। দয়িতা সম্ভোগের পর বিহারকালে ইহা তৃণে লিপ্ত হয়ে অপূর্ব শোভা সৌরভ বিস্তার করছে—এর লোভে আকৃষ্ট হয়ে এসে শবররমণীগণ তা তাদের মুখে ও কুচে লেপন করে তাদের কন্দর্পপীড়া ত্যাগ করল।

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ অথ নিজভাব প্রকটনময়েন পদ্যেন নিজরসবর্ণনম্; সঙ্গতিস্ত্বেবম্—আস্তাং তাবৎ তৎসখস্য মেঘস্য ভাগ্যম্, অন্ত্যজ-স্ত্রীণামপি কিং বর্ণ্যমিত্যাহুঃ—পূর্ণা ইতি; তত্র পূর্ণা ইত্যনেনাহো বয়মপি যথাকথঞ্চিত্তৎসম্বন্ধেন তথা ভবিতুং পারয়ামঃ, কিন্তু নাস্তি তাদৃগ্ভাগ্যমিতি 'পুলিন্দ্যঃ' ইত্যনেন তাদৃশীভ্যোঽপি শোচ্যা বয়মিতি। উরুনা বেণুনা গায়তীত্যুরুগায় ইত্যনেন নিজাধৈর্য্যে তৎকর্ত্তৃক কারণবিশেষোঽপ্যস্তীতি পদাব্জয়ো রাগরূপং যৎ, তত এব হেতোরস্মাদৃশৈকগম্য-কান্ত্যামোদাদি-শ্রীবিশেষযুক্তঞ্চ,যত্তেন কুঙ্কুমেন ইত্যনেন তাদৃশপাদাব্জস্পর্শনায় মনঃ স্পৃহয়তীতি। দয়িতা—তাদৃশনাগরস্য তাদৃশীং বিনা স্থিতেরসম্ভবাৎ, যা কাচিৎ প্রেয়সী নিগূঢ়ং বিভ্রতে, তস্যাঃ স্তনাভ্যাং মণ্ডিত শোভাবিশেষ-মানীতচরং যত্তেনেত্যনেন তস্যাস্তু তত্তদ্বিলাসাত্মকং তাদৃশং ভাগ্যমস্মাকমতিদূরাদ্দূরতরমেবেতি। তদ্দর্শনে-ত্যনেন তৎসম্বন্ধিনোঽপি ঝটিতি তল্লীলানুসন্ধাপনেন স্বভাবেনৈব বা তাদৃশমোহনত্বং, কিং পুনস্তস্যেতি। তৃণেত্যনেন তাদৃশজন্মাপ্যস্মাকং ভবত্বিতি লিম্পন্ত্য ইত্যাদিনা। অহো হর্ষভরস্ত্বাসামিতি চ বোধয়ন্তি। প্রথমং তাদৃশলোভন স্বভাবাকৃষ্টতয়া ঘ্রাণদর্শনার্থং মুখসন্নিহিতং নীতং, ততস্তত্র লিম্পন্ত্যঃ পশ্চাৎ স্মরবেগেন কুচেষু লিম্পন্ত্য ইত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গি-বস্তুদর্শনেন তদ্বস্তুমাত্রস্যাপি প্রসঙ্গো ভবত্বিতি জাতস্মরাধিস্তৎপ্রাপ্ত্যা তদংশেন শান্তো ভবত্যেব ততস্তাসামভবদস্মাকন্তু ন তদংশেনাপীত্যর্থঃ। ততস্তা অপ্যস্মদপেক্ষয়া পূর্ণা ইত্যহো দুর্ভাগ্যমিতি ভাবঃ। অত্রৈতদুক্তং ভবতি—তদিদং তাসামখিলং বচনং ভাবামাত্রাবগতমপি যথাবদেব, তাদৃশগাঢ়ভাবস্য দূরতোঽপি স্ববিষয়সাক্ষাৎকারহেতুত্বাৎ। 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা' (শ্রীভা ৫।১৮।১২) ইত্যাদিভ্যঃ। অতস্তদেতদনুবদিষ্যতে পট্টমহিষীভিরপি—'কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ। কুচ-কুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥ ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ' (শ্রীভা০ ১০।৮৩।৪২-৪৩) ইতি। তত্র সত্যুরুগায়পাদাব্জরাগেত্যনেন সহ দয়িতাস্তনমণ্ডিতেনেত্যুক্ত্যা তৎকুঙ্কুমং দয়িতাস্তনতস্তস্য পাদ-লগ্নমিতি গম্যতে। সা চ দয়িতা শ্রীপদেনানূদিতা, তদিদং বর্ণয়ন্তীষু তাস্বপি বিশিষ্টা। 'রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু

রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি মাৎস্যাদিপ্রসিদ্ধ্যা শ্রীরাধৈব লভ্যতে। 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' (৫।৬৭) ইতি ব্রহ্মসংহিতা-দর্শনাদ্ব্রজদেবীমাত্রাণাং শ্রীত্বে প্রাপ্তেঽপি ; 'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥' ইতি বৃহদ্গৌতমীয়ে তু তদাধিক্যং দৃশ্যতে। অন্যস্যাঃ শ্রিয়ঃ 'কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে' (শ্রীভা ১০।১৬। ৬) ইত্যাদৌ নিরস্তত্বাৎ। রুক্মিণ্যাশ্চ তদানীমসম্বন্ধাদিতি সঙ্গমশ্চায়ং দিবস এব ইতি সম্ভাব্যতে, তত্রৈব পুলিন্দীনাং ভ্রমনাৎ, কুঙ্কুমানাং লেপনকর্ম্মণার্দ্রত্বাবগমাচ্চ ; দ্বয়োঃ সম্বন্ধশ্চায়ং ন সম্ভোগবিশেষরূপঃ। রাসপ্রসঙ্গে—'ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।১) ইতি তত্রৈব নবসঙ্গমস্য প্রতীয়মানত্বাৎ ; অন্যথা তৎপরীক্ষার্থং পুনস্তেনোপেক্ষাবচনস্যাসঙ্গতত্ব-প্রতীতেঃ। তদিদং বেণুপ্রকরণে ভণিতত্বাৎ বেণুসম্বন্ধেনৈবেতি গম্যতে, উরুগায়েত্যনেন এষ বেণুসম্বন্ধ এব হি সূচিতঃ। তস্মাৎ কদাচিৎ বেণুকৃতাকর্ষায়াস্তস্যা লব্ধমূর্চ্ছায়া মূর্চ্ছাশান্তয়ে সকুঙ্কুমে স্বিন্নে বক্ষসি সম্ভ্রমতঃ কেবলেন চরণসঞ্জীবনী-পল্লবেন স্পৃশন্নেবাদ্যাপি। সম্যক্ সঙ্কোচানপগমাদ্দ্রুতমেব স তস্মান্নিশ্চক্রামেতি লভ্যতে। 'কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য' ইত্যুক্তত্বাৎ,যাস্তু তদন্যাঃ তাসামেব 'পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ' ইত্যাদি-বচনম্। তাসাঞ্চ প্রায়ো জাতপূর্ব্বানুরাগাণামীর্ষ্যানবসরত্বাদন্যসঙ্গম স্ফুরণেঽপি রাগ এব দ্বিগুণিতঃ। 'যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া, দত্তক্ষণম্' (শ্রীভা ২০।২৯।৩৬) ইত্যাদ্যুক্তিস্তু কুমারীণাং স্বস্মিংস্তৎ স্বীকৃতত্বমেব হ্যত্র তৎস্পর্শনতয়াতিদিষ্টম্। অভিরমিতা আনন্দিতা ইত্যর্থঃ॥ জী০ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অতঃপর নিজভাব প্রকটনময় পদ্যে গোপীদের নিজরস (মধুররস) বর্ণন হচ্ছে। এখানে সঙ্গতি এরূপ—কৃষ্ণসখা মেঘের তাবৎ ভাগ্যের কথা থাকুক, নীচ জাতি স্ত্রীদের ভাগ্যের কথাই বা কি বলব, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—পূর্ণা ইতি। **পূর্ণা**—কৃতার্থ, এখানে এই পদের ধ্বনি—অহো আমরাও যথা কথঞ্চিৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধে তথা কৃতার্থ হতে পারি, কিন্তু তাদৃশ ভাগ্য নেই—এই আশয়ে বলা হচ্ছে **পুলিন্দ্যঃ ইতি**—নীচ জাতি হাড়ি ডোমদের থেকেও শোচ্য আমরা। **উরুগায়**—উচ্চরবে বেণুতে গায়, তাই কৃষ্ণকে 'উরুগায়' বলা হল এখানে—উচ্চ বেণুগানে ব্রজরমণীদের নিজেদের অধৈর্যে কৃষ্ণ কর্তৃক কারণ বিশেষের আধানও আছে, এরূপ বুঝা যাচ্ছে, এই কারণটি হল **পাদাব্জরাগ**—তাঁর পদকমলের রঞ্জনদ্রব্য, আরও তার থেকেও বিশেষ কারণ আমাদের মতো জনের অগম্য কান্তি-সৌরভ-শোভা বিশেষযুক্ত কুঙ্কুম—তাই তাদৃশ পদকমল স্পর্শনের জন্য আমাদের মনে স্পৃহা জাগছে। **দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন**—তাদৃশ নাগরের তাদৃশী 'দয়িতা' প্রেয়সী বিনা স্থিতি অসম্ভব হেতু, নিগূঢ়ভাবে একজন প্রেয়সীর বিদ্যমানতা বুঝা যাচ্ছে—তাঁর স্তনযুগল থেকে 'মণ্ডিতং' শোভাবিশেষ আনিতচর যে কুঙ্কুম—এই কুঙ্কুম হেতু সেই প্রেয়সীর সেই সেই বিলাসাত্মক তাদৃশ ভাগ্য আমাদের দূর থেকেও অতি দূর। **তদ্দর্শনস্মর**—এ কুঙ্কুম দর্শনে কামহতা হয়ে পরল শবররমণীগণ, কৃষ্ণ সম্বন্ধী যে কোনও জনের ঝটিতি সেই লীলা অনুসন্ধাপন স্বভাবেই-বা তাদৃশ মোহ এসে থাকে, সেই রমণীগণের কথা আর বলবার কি আছে **তৃণরুষিতেন ইত্যাদি**—তৃণে লিপ্ত কুঙ্কুম এই বাক্যে গোপীদের চিত্তের এক অভিলাষ প্রকাশ পাচ্ছে, যথা অহো আমাদের এরূপ তৃণজন্ম হোক। **লিম্পন্ত্য ইত্যাদি**—'মুখে কুচে

মাখল' ইত্যাদি কথায় অহো শবররমণীদের কি হর্ষভর, এরূপ বুঝানো হল। প্রথমে ঐ কুঙ্কুমের তাদৃশ লোভন-স্বভাব আকৃষ্টতা হেতু উহা তৃণ থেকে উঠিয়ে নিয়ে ঘ্রাণ নেওয়া ও দর্শনের জন্য মুখের কাছে নীত হল, অতঃপর সেখানে মাখল, পশ্চাৎ কামবেগে কুচে মাখল, এরূপ অর্থ। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গি বস্তু-দর্শনের দ্বারা সেই বস্তুমাত্রেরও প্রসঙ্গ হোক—জাত-কাম-ব্যধিগ্রস্ত জন সেই প্রসঙ্গ প্রাপ্তি হেতু সেই অংশে শান্ত হয়ে থাকে—সুতরাং শবররমণীদের শান্তি আংশিক মাত্রে হয়, আমাদের তো সেই অংশ মাত্রেও হয় না, এরূপ অর্থ। সুতরাং এই শবররমণীগণও আমাদের থেকে পূর্ণা—তাই বলছি, অহো আমাদের কি দুর্ভাগ্য, এরূপ ভাব। গোপীদের উপরুক্ত উক্তির বিষয়ে এরূপ বলা হয়—এই গোপীদের অখিল বচন ভাবমাত্র বলে জানলেও উহা ঘটনার অবিকল বর্ণনই, কারণ তাদৃশগাঢ়ভাব দূর থেকেও স্ববিষয় সাক্ষাৎকার করানোর হেতু হয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রমাণ,—"ভগবান মুকুন্দে যাঁর অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তাতে সর্ব ধর্মজ্ঞান বৈরাগ্যাদির সহিত সকল দেবতা এসে বাস করে।"—ভা০ ৫।১৮।১২॥ অতএব দ্বারকার রুক্মিনী আদি পট্ট মহিষীগণও এ শবর রমণীদের কথা বলেছেন—"শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুম গন্ধযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপদরজ ধারণই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা, যা বাঞ্ছা করেছেন ব্রজস্ত্রীগণ, গোপগণ এমনকি ব্রজের পুলিন্দ রমণীগণও ব্রজের তৃণলতা থেকে আহরণের।"—(শ্রীভা০ ১০।৮৩।৪২-৪৩)। এই শ্লোকে 'উরুগায়-পদাব্জরাগ' পদের সহিত 'দয়িতাস্তন মণ্ডিত' পদের উক্তি হেতু এ শ্লোকের কুঙ্কুম পদটি কোনও প্রেয়সীর স্তন থেকেই যে পদকমলে লেগেছে, তা বুঝা যাচ্ছে, কারণ পায় কেউ কুঙ্কুম লাগায় না, বক্ষেই লাগায়। সেই দয়িতার নাম অনুক্ত থেকে গেলেও বর্ণনাকারিণী গোপীদের মধ্যে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা 'শ্রী' পদে বুঝা যাচ্ছে।—"দ্বারাবতীতে রুক্মিনী সর্বশ্রেষ্ঠা আর বৃন্দাবনে বনে শ্রীরাধা সর্বশ্রেষ্ঠা।"—মৎস্যাদি পুরাণে এরূপ প্রসিদ্ধি থাকা হেতু এখানে 'শ্রী'পদে রাধাকেই পাওয়া যাচ্ছে। "শ্রীবৃন্দাবনে লক্ষ্মী ব্রজসুন্দরীগণই কান্তা,আর সৌন্দর্য মাধুর্যের নিকেতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দই কান্ত।"—(ব্রহ্মসংহিতা ৫৫)। এই শ্লোকানুসারে ব্রজদেবী মাত্রই লক্ষ্মী হলেও —"পরদেবতা রাধিকাদেবী 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী', সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, কৃষ্ণ সম্মোহিনী ও পরাশক্তি"—এইরূপে বৃহৎ গৌতমীয় অনুসারে শ্রীরাধার আধিক্য দেখা যায়—"হে নন্দপুত্র! নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মী বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করে তোমার চরণ প্রাপ্তির ইচ্ছায় তপস্যা করেছিলেন কিন্তু পান নি।" —(ভা০ ১০।১৬.৩)। 'শ্রীয়ঃ কান্তাঃ' বাক্যের 'শ্রী' লক্ষ্মী একমাত্র মহালক্ষ্মী রাধাই—অন্যের কথা নিরস্ত হল উপরে ধৃত ১০।১৬।৩ শ্লোকানুসারে। কারণ এই বৃন্দাবন লীলায় এই সময়ে রুক্মিনীর সঙ্গেও সম্বন্ধ হয় নি। শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণের যে এই সঙ্গম, যার থেকে কৃষ্ণপদে রাধাবক্ষের কুঙ্কুম দাগ লাগল, তা দিবসে হওয়াই সম্ভব। আর যেখানে এই সঙ্গম হয়েছিল সেখানেই শবররমণীগণের ভ্রমণ হেতু ঘাসে লাগা কুম্‌কুমপ্রাপ্তি, আরও কুম্‌কুম বক্ষে মাখার দ্রব্য, তাই উহা আদ্র হওয়া হেতু ঘাসে লিপ্ত হয়ে ছিল। রাধাকৃষ্ণের এই সম্বন্ধ, ইহা সম্ভোগ বিশেষরূপ নয়—কারণ বস্ত্রহরণ কালে গোপীদের কথা দিয়েছিলেন, তোমাদের সহিত আমার সম্ভোগলীলা আগামী রাত্রি সমূহে হবে—তাই (শ্রীভা০ ১০।২৯।৯) রাসের প্রথম শ্লোকের "সম্প্রতি শরৎকালীন প্রস্ফুটিত মল্লিকা বিভূষিত রজনী উপস্থিত দেখে বিহার করতে ইচ্ছা করলেন।"—এটাই সেই

আগামী রাত্রি সমূহের প্রথম রাত্রির নবসঙ্গম বলে প্রতীয়মান হচ্ছে ; কারণ অন্যথা গোপীদের পরীক্ষার জন্য পুনরায় কৃষ্ণের দ্বারা উপেক্ষাবচন প্রয়োগ অসঙ্গত হয়ে পড়ে। পরীক্ষাতো প্রথম বারেই হয়। এই শ্লোক বেণুপ্রকরণে বলা হেতু বেণুসম্বন্ধেই এ কুম্‌কুমের ব্যাপারটা ঘটেছে, এরূপ বুঝতে হবে। 'উরুগায়'—এই উচ্চগীত বেণু সম্বন্ধেই সূচিত হচ্ছে। তাই বুঝা যায় কদাচিৎ বেণু কর্তৃক আকৃষ্টা, লব্ধমূর্চ্ছা শ্রীরাধার মূর্চ্ছাশান্তি দানের জন্য কুম্‌কুম-লেপিত বক্ষে কৃষ্ণ সম্ভ্রমের সহিত কেবল চরণ-সঞ্জীবনী-পল্লবের দ্বারা স্পর্শ মাত্র করলেন, যা আজও চলছে। জড়সর ভাব সম্যক্‌ভাবে চলে গেলে কৃষ্ণ চট্‌করে সেখান থেকে বেড়িয়ে চলে গেলেন, এরূপ বুঝা যাচ্ছে। কেউ কেউ কৃষ্ণের এই কীর্তি অনুভবে জেনেছিলেন, সেই তারাই হলেন অন্য গোপী রাধার গণ যাদের 'পুর্ণাঃ পুলিন্দ্য' ইত্যাদি বচন। জাতপূর্বানুরাগ এই গোপীগণের প্রায় ঈর্ষার অবসর হয় না, তাই অন্যসঙ্গম স্ফুরণেও রাগ আরও দিগুণিত হয়েই উঠে। শ্রীভাগবতের শ্লোক থেকে এরূপই জানা যায়, যথা—"হে কমললোচন তোমার যে পদতল লক্ষ্মীদেবীর উৎসব প্রদান করে থাকে, তা আমরা সাক্ষাৎ স্পর্শ করেছি"—(শ্রীভা০ ১০।৩৯।৩৬), ইত্যাদি উক্তি কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি ব্রজকুমারীদের—লক্ষ্মীদেবীকে স্বীকার করলেও, এই কৃষ্ণের এই স্পর্শন—তাঁদের অতি ভাগ্য, তারা 'অভিরমিতা' আনন্দিতা॥ জী০ ১৭॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ইদানীং সৌন্দর্য্যাদি বেণুগানাদিরূপ গুণাবপ্যনপেক্ষমাণং কিঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেণৈব তন্মোহনত্বং প্রতিপাদয়ন্ত্যঃ প্রেম্নঃ সপ্তম্যা ভূমিকায়া মহাভাবস্য মাদনাখ্যং মহাসারং ভাবমভিব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ শ্রীবৃষভানুকুমারীচরণপঙ্কজদ্যুতয় আহুঃ,—পূর্ণা ইতি। পুলিন্দ্যঃ সবরাঙ্গনা এব পূর্ণা বয়ন্তুপূর্ণা এবেত্যতস্তদীয়ং তপোজিজ্ঞাসমানাশ্চিকীর্ষাম ইত্যনুরাগোদ্ধনিতঃ। নন্বু, কেন পূর্ণাস্তত্রাহুঃ—উরুগায়পদাব্জস্য রাগোরঞ্জনং যত্র তেন শ্রীকুম্‌কুমেন। নন্বু, তৎ পদাব্জগতং তৎকুম্‌কুমং কুতস্ত্যং তাবত্তত্রাহুঃ। দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন দয়িতাসম্ভোগাত্তদীয়স্তনসম্বন্ধীতি ভাবঃ। অতস্তদীয়পরমসৌভাগ্যস্য স্তুতাবভিলাষে চ সাহসং কর্ত্তুমশক্নুবতীভিরস্মাভিঃ পুলিন্দ্য এব স্তুবন্তু ইতি ভাবঃ। যদ্যপ্যত্র দয়িতা সৈব স্বয়ং শ্রীবৃষভানুকুমার্য্যেব তদপ্যনুরাগাধিক্যেনৈব তদমাননম্। নন্বু, তেন পুলিন্দীনাং তাসাং কিং তত্রাহুঃ। তৃণে রূষিতেন লগ্নেন। দয়িতাসম্ভোগানন্তরং কৃষ্ণস্য বনবিহারাদিতি ভাবঃ। নন্বু, ততোঽপি কিং তত্রাহুঃ, তস্য তৃণলগ্নকুম্‌কুমস্য দর্শনেন স্মরুরুক্ কন্দর্পপীড়া যাসাং তাঃ। ন জানীমহে কৃষ্ণদর্শনে তাসাং কিমভবিষ্যদিতি ভাবঃ। ততশ্চ কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ্য জিঘৃক্ষয়া আননেষু তৎকৃতসম্ভোগলিপ্সয়া কুচেষু চ লিম্পন্ত্যঃ সত্যঃ কৃষ্ণসংভুক্তস্মন্যাস্তদাধিং কন্দর্পপীড়াং জহুঃ। অহো! তৎকুম্‌কুমস্যাপ্যয়ং কোঽপি শক্তিবিশেষ ইতি ভাবঃ। বয়ন্তু তচ্চাপি জন্মমধ্যেঽপি সকৃদপি ন প্রাপ্নুম ইতি ভাবঃ। পঠ্যমিদং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ মাদনমধিকৃত্য সদা ভোগেঽপি তদগন্ধমাত্রাধারস্তুর্যথা ইত্যত্রোদাহৃতম্। সদা ভোগেঽপীতি মাদনস্য ভাবসমষ্টিত্বাৎ সর্ব্বে সম্ভোগাঃ সর্ব্বে বিহারাশ্চ মাদনে বর্ত্তন্ত এব অত্র বিহারেঽপি সম্ভোগস্তদানীং সহসৈব কৃষ্ণাবির্ভাবাৎ তেন সহ জ্ঞেয়ঃ। অতএবাত্র প্রক্রমে "বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে" ইত্যত্র সহসৈবাবির্ভূতং কৃষ্ণমালিঙ্গিতবত্য ইত্যপ্যর্থমাহুঃ। 'সর্ব্বভাবোদ্গ-

১৮। হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্য্যৎ পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥

১৮। অন্বয়ঃ হন্ত অবল্যঃ (হে সখ্যঃ) অয়ং অদ্রি (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতঃ) হরিদাসবর্য্যঃ (হরিদাসানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ) যৎ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ সহ গোগণয়ো তয়োঃ পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ [যথোচিতং] মানং তনোতি (জল পানাদি বিচিত্র ক্রীড়া ভোজনাদি সম্পাদনেন সপর্য্যাং বিদধাতি)।

১৮। মূলানুবাদঃ হে অবলাগণ! অহো কি আশ্চর্য, এই পর্বত হরিদাস শ্রেষ্ঠ। যেহেতু সে কৃষ্ণরামের চরণ স্পর্শে তৃণ-উদ্গমাদি লক্ষণ অষ্টসাত্ত্বিক ভাবাকুল হয়ে থাকে। যেহেতু পানীয় জল, মধু প্রভৃতি, সুকোমল পুষ্টিবর্ধনকারী তৃণ, উপবেশন শয়নাদির সুন্দর গুহা এবং কন্দমূলের দ্বারা গো গোপগণের সহিত কৃষ্ণরামের বিস্তারিত ভাবে সেবা করে থাকে।

মোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারোরাধায়ামেব যঃ সদা,' ইতি তত্রৈবোক্তেরন্যবক্ত্রীকত্তেনাপি নেদং ব্যাখ্যেয়ম্॥ বি০ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ ইদানীং সৌন্দর্যাদি বেণুগানাদিরূপে গুণেও অপেক্ষারহিত ভাবে কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ মাত্রেই কৃষ্ণমোহনত্ব প্রতিপাদন করতে করতে প্রেমের সপ্তম ভূমিকাতে মহাভাবের মাদনাখ্য মহাসার ভাব প্রকাশ করতে করতে শ্রীবৃষভানুকুমারীচরণপঙ্কজ-দ্যুতিচয় বলা হচ্ছে—পূর্ণা ইতি। পুলিন্দ রমণীগণই পূর্ণা, আমরা অপূর্ণা, অতএব তাদের তপস্যা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছি—এইরূপে অনুরাগ ধ্বনিত হল। আচ্ছা, কেন পূর্ণা, এরই উত্তরে, **উরুগায়পদাব্জরাগ**—কৃষ্ণের পদাব্জের 'রাগ' রঞ্জন যাতে লেগে আছে সেই শ্রীকুম্কুমের দ্বারা মুখ-কুচ লেপন করল। কৃষ্ণ পাদাব্জগত সেই কুম্কুম কোথা থেকে এল? এরই উত্তরে **দয়িতাস্তন মণ্ডিতেন**—দয়িতার (শ্রীরাধার) সম্ভোগ থেকে, তদীয় স্তনসম্বন্ধী, এরূপ ভাব। অতএব তদীয় পরম সৌভাগ্যের স্তুতি করার অভিলাষ হলেও সাহসী হতে অসমর্থবতী আমাদের দ্বারা পুলিন্দগণই স্তুত হচ্ছেন, এরূপ ভাব। যদিও এখানে দয়িতা সেই বৃষভানুকুমারী নিজেই, তাও রাগাধিক্যেই, কিন্তু তা মানলেন না। আচ্ছা এ সম্বন্ধে সেই পুলিন্দরমণীদের কি? এরই উত্তরে **তৃণকষিতেন**—তৃণে লগ্ন হয়ে যাওয়া এই শ্রীকুম্কুম—দয়িতা সম্ভোগের পর কৃষ্ণের বনবিহার থেকে তৃণে লাগা, এরূপ ভাব। আচ্ছা—অতঃপর কি হল? এরই উত্তরে সেই তৃণলগ্ন কুম্কুমের দর্শনে **স্মররুক্**—কন্দর্পপীড়া যাদের যেই পুলিন্দগণ—অহো জানি না কৃষ্ণদর্শনে তাদের কি হত? এরূপ ভাব। অতঃপর কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ গ্রহন ইচ্ছায় মুখে, কৃষ্ণকৃত সম্ভোগ লিপ্সায় কুচে লেপতে লেপতে নিজেদের কৃষ্ণসংভুক্ত মাননা করে **আধিম্**—কন্দর্পপীড়া ত্যাগ করল এরা। অহো কুম্কুমেরও কোন্ অনির্বচনীয় শক্তিবিশেষ, আমরা তো তাও জন্ম মধ্যেও একবারও পাবো না, এরূপ ভাব। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে 'মাদনের অধিকার-বিষয়ীকৃত সদা ভোগেও তার গন্ধমাত্র-আধারের স্তুতি, এই কারিকার উদাহরণ রূপে এই 'পূর্ণাঃপুলিন্দ্য' শ্লোকটিকে সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে। উজ্জ্বলের কারিকার 'সদা ভোগেঽপি'—মাদনে ভাবসমষ্টি থাকা হেতু সর্ব সম্ভোগ, সর্ব

বিহার মাদনে অবশ্য আছে, এখানে বিহারেই সম্ভোগ তদানীং সহসা এই গোপীদের নিকট কৃষ্ণ-আবির্ভাব হেতু, তাঁর সহিত বিহারই এরূপ বুঝতে হবে। অতএব এ প্রকরণে সহসা আবির্ভূত কৃষ্ণ আলিঙ্গিত অবস্থায় গোপীগণ কথা বলছিলেন, যথা—"বর্ণয়ন্ত্যোইভিরেভিরে"—(ভা০ ১০।২১।৬। এরূপ অর্থও কেউ কেউ বলে থাকেন—"সর্ব্বভাবোদ্গম উল্লাসময়ী এই মাদন চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত, যার উপর কিছু নেই—হ্লাদিনীসার রাধাতেই একমাত্র যা সদা শোভা পায়।" উজ্জ্বলে এরূপ বলা থাকাতে অন্য বক্তাদের এরূপ ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না॥ বি০ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গোষ্ঠান্তরবার্ত্তাপি তথৈব রসান্তরাচ্ছন্না, অত এবমাহুর্দ্বাভ্যাম্—হন্তেতি। অয়মিতি তদানীং শ্রীগোবর্দ্ধনান্তিক এব তাসাং নিবাসেন সাক্ষাদঙ্গুল্যা দর্শনাৎ; জগতোঽশেষং পাপং দুঃখং চিত্তঞ্চ যথাযথং হরতীতি হরিঃ; তদধিষ্ঠাতা দেবঃ শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধঃ, তৎস্বভাবকেষু তস্য দাসেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ; তদ্বর্য্যত্বমেব ফলাভিব্যক্তিদ্বারা দর্শয়তি—যদ্রামেতি। প্রকৃষ্টো মোদো হর্ষঃ রোমাঞ্চ-স্বেদানন্দাশ্র্বাদিস্বরূপ-তৃণাদ্যুদ্গমার্দ্রতা-জলবিন্দুস্রাবাদিলক্ষণঃ; তনোতীতি—সর্ব্বেরন্যৈরপি ক্রিয়মাণং মানময়ং বিস্তারেণ করোতীত্যর্থঃ; পানীয়ানি পেয়ানি জলমধ্বাদীনি; স্বিতি দীর্ঘত্বমার্ষং, ছন্দোঽনুরোধাৎ; সুষবসানি কোমলানি পুষ্টিবর্দ্ধনানি দুগ্ধসম্পাদকানি। যদ্বা, পানীয়ং সুবতে ক্ষরন্তি পানীয়সুবো নির্ঝরাঃ; ভূ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, উপবেশাদ্যর্থং সুন্দরস্থানমিত্যর্থঃ; কন্দরা গুহাঃ, তৈশ্চ তত্রত্য রত্নপর্য্যঙ্ক-পীঠ-প্রদীপাদর্শাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যাঃ, যথাসম্ভবঞ্চ তৈস্তেষাং মানো জ্ঞেয়ম্। হে অবলা ইতি—তত্র তত্র যুষ্মাকং শক্ত্যভাবেন এতাদৃশ-সেবাভাগ্যং ন ঘটেত; ইত্যহো বতাভাগ্যবৈভবমিতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। অত্র চ অক্ষণ্বতামিতিবদবহিত্থায়ামপ্যর্থান্তরব্যক্তির্যথা 'রামো নীল চারু সিতে ত্রিষু' ইত্যমরকোষাদ্রামো রমণীয়ো যঃ কৃষ্ণস্তস্য চরণয়োঃ স্পর্শেন প্রমোদো যস্য সঃ; তয়োশ্চরণয়োঃ; যদ্বা, তাদৃশকৃষ্ণচরণয়োঃ স্পর্শপ্রমোদো যস্মাৎ, ঋত্বনুরূপ-শৈত্যাদি-গুণকত্বেন স্বশিলানাং বিধানাৎ; যদ্বা, রামং ক্রীড়ারূপং যচ্ছ্রীকৃষ্ণস্য চরণম্ আচরণং, তস্য স্পর্শেন স্পর্শনেন দানেন প্রমোদো যস্য সঃ; 'বিশ্রাণনং বিতরণং স্পর্শনম্' ইত্যমরঃ। সর্ব্বদা সদা তৎক্রীড়াসম্পাদনোৎসুক ইত্যর্থঃ; যদ্বা, তেন প্রমোদয়তি তমস্মান্ জগচ্চেতি তথা সঃ; যদ্বা, তাদৃশকৃষ্ণচরণয়োরিব স্পর্শপ্রমোদো যস্য, এতৎস্পর্শনেন তৎস্পর্শনানন্দস্যৈব সিদ্ধের্নিরন্তর বিচিত্রপ্রেমবিহার-শ্রেণীভিস্তচ্চরণস্পর্শময়তা ইবাস্মিন্ সম্পত্তেঃ। তস্যেতি বক্তব্যে তয়োশ্চরণয়োরিত্যাদরেণ॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোষ্ঠের বাইরের কথাও সেই প্রকারই রসান্তরের দ্বারা আচ্ছন্ন, অতএব দুইটি শ্লোকে বলছেন—হন্ত ইতি। **অয়ম্ ইতি**—শ্রীগোবর্ধনের নিকটেই গোপীদের নিবাস হওয়া হেতু সাক্ষাৎ অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে বলছেন, 'এই' গোবর্ধন। **হরি**—জগতের অশেষ পাপ-দুঃখ ও মন কৃষ্ণ হরণ করেন যথাযথ, তাই 'হরি' শব্দের প্রয়োগ। এই গোবর্ধন পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেন শ্রীকৃষ্ণ, স্বভাবে এই গোবর্ধন কৃষ্ণদাসেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—সেই শ্রেষ্ঠত্বই ফল প্রকাশের দ্বারা দেখান হচ্ছে, **যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ**—যেহেতু গোবর্ধন রমণীয় কৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রমোদিত হয়ে থাকে। **প্রমোদঃ**—[প্র+মোদঃ আনন্দাকুল—অষ্টসাত্ত্বিক ভাবাকুল হয়ে থাকে, যথা রোমাঞ্চ-ঘর্ম-আনন্দাশ্রু

প্রভৃতি স্বরূপ—তৃণাদি উদ্গম, জলবিন্দুস্রাবাদি লক্ষণ। **মানং তনোতি পানীয়**—জলমধু প্রভৃতি ও অন্যসবের দ্বারাও বিস্তারিতভাবে সেবা করে থাকে। **সুযবস**—সুকোমল পুষ্টিবর্ধনকারী, দুগ্ধ সম্পাদক তৃণ—অথবা 'সুবতে' পানীয় ক্ষরণ করে 'পানীয়সুবো' নির্ঝর। কোথাও কোথাও 'সু' স্থানে 'ভূ' পাঠও আছে,'ভূ' ভূমি উপবেশনের সুন্দর স্থান দেয়। **কন্দরা**—গুহা। সেবার উপকরণ এই কয়টির নাম উপলক্ষণে বলা হল—এর দ্বারা আরও অনেক উপকরণকে বুঝাচ্ছে, যথা—তথাকার রত্ন-পালঙ্ক, আসন, প্রদীপ প্রভৃতি এইসবের দ্বারা রামকৃষ্ণাদি গোপবালকদের সেবা করে থাকে। **হে অবলা**—হে অবলাগণ, গিরিরাজের সেই সেই স্থানে তোমাদের এতাদৃশ সেবা ভাগ্য হয় না, শক্তি অভাবে,—তাই বলছি অহো তোমাদের কি দুর্ভাগ্য বৈভব, এরূপ ভাব। **রাম**—নীল, রমণীয় শুভ্র ইতি অমর। **রামকৃষ্ণ**—রমণীয় কৃষ্ণ—রমণীয় কৃষ্ণের চরণ স্পর্শ পেয়ে অতিশয় আনন্দময় গোবর্ধন। **তয়োঃ**—কৃষ্ণের চরণদ্বয়ের (সেবা করে)। অথবা, রমণীয় কৃষ্ণচরণ যুগলের **স্পর্শপ্রমোদঃ**—আনন্দ হয় যে গিরিরাজের স্পর্শ থেকে—ঋতু-অনুরূপ নিজ শিলায় শৈত্যাদি গুণ প্রকাশ করত সুখসেবায় স্থাপন হেতু। অথবা 'রামং' [রম্—ক্রীড়া করা] শ্রীকৃষ্ণের যে ক্রীড়ারূপ 'চরণ' আচরণ—রাসক্রীড়ারূপ আচরণ যে-শ্রীকৃষ্ণের তাঁর স্পর্শন দানে প্রমোদ যাঁর সেই গোবর্ধন। [বিশ্রানন, বিতরণ, স্পর্শন-ইতি অমর] অর্থাৎ গোবর্ধন সদা শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া সম্পাদনে উৎসুক। অথবা, এই গিরিরাজ কৃষ্ণকে, আমাদিগকে ও এই জগৎকে পরমানন্দ দান করেন। অথবা, তাদৃশ কৃষ্ণচরণযুগলের মতো স্পর্শেও আনন্দ দান করেন এই গোবর্ধন,—এই গোবর্ধনের স্পর্শনে কৃষ্ণস্পর্শন আনন্দের সিদ্ধি হেতু ও নিরন্তর বিচিত্র প্রেমবিহার শ্রেণীদ্বারা যেন কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শময়তা সম্পত্তি প্রাপ্তি হেতু। এখানে 'কৃষ্ণের' নাম 'তস্য' শব্দে একবচনে করাই বক্তব্য হলেও দ্বিবচনে বলবার কারণ আদরে শ্রীচরণযুগল বলে নির্দেশ করা হল কৃষ্ণকে ॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ হন্ত সখ্যো মহদাশ্রয়ণং বিনা নৈব মনোরথঃ ফলতি। মহত্ত্বঞ্চ হরি-ভক্তানামেব তেষামপি মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনোগিরিন্দ্র এব মুখ্য ইতি গার্গীমুখাৎ শ্রুতং, তদদ্য তত্রত্য মানস গঙ্গায়াং স্নাত্বা তদধিদৈবতস্য শ্রীহরিদেবনাম্নো নারায়ণস্য দর্শনার্থং যাম ইত্যত্র গুরুজনানামপি নৈব বিপ্রতি-পত্তিঃ। কৃষ্ণোঽপি তত্রৈব খেলতীতি যুক্তিং নিশ্চিতবত্যঃ স্বরমণং তমভিসিষীর্ষবঃ শ্রীগোবর্দ্ধনমেব সগণকৃষ্ণ-বাঞ্ছিতসাধকং স্ববাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং স্তুবন্তি। হন্তেতি বিস্ময়ে। হরিদাসেষু নারদাদিষ্বপি মধ্যে মুখ্যা যে ত্রয়ো হরিদাসা যুধিষ্ঠিরোদ্ধব গোবর্দ্ধনাস্তেষ্বপি মধ্যে অয়মদ্রিরেব হরিদাসবর্য্যঃ। "হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়ং মহোদয়" মিতি যুধিষ্ঠিরে "কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসা" মিত্যুদ্ধবে "হন্তায়মদ্রিরবলা হরি-দাসবর্য্য" ইত্যস্মিন্ পর্ব্বতেঽপি হরিদাস পদপ্রয়োগাৎ। যস্মাদ্রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেন শিলাদ্রবাদ্যভিব্যঞ্জিতঃ প্রমোদো যস্য সঃ। চরণস্পর্শে সতি শিলানাং পঙ্কসাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত্যা ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিমচ্চরণচিহ্নং নির্ঝরতৃণো-দ্গমাদয়োঽশ্রুপুলকাদয়োঽপি প্রমোদব্যঞ্জকা জ্ঞেয়াঃ। অত্র রামপদপ্রয়োগো ভাব গোপনার্থঃ। শ্লেষেণ "রামো নীল চারুসিতে ত্রিষু" ইত্যমরকোষাৎ রমণীয়ো যঃ কৃষ্ণস্তস্য। হে অবলা ইতি পতিপারবশ্যবতীনাং যুষ্মাকং তদাশ্রয়ণমেব বলং বুদ্ধ্যতে ইতি ভাবঃ। যৎ যতঃ প্রমোদাদেব হেতোঃ মানং তৎপ্রসাদনীং পূজাং

১৯। গোগোপকৈরনুবনং নয়তোরুদারবেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং নির্য্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্ব্বিচিত্রম্॥

১৯। অন্বয়ঃ [হে] সখ্যঃ! নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োঃ (গবাং পাদবন্ধনরজ্জবঃ তৈঃ কৃতং লক্ষণং যয়োঃ তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) গা গোপকৈঃ অনুবনং (বনে বনে) নয়তোঃ কলপদৈঃ (অস্ফুটধ্বনিযুক্তৈঃ) উদারবেণুস্বনৈঃ তনুভৃৎসু (দেহধারিষু) গতিমতাং (জঙ্গমানাং) অস্পন্দনং, তরূণাং (বৃক্ষাদীনাঞ্চ) পুলকঃ রোমাঞ্চং বিচিত্রং (অতীব বিস্ময়াবহং) [অকরোৎ]।

১৯। মূলানুবাদঃ হে সখাগণ! ওদিকে মুক্তাস্তবক বাঁধা পীতপট্টময় উষ্ণিষবন্ধন-ভূষণ গো-রাখাল-চিহ্ন নির্যোগ পাশদ্বারা(দোহনকালে বাছুর বাধার দড়ি দ্বারা) সৌন্দর্যবিশেষ লাভে খ্যাত রামকৃষ্ণ অঙ্গ রক্ষক গোপবালকগণের সহিত বনে বনে মধুর অস্ফুট ধ্বনিতে বেণু বাজাতে বাজাতে গোধন চরাতে থাকলে এক বিচিত্র দৃশ্যের সৃজন হল—শরীরিদের মধ্যে যারা গতিশীল তাদের বেণুধ্বনি শুনে স্থাবরতা প্রাপ্তি ঘটল, স্থাবর বৃক্ষদের পুলকে জঙ্গম ধর্ম প্রাপ্তি ঘটল।

তনোতি সহগোভির্গণেন সখিসমূহেন চ বর্ত্তমানয়োস্তয়োঃ। কৈঃ পানীয়ানি পাদ্যাচমনীয় পানার্থং সুগন্ধ-শীতলনির্ঝরজলানি তথা নৈবেদ্যার্থং পানীয়াঃ পেয়া মধ্বাম্রপীল্বাদিরসাশ্চ। সুষবসানি অর্ঘ্যার্থং দুর্ব্বা গবাং গ্রাসার্থং সুগন্ধসুকোমলপুষ্টিবর্দ্ধনদুগ্ধসম্পাদকানি তৃণানি চ। দীর্ঘত্বমার্ষম্। যদ্বা, পানীয়ং সুবতে ইতি পানীয়সুবো নির্ঝরাশ্চ কন্দরা উপবেশশয্যাবিলাসাদ্যর্থং শীতোষ্ণসময় সুখদা গুহাশ্চ ভক্ষণার্থং কন্দমূলানি চ। তত্রত্য রত্নপর্য্যঙ্কপীঠপ্রদীপাদর্শাদয়োপ্যুপলক্ষ্যন্তে॥ বি০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ হায় হায় সখীগণ মহদাশ্রয় বিনা মনোরথ ফলবান্ হয় না। হরিভক্তদেরই মহত্ত্ব, তার মধ্যেও আবার শ্রীগোবর্ধন গিরিন্দ্রই মুখ্য, এরূপ গার্গীমুখ থেকে শুনেছি। তাই অদ্য তত্রত্য মানসগঙ্গাতে স্নান করত তার অধিদেবতা শ্রীহরিদেব নামক নারায়ণের দর্শনার্থ যাব—এতে গুরুজনদেরও সন্দেহ হবে না। কৃষ্ণও সেখানে গোবর্ধন তটে খেলা করে বেড়ায়—এইরূপ যুক্তি নিশ্চয়-বতী গোপীগণ সেই স্বরমন কৃষ্ণের নিকট অভিসার করতে ইচ্ছা করে সসগণ-কৃষ্ণবাঞ্ছিত সাধক সেই গোবর্ধন-কেই স্তব করতে আরম্ভ করলেন স্ববাঞ্ছা সিদ্ধির জন্য। **হন্ত**—বিস্ময়ে। হরিদাস নারদাদির মধ্যে মুখ্য যে তিনজন হরিদাস—যুধিষ্ঠির, উদ্ধব, গোবর্ধন ; তার মধ্যেও এই পর্বত গোবর্ধন হরিদাস শ্রেষ্ঠ। "হরিদাসের রাজসূয় যজ্ঞে মহোদয়" এইরূপে যুধিষ্ঠিরে, "ব্রজবাসিদিকে কৃষ্ণ-স্মরণ করাতে করাতে হরিদাস ব্রজের বিহার করতে লাগলেন" এইরূপে উদ্ধবে, "হে অবলাগণ অহো এই পর্বত হরিদাসবর্য" এইরূপে এই পর্বতেও হরি-দাস পদের প্রয়োগ হেতু। যেহেতু রামকৃষ্ণচরণ স্পর্শে শিলায় আদ্রতা-আদি দ্বারা ব্যঞ্জিত হল অদ্রির প্রমোদ। চরণ স্পর্শ হলে সেই শিলায় পঙ্কের সাধর্ম্য প্রাপ্তি ঘটে, যাতে অঙ্কিত হয় ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদি চরণচিহ্ন, আরও নির্ঝর ও তৃণের উদ্গমরূপ অশ্রুপুলকাদি চিহ্ন দেখা দেয়—এ সবই প্রমোদ-ব্যঞ্জক, এরূপ বুঝতে হবে। 'রাম' পদের প্রয়োগ এখানে ভাব গোপনের জন্য। অর্থান্তরে 'রাম' পদে রমণীয় অর্থ ধরে রাম-

কৃষ্ণ—রমণীয় কৃষ্ণ। **অবলা ইতি**—পতি পারবশ্যবতী তোমাদের এই পর্বত আশ্রয়ই বল এরূপ বুঝা যাচ্ছে, এরূপ ভাব। **যৎ**—কারণ, প্রমোদ বশেই পর্বতরাজ **মানং**—সেই প্রসন্নতা সম্পাদনী পূজা সমারোহের সহিত করছেন—গোগণ ও সখাসমূহ সহিত বর্তমান রামকৃষ্ণের। **পানীয় ইত্যাদি**—কি কি পানীয়? পাদ্য-আচমনীয়, পানার্থ সুগন্ধ শীতল নির্ঝর-জল তথা নৈবেদ্যের জন্য পানীয় পেয়-মধু-আম্র পিলু আদি রস। **সুযবস**—দুর্বা এবং গরুর খাদ্যের জন্য সুগন্ধ কোমল পুষ্টিবর্ধক দুগ্ধসম্পাদক ঘাস। অথবা 'পানীয়ং স্রবতে' অর্থাৎ পানীয় স্রবো—নির্ঝর। **কন্দরা**—উপবেশন, শয্যা বিলাসের জন্য শীতোষ্ণ সময়-সুখদ গুহা এবং খাওয়ার জন্য কন্দমূল। এখানে উপলক্ষণে আরও ধরতে হবে—সেখানকার রত্নপর্যঙ্ক, পিঁড়ি, প্রদীপ, আয়না প্রভৃতি; এত সবের দ্বারা কৃষ্ণসেবা॥ বি০ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অহো কিং বক্তব্যো হরিদাসবর্য্যত্বেন যথার্থনাম্নোঽস্যাদ্রিপতের্মহিমা, কিন্তু সর্ব্বেঽপ্যত্রত্যাশ্চরাচরাঃ পরমধন্যা ইত্যাহুঃ—গা ইতি। অনেন তাসাং গবামসংখ্যেয়ত্বাদ্দূরগামিত্বেন বিস্তীর্ণদেশগ-জীবগণসুখদাতৃত্বং বিবক্ষিতম্। অনুবনমিতি—অত্রাপ্যবান্তরভেদেন ততঃ স্বেষামেব তদ্বঞ্চনেন সর্ব্বতঃ পুণ্যহীনত্বম্; গোপকৈরিতি দয়ায়াং কন্, তৎপরিবারত্বেন স্নেহবিষয়ত্বাৎ; অতো গোপায়ন্তি দুঃখভয়স্থানাৎ, শ্রীকৃষ্ণং রক্ষন্তীতি শ্লেষশ্চ। অস্মাকন্তু ন তাদৃশপ্রেমসেবাযোগ্যাতেতি ভাবঃ। নয়তোরিতি—তত্র তত্র গমনে তয়োঃ স্বাচ্ছন্দ্যং ঘটতে, হা কষ্টং ন ত্বস্মৎসন্নিধাবিত্যেতৎ; উদারেতি—তত্র তত্র তেষু তু তস্য পরমানন্দদাতৃত্বম্; বেণ্বিতি—তদীয়স্বনেষ্বপি বৈশিষ্ট্যং, কলপদৈরিতি 'ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুটে কলে' ইত্যভিধানাৎ। মাধুর্য্যেণৈব তাবন্মনোহরত্বং তত্র চাস্ফুটত্বাৎ, কেয়ং সঙ্কেতোক্তিরিতি ন্যূনাভাবাক্রান্ত্যা তদতিশয়িত্বম্; যদ্বা, নূপুরকলশব্দযুক্তৈঃ পদৈঃ পাদবিক্ষেপৈরিতি—তদ্বিলাস-স্মরণং, বহুত্বং গৌরবেণ। তনুভৃৎস্বিতি—এষ কস্তনুভৃদ্যস্তদ্বশেন পতেদিত্যেতৎ। সখ্য ইতীদং ভবত্যোঽপি জানন্ত্বীত্যেতৎ। অস্পন্দনং কিঞ্চিচ্চলনস্যাপ্যভাবঃ, গতিমতাং প্রশস্ততচ্ছক্তিযুক্তানামপি নিত্যতৎস্বভাবানাং নদ্যাদীনামপি বা, অতঃ কিমুতাস্মাকং দূরগমনমিত্যেতৎ। পুলকস্তরুণামিতি—অরোমকাণামপি অঙ্কুরোদ্ভেদমিষেণ রোমরোমাঞ্চৌ যুগপদেব জায়েতে ইত্যেতৎ; অতঃ কম্পোঽপি লক্ষিতস্তেন স্থাবরজঙ্গময়োর্দ্বয়োধর্ম্মবৈপরীত্যমপি; নির্যোগেতি—সর্ব্বাসামেব গবাং সুশীলত্বেন পাশান্তরানুপযোগাৎ; নির্যোগাখ্যঃ পাশো নির্যোগপাশঃ, স চ চপলস্বভাবানাং পশূনাং দোহনসময়ে গো-বামজঙ্ঘাসঙ্গতা পাদবন্ধনরজ্জুস্তেন কৃতলক্ষণৌ, 'গুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণাহতলক্ষণৌ' ইত্যমরাৎ পরমসৌন্দর্য্যগুণেন প্রতীতৌ; ততশ্চানেন মুক্তাস্তবকজুষ্টাগ্রদ্বয়পট্টময়তা তস্য ধ্বনিতা, সোঽয়ং চোষ্ণীষাদ্যুপরি শোভাং দধানো গোপবেশঃ সর্ব্বেষাং মনোহর্ত্তাপি তাসাং শ্রীগোপসুন্দরীণান্তু বিশেষতো জ্ঞেয়ঃ। স্বদেশজাতিবয়ঃসদৃশং বেশাদিকং হি সর্ব্বেষ্বতীব রোচকং স্যাদিতি। বিচিত্রমিতি—তত্র তত্র স্বেষং বিস্ময় মোহঃ, ইদং যথাযোগ্যং বহুত্র যোজনীয়ম্। অথ পূর্ব্ববৎ কেবলকৃষ্ণৈকবিষয়ভাবব্যঞ্জকশ্চায়মর্থঃ—অহো সখ্যঃ! স্ফুটং গোচারণমিষেণ সগণঃ সভ্র তৃকোঽসৌ বনং ভ্রমন্ কিতব ইব লক্ষ্যত ইত্যাহুঃ—গা ইতি। নির্যোগপাশাভ্যাং কৃতং সিদ্ধলক্ষণং কিতবোচিত পদবন্ধনচিহ্নং যয়োস্তথাভূতয়োর্গোপকৈস্তদ্দধিপয়সোঃ স্তেয়বস্তুনাঞ্চ রক্ষকৈঃ পৃষ্টপালাখ্যৈঃ সহানয়োঃ গা

বনাদ্বনং নয়তোর্মধ্যে য উদারঃ সর্ব্ববরীয়ান্, তস্য বেণুস্বনৈর্জঙ্গমানামস্পন্দনমভূৎ, স্থাবরাণাঞ্চ পুলকোঽভূৎ। কীদৃশৈঃ? মোহনমন্ত্রবন্মনোহরাব্যক্তপদৈঃ; অতো মহাবৈণবিক এবাত্র কিতবমুখ্যঃ; অন্যে তু তদনুযায়িন এব; তস্মাদস্মাভিরিব তস্য তু মোহনবিদ্যাত্মকো বেণুর্ভবতীভির্ন শ্রোতব্যঃ, অন্যথা তাভ্যাং নির্যোগপাশাভ্যামেব নূনং ভবন্মনো বদ্ধং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ; এবং সর্ব্বথা স্বমোহদুঃখমেব বিবক্ষিতমিতি স্থিতম্॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অহো হরিদাসবর্য রূপে যথার্থ নামা এই পর্বতরাজের মহিমা আর বলবার কি আছে, কিন্তু সর্বত্রই এই বৃন্দাবনের চরাচর মাত্রেই ধন্যা, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গা ইতি। গা—গোগণের এই বহুত্ব প্রয়োগে এখানে বক্তব্য হচ্ছে, অসংখ্য গো হওয়াতে তারা চরার সুবিধার জন্য দূরে দূরে চলে যায়, কাজেই বংশী জোরে ধ্বনি করতে হয় তাদের আহ্বানের জন্য, যার ফলে দূর দূরস্থ স্থাবর-জঙ্গম বেণুগান শ্রবণের সুবিধা পায় – এদের এই সুখ দানের কথাই এখানে বলা হল। **অনুবনং**—'অনু' প্রধানের অঙ্গভূত, গৌণ। এর মধ্যেও আবার গৌণভেদে সকল থেকে কৃষ্ণকে লুকিয়ে রেখে তাদেরকে বঞ্চনা করার জন্য সব থেকে পুণ্যহীন কোন কোনটি। **গোপকৈঃ ইতি**—গোপগণের সহিত, এখানে 'ক' (কন্) অক্ষরটির প্রয়োগ তাদের প্রতি দয়ার অর্থাৎ ভালবাসায়। একই গোয়ালা পরিবারের বলে তাঁরা কৃষ্ণের স্বাভাবিক স্নেহবিষয়, সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, 'গোপয়ন্তি' দুঃখ-ভয় স্থান থেকে কৃষ্ণকে তাঁরা রক্ষা করেন, আমাদের তাদৃশ প্রেমসেবা যোগ্যতা নেই। **নয়তো**—'চারয়ত', বনে বনে ধেনু চরিয়ে বেড়ানো উপলক্ষে গো-গোপগণের কৃষ্ণসঙ্গের স্বাচ্ছন্দ্য ঘটে—হা কষ্ট আমাদের ভাগ্যে এরূপ সাচ্ছন্দ্য কখনও আসে না। **উদার**—এই বেণুনাদের সেখানে সেখানে গোপীদের মধ্যে পরমানন্দ দাতৃত্ব বোঝাবার জন্য এই পদের ব্যাবহার **বেণু ইতি**—কৃষ্ণের বেণুধ্বনিতেই বৈশিষ্ট্য **কলপদং ইতি**—'কল' মধুর অস্ফুট ধ্বনি। মাধুর্যে বেণুধ্বনির তাবৎ মনোহরতা-তো অস্ফুট থেকে গেল, এখানে কি সেই সঙ্কেত উক্তি? এরই উত্তরে, চর অচরের নানাভাবাক্রান্ততার অতিশয়িত্বই সঙ্কেত; অথবা, **কলপদৈঃ**—নূপুরে মধুর অস্ফুট ধ্বনিযুক্ত পদ। 'পদৈ' পাদবিক্ষেপের রনুঝনু ধ্বনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে দয়িতের বিলাস, এখানে পদৈঃ বহুবচন গৌরবে। নানা ভাবাক্রান্ততার দৃষ্টান্ত **তনুভৃৎসু**—শরীরধারিদের অস্পন্দন ইত্যাদি—এরা কারা? উত্তরে এরা তার বংশের মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মধ্যে পড়ে। সখী এরা যে হবে, তাতো জানিই। **অস্পন্দন**—কিঞ্চিৎচলনেও অশক্ত। **গতিমতাং**—যথেচ্ছ চলনে শক্তিবান্, বা 'গতিমতাং' পদে নদ্যাদী—এরা নিত্য যথেচ্ছ চলার স্বভাব সম্পন্ন হয়েও হয়ে পড়ল একেবারে স্থির। অতএব আমাদের দূরে বনে গমনের কথা আর কি বলা যাবে? **পুলক তরুণাম্**—বাগানের বৃক্ষেরা সব অঙ্কুর উদ্গম ছলে যুগপৎ সব রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। অতঃপর কম্পও দেখা যেতে লাগল—স্থাবর জঙ্গমের ধর্ম-বৈপিরীত্যও ঘটতে লাগল—স্থাবরের ধর্ম জঙ্গমে, আর জঙ্গমের ধর্ম স্থাবরে। **নির্যোগ ইতি**—ব্রজের সকল গরুই সুশীল হওয়ার দরুন অন্য কোনও দড়ি প্রয়োজন না হওয়া হেতু, এখানে এই নির্যোগ পদের অর্থ এরূপ করতে হবে, নির্যোগ নামক দড়ি=নির্যোগ পাশঃ। [নির্যোগ পাশ—দুষ্ট স্বভাবের গরু মহিষদের দোয়াবার সময় পিছনের দু পা জোড় করে বাঁধবার দড়ি—গুণে পরম সুন্দর।—অমরকোষ।] অতএব এর থেকে বুঝা

যাচ্ছে, পাট রেশমাদির দড়ির দুদিকে মুখে মুক্তাস্তবক বাঁধা। এই দড়ি মাথার পাগড়ি আদির উপর শোভা পায় রাখালদের। গোপবেশ সকলেরই মনোহর হলেও গোপসুন্দরীদের নিকট বিশেষ করে মনোহর, এরূপ বুঝতে হবে। স্বদেশজাতীয় বেশভূষাদিই সকলেরই রোচক হয়ে থাকে। অতঃপর পূর্ববৎ কেবল কৃষ্ণৈক বিষয় ভাব ব্যঞ্জক এই অর্থ করা যাচ্ছে—হে সখীগণ, এ অতি পরিষ্কার যে গোচারণচ্ছলে সগণ সভ্রাতা বনভ্রমনে রত এক প্রতারক বলেই মনে হচ্ছে, তাই বলা হচ্ছে, গা ইতি। **নির্যোগপাশকৃতলক্ষণ**—'কৃ' প্রমাণীকৃত, নির্যোগ দড়ির দ্বারা প্রমাণীকৃত বঞ্চকোচিত পাদবন্ধন চিহ্ন যাঁদের অঙ্গে তথাভূত রামকৃষ্ণ গোপবালকদের সহিত ধেণু চরাতে চরাতে ইত্যাদি।—দু ভাই সখা-সঙ্গে গোপীঘরে দধি-দুগ্ধ চুরি করতে গিয়েছিলেন। রক্ষক 'কেরে' বলে হাক ছেড়ে উঠলে সখাদের সঙ্গে নিয়ে গোচারণ করতে করতে বন থেকে বনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এদের মধ্যে উদারঃ সর্বশ্রেষ্ঠ যে, তাঁর বেণুধ্বনিতে ঐ জঙ্গমদের নিস্পন্দতা এসে গেল, স্থাবরদের পুলক সঞ্চার হল। কিদৃশ গানে? মোহনমন্ত্রবৎ মনোহর অব্যক্তপদে গানে। অত্রএব মহা-বৈণবিকই এখানে কিতব অর্থাৎ বঞ্চকমুখ্য, অন্য গোপবালকরা তো তার পিছনে পোঁ ধরা। অতএব আমাদের মতো তার ঐ মোহন বিদ্যাত্মক বেণু তোমাদের শোনা উচিত নয়, অন্যথা নির্যোগপাশের দ্বারা নিশ্চয়ই তোমাদের মন আবদ্ধ হয়ে যাবে, এরূপ ভাব। এইরূপে সর্বথা নিজ মোহদুঃখই বক্তব্য ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ, তত্রাভিসরণে বিলম্বো ন কার্য্য স্তস্যানুগবীনস্য বনান্তর গমনসম্ভবাদিত্যাহুঃ—গা ইতি। গোপকৈরিত্যনুকম্পায়াং কন্। অতো গোপায়ন্তি কৃষ্ণং স্নেহাৎ পালয়ন্তীতি শ্লেষশ্চ প্রতিপ্রাতরেব। শ্রীযশোদয়া তথৈব তন্নিয়োগাৎ। বনে বনে গাস্তয়োর্নয়তোঃ সতোরিদং বিচিত্রং ভবতীত্যন্বয়ঃ কিং তৎ। হে সখ্যঃ, তনুভৃৎসু শরীরিষু মধ্যে যে গতিমন্তস্তেষাং বেণুস্বনৈরস্পন্দনং স্থাবরধর্ম্মঃ। তরূণাং পুলকো জঙ্গমধর্ম্ম ইতি। নির্যোগাখ্যঃ পাশো নির্যোগপাশঃ সচ চপলানাং বৎসানাং দোহনসময়ে গোবামজঙ্ঘাসঙ্গতা গলবন্ধনরজ্জুঃ। তেন কৃতলক্ষণয়োঃ সৌন্দর্য্যবিশেষ লাভেন খ্যাতয়োঃ। "গুণৈঃ প্রতীতেতু কৃতলক্ষণা" হিত লক্ষণাবিত্যমরঃ। ততশ্চায়ং মুক্তাস্তবকজুষ্টাগ্রদ্বয়ঃ পীতপট্টময় উষ্ণীষবন্ধভূষণবিশেষ ইব গোপালকত্বব্যঞ্জকোদ্রষ্টৃণাং মনোমোহন এব জ্ঞেয়ঃ ॥ বি০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও, ঐ বেণুবাদকের নিকট অভিসার করতে বিলম্ব করা উচিত নয়, কারণ সেই ধেণুর পিছে পিছে চলমান্ বংশীওয়ালার দূরে চলে যাওয়া সম্ভব, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—গোগোপ ইতি। **গোপকৈঃ**—উপকার ইচ্ছা প্রকাশে কন্; অতএব এই গোপগণ কৃষ্ণকে স্নেহে পালন করে থাকে—অর্থান্তরে প্রতি প্রাতঃকালেই (এই গোপেরা কৃষ্ণের সঙ্গে যায়)। কারণ শ্রীযশো মা তাদের সেই জন্যই নিয়োগ করে থাকেন। বনে বনে বেণু বাজাতে বাজাতে গোধন চরাতে থাকলে—এক বিচিত্র দৃশ্যের সৃজন হল—কি সেই বিচিত্রতা? এরই উত্তরে, হে সখীগণ **তনুভৃৎসু**—শরীরিদের মধ্যে যারা গতিশীল তাদের বেণুধ্বনি শুনে **অস্পন্দনং**—স্থাবরত্ব প্রাপ্তি হল। বৃক্ষদের পুলকে জঙ্গম ধর্ম প্রাপ্তি হল। 'নির্যোগ' নামক পাশ 'নির্যোগপাশ' ইহা চঞ্চল বাছুরদের দোহন সময়ে গাভীর বামজঙ্ঘার সঙ্গে একত্র

২০। এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং নংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীগোপিকাগীতং
নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

২০। **অন্বয়ঃ** এবম্বিধাঃ ভগবতঃ যাঃ ক্রীড়াঃ (তাঃ সর্ব্বাঃ) মিথঃ (পরস্পরং) বর্ণয়ন্ত্যঃ গোপ্যঃ তন্ময়তাং যযুঃ (প্রাপুঃ)।

২০। **মূলানুবাদঃ** বৃন্দাবনচারী ভগবানের এবম্বিধ অন্যও যে সব ক্রীড়া তা বর্ণন করতে করতে গোপীগণ নিজ কান্তের নিকট গিয়ে সেই সেই ক্রীড়বতী হলেন। অতঃপর ক্রীড়া তাদাত্ম্য ও আনন্দ মোহ প্রাপ্ত হলেন।

করে বেঁধে রাখার গলবন্ধনরজ্জু। **কৃতলক্ষণয়োঃ**—এই রজ্জু দ্বারা সৌন্দর্য বিশেষ লাভে খ্যাত রামকৃষ্ণ। —[শৌর্যাদি গুণবিখ্যাত ব্যক্তির নাম—কৃতলক্ষণ, আহত লক্ষণ, (আহিত লক্ষণ)—অমরকোশ]। অতঃপর এই নির্যোগরজ্জুর দুই দিকে মুক্তাস্তবক বাঁধা, ইহা পীতপট্টময়, উষ্ণিষবন্ধ ভূষণ বিশেষ যেন, গোপালত্ব ব্যঞ্জক—দ্রষ্টাদের মনোমোহন—এরূপ জানতে হবে॥ বি০ ১৯॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** এবং বহুলীলা বর্ণয়ামাসিরে, কতি বা ময়া বর্ণনীয়াঃ? ইত্যুপসংহরতি—ঈদৃশ্যো জগন্মোহিন্যো যাঃ ক্রীড়াঃ; এবং বিবিধত্বে হেতুঃ—ভগবতো নিজাশেষমাধুর্য্যং প্রকটয়তঃ; তত্র বৃন্দাবনচারিণ ইতি তাচ্ছীল্যেন তস্য নিত্য-তাদৃশলীলত্বং, তাসাঞ্চ নিত্য-তাদৃশ-ভাবত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতং ব্যক্তম্। বৃন্দাবনবিচারিণ ইতি পাঠে তু তদ্বৈশিষ্ট্যং, তস্য তাঃ সর্ব্বা এব ক্রীড়া বর্ণয়ন্ত্যঃ সত্যস্তন্ময়তাং ক্রীড়াময়তাং তদাবিষ্টতাং যযুঃ॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** এইরূপে বহুলীলা বর্ণনা করলেন গোপীগণ—শ্রীশুকদেব বললেন আমি বা কতটুকু বর্ণনা করব। তাই উপসংহার করছি—**এবম্বিধা**—ঈদৃশো জগন্মোহনী যে ক্রীড়া। এইরূপ বিবিধত্বে হেতু, **বৃন্দাবনচারী ভগবতো**—ভগবানের, নিজ অশেষ মাধুর্য প্রকটনকারী ভগবানের—'বৃন্দাবনচারী' এইরূপে স্বভাববোধক বাক্য বলাতে বুঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণের নিত্যই তাদৃশ লীলা। এই ব্রজগোপীদেরও নিত্য তাদৃশ ভাব প্রকাশিত হয়। 'বৃন্দাবন বিচারিণ' পাঠেও একই বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের সেই সকল লীলা বর্ণন করতে করতে গোপীগণ **তন্ময়তাং**—লীলাময়তা, লীলায় আবিষ্টতা প্রাপ্ত হলেন॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** উপসংহরতি—এবমিতি। বৃন্দাবনচারিণো ভগবত এবম্বিধা অন্যা অপি যাঃ ক্রীড়াবর্ণয়ন্ত্যো বভুবুস্তন্ময়তাং তৎপ্রচুরতাং ক্রীড়াপ্রাচুর্য্যং যযুঃ প্রাপুঃ। স্বকান্তমভিসৃত্য তত্তৎক্রীড়াবত্যো বভুবুরিত্যর্থঃ। যদ্বা, অয়ন্তেঽভিসরন্তীত্যয়া গোপ্যঃ এবম্বিধা ভগবতঃ ক্রীড়া ভগবৎকর্ত্তৃকাঃ ভগবৎকর্ম্মকাশ্চ মিথো রহসি যযুঃ প্রাপুঃ ক্রীড়ন্ত্য ক্রীড়য়ন্ত্যশ্চ বভূবুরিত্যর্থঃ। "মিথোঽন্যোন্যং রহস্যপী" ত্যমরঃ। ততঃ পরং

তন্ময়তাং ক্রীড়া-তাদাত্ম্যমানন্দমোহণঞ্চ প্রাপুঃ। ব্যাখ্যেয়মবশ্যোপাদেয়া অগ্রিমগ্রন্থে "যর্হ্যম্বুজাক্ষে" তত্র ত্বয়াভিরমিতা ইত্যুক্তেঃ॥ বি০ ২০॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একবিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** উপসংহার করা হচ্ছে—এবম্ ইতি। বৃন্দাবনচারী ভগবানের এবম্বিধ অন্যও যে সব ক্রীড়া তা বর্ণন করতে করতে গোপীগণ **তন্ময়তাং**—'তৎ প্রচুরতাং' ক্রীড়াপ্রাচুর্য **যযুঃ**—প্রাপ্ত হল অর্থাৎ নিজকান্তের নিকট গিয়ে সেই সেই ক্রীড়াবতী হলেন। অথবা, কৃষ্ণের নিকট অভিসার করে এম্ববিধ ভগবানের ক্রীড়ার কর্তা কর্ম উভয়ই হলেন অর্থাৎ পরস্পর একে অন্যকে ক্রীড়া করাতে লাগলেন, আবার কখনও অন্যের হাতের ক্রীড়নক হলেন। অতঃপর 'তন্ময়তাং' ক্রীড়া-তাদাত্ম ও আনন্দমোহন প্রাপ্ত হলেন। যেহেতু —শ্রীভা০ ১০।২৯।৩৬ শ্লোকে বলা হয়েছে—"হে কমললোচন আমরা আপনার ঐ পদতল যখন হতে সাক্ষাৎ স্পর্শ করেছি তখন থেকে পতি প্রভৃতির নিকট অবস্থান করতে পারছি না"—তাই এখানে যে ব্যাখ্যা করা হল, এই গোপীদের দ্বারা কৃষ্ণ সেদিন অভিরমিতা, তা ঠিকই হয়েছে, উপাদেয়ই হয়েছে॥ বি০ ২০॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-একবিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।